হিন্দুসৎকার্য্যানুষ্ঠান।

অর্থাৎ

জপ, ন্যাস, প্রাণায়ামাদি উপাসনাপদ্ধতি

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥"

সংক্ষিপ্তসার-চিকিৎসাবিদ্যা প্রথমখণ্ড,
সংসারক্ষেত্র, হরিভক্তি-রসায়ন,
অন্ধের নয়ন, কায়স্থতত্ত্বানুসন্ধান,
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
এবং

"হরিনামামৃতরস," যাহার গুণে এতদ্দেশে সর্ব্বজন মোহিত, যাহা ম্যালেরিয়াসম্ভূত পাত, প্লীহা, শোথ, অতিসার, পালা, কালা প্রভৃতি নানাজ্বরে বিদ্যুৎসম কার্য্যকারী, এবং দেশীয় উপাদানে অর্থাৎ গাছ-গাছড়াদিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ-আবিষ্কার—এই সমস্ত বারশত উননব্বই সাল হইতে বিশেষ অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতার সহিত সম্পাদনকারী,
খ্যাতনামা ঐবশক্তিসম্পন্ন

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক

বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন শ্রীহরিশ্চন্দ্র আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য, ভাগবতভূষণ-
সঙ্কলিত।

পোষ্ট ও সাং ধর্ম্মদ, জেলা নদীয়া।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পলাশবেড়িয়া-নিবাসী
পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যকণ্ঠ কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

[মূল্য ১।০ পাঁচসিকা

প্রকাশক—
বিশ্বয়ভূষণ রাহা এণ্ড ব্রাদার্স
পোঃ ধর্ম্মদ, জেলা নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থান
ধর্ম্মদ—প্রকাশকের নিকট;
কলিকাতা
মনোমোহন লাইব্রেরী
২০৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট;
গুরুদাস লাইব্রেরী

প্রথম সংস্করণ—১৩৩১, আষাঢ়।

কৃষ্ণনগর,
শ্রীভাগবত প্রেস হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার
দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন,

আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য, ভাগবতভূষণ।
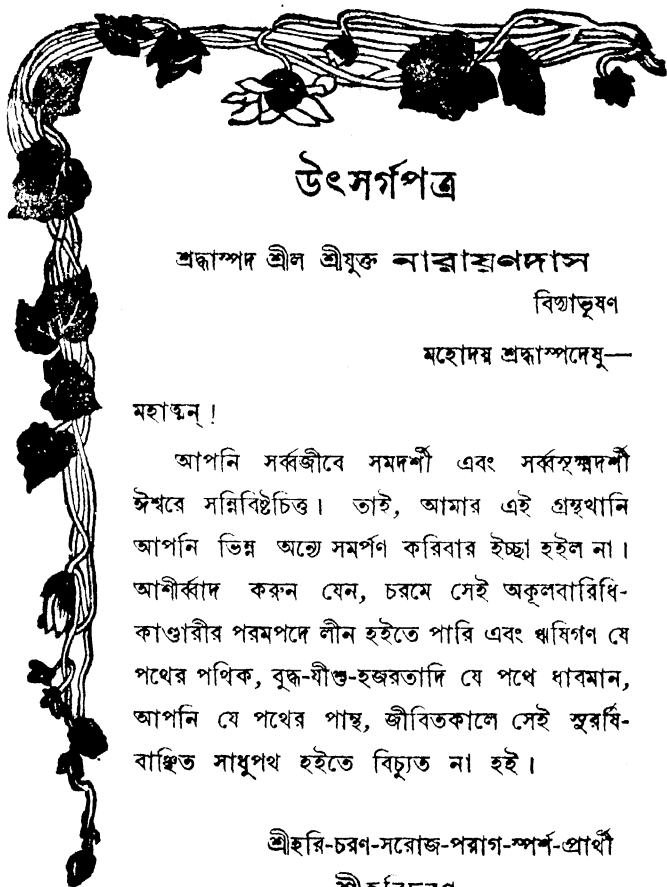
উৎসর্গপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত **নারায়ণদাস**

বিদ্যাভূষণ

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাত্মন্ !

আপনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী এবং সর্ব্বসূক্ষ্মদর্শী ঈশ্বরে সন্নিবিষ্টচিত্ত। তাই, আমার এই গ্রন্থখানি আপনি ভিন্ন অন্যে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা হইল না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন, চরমে সেই অকূলবারিধি-কাণ্ডারীর পরমপদে লীন হইতে পারি এবং ঋষিগণ যে পথের পথিক, বুদ্ধ-যীশু-হজরতাদি যে পথে ধাবমান, আপনি যে পথের পান্থ, জীবিতকালে সেই সুরর্ষি-বাঞ্ছিত সাধুপথ হইতে বিচ্যুত না হই।

শ্রীহরি-চরণ-সরোজ-পরাগ-স্পর্শ-প্রার্থী

শ্রীহরিচরণ——

বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তকখানি প্রকাশের মূলীভূত কারণ আমার অন্তরের ঐকান্তিকী বাসনা এবং "ব্রহ্মচর্য্য" মন্ত্রের ঋষি **নদীয়া আবুরি-নিবাসী শ্রীমন্নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়** বিদ্যাভূষণ, তত্ত্ব-বাচস্পতি, ভারতী, (সম্পাদক, "বঙ্গরত্ন") ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরণা। তাঁহার দ্বারা, বহুদিবস মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফলস্বরূপ মদ্রচিত এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়াছে ; তাই সাহস করিয়া ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহা প্রকাশ করিলাম। আমার কার্য্য তাঁহার আশীর্ব্বাদে সার্থক হইয়াছে, ইহাই আনন্দ, ইহাই সিদ্ধি।

শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন, আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য
ভাগবতভূষণ।

মহামাননীয়

কবিরাজ **শ্রীযুক্ত হরিচরণ** বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন,
আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য, ভাগবতভূষণ।

মহাশয়, আপনার সংগৃহীত "হিন্দুসৎকার্য্যানুষ্ঠান" পুস্তকখানি পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা যে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা এই যে, আপনি দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ্ থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকুন, অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
ন্যায়বাগীশ, ভাগবতকণ্ঠ, তত্ত্বরত্নাকর।
সাং অগ্রদ্বীপ, জেলা বর্দ্ধমান।

ভূমিকা

ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদিত নিত্যকর্ম্ম সকলেরই অবশ্যকরণীয়। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি তদ্ধর্ম্মনিরত হইলে যে অবশ্য ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের অধিকারী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রেরও চর্চ্চা কম দেখা যাইতেছে। আবার যাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত লোকও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; তজ্জন্য এই পুস্তক সঙ্কলনবিষয়ে বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে পাঠকপাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান শিক্ষা করিতে পারিলে, আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। যদিও এই গ্রন্থের লিখিত সকল বিষয় সম্যক্ প্রকারে আচরিত হওয়া সুকঠিন তথাপি—

"জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ॥"

ভাবার্থ—জলবিন্দু যেমন ক্রমে ক্রমে ঘট পূর্ণ করে, সেইরূপ মানব সর্ব্ববিদ্যার, ধর্ম্মের ও ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কিন্তু—

"শ্বঃ কার্য্যমদ্যকর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং॥"

ভাবার্থ—অদ্যকরণীয় কার্য্য কল্য সম্পন্ন করিব অথবা পূর্ব্বাহ্ণের কার্য অপরাহ্ণে করিব, এই অব্যবস্থিতচিত্তসম্পন্ন লোক কোন কর্ম্মই সম্পাদন করিতে পারে না, কারণ মৃত্যু কৃত অকৃত কিছুই বিচার করে না।

কীটপশ্বাদি অনেক জন্মের পর মনুষ্য-দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ;—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

শ্রীভাগবতে ১১।৯।২৯

সাধুব্যক্তি বহু জন্মের পর এই অর্থপ্রদ অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে পশ্বাদি যোনিতে পুনর্ব্বার পতিত না হইতে হয় এবং সম্যক্ প্রকারে মুক্তিলাভ হয়, শীঘ্র এরূপ যত্ন করেন, অর্থপ্রদ অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহে সাধনবশে দেবত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পারে, কারণ মানব যে পরম সুখাদ্য ভোজন করিয়া আনন্দলাভ করে, শূকর অমেধ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সেই আনন্দলাভ করিয়া থাকে। আহারের আনন্দ—উভয়েরই সমান ; সুতরাং আহারের জন্য জন্মগ্রহণ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য নহে। কেবল প্রাণধারণের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য—আহারাদিতে যেন মমতা না থাকে—সে প্রাণধারণ কেবল ভগবচ্চিন্তার জন্য, কারণ তাহাতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে,—

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৮।৩৪

ধর্ম্মদ
৩রা আষাঢ়, ১৩৩১। } গ্রন্থকার।

—:•:—

ভিক্ষা অর্থাৎ প্রার্থনা।

ধ্যানের হোমাগ্নি জ্বালি, ভক্তি-হবিঃ তায় ঢালি,
বিভাসি তুলিব গোরারূপ।
এ আঁখিতে অন্ধ হয়ে, দেখিব অন্তরে চেয়ে,—
ভরে আছে চিন্ময়স্বরূপ॥
ভিতরে বাহিরে বিশ্বে, হেরিব নিখিল দৃশ্যে,
বিম্বিত তাঁহারি রূপরাশি।
তন্ময় হইবে প্রাণ, রসনায় গুণগান,
স্বতঃই উঠিবে পরকাশি॥
রূপের লহরী ছুটি, জড়ের বন্ধন টুটি,
এ হৃদয় করিবে সরস।
প্রতি অঙ্গ মোর কবে, প্রেমেতে বিবশ হবে,
চাহিবে গো রূপের পরশ॥

গ্রন্থকার—

সূচী।

—:•:—

কার্য্যের প্রথমে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত।

ঈশ্বর কার্য্য-ভেদে এই জগতে বহুরূপে বহুগুণে কল্পিত হইয়াছেন। ঈশ্বরকে কল্পনা-ভেদে যে সকল দেবমূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐশ্বরিক গুণ ও ক্রিয়াদি কল্পনা করতঃ প্রতিমূর্ত্তিতে সজ্জিত রাখিয়া, পূজাকরণের তাৎপর্য্য কেবল সাধকদিগের সাধনার উন্নতির নিমিত্ত মাত্র।

প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটী নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এইস্থলে সামান্য মাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা যাইতেছে। দুর্গা মূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়াশক্তির রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া, আপনার চৈতন্য ঐ মায়াশক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন। মায়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ (উদ্ভাবন) করিয়াছিলেন বলিয়া মায়াস্বরূপে কল্পিত হইয়াছেন। জগতের দশদিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন ও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই মায়ার ভাব প্রদর্শন করণার্থ দুর্গানাম্নী মূর্ত্তির জগতে প্রকাশ। দুর্গার দশহস্ত দশদিক্, দশহস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণ স্বরূপ দশ

ইন্দ্রিয়, ত্রিনয়ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ; অসুর রিপু, সিংহ জ্ঞান এবং সর্প চৈতন্যস্বরূপ। ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপে বিরাজিত আছে, তাহা এই দুর্গামূর্ত্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়।

কালী মূর্ত্তির নিগূঢ় অর্থ।

উপাসকদিগের কার্য্য সাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। শ্বেত পীতাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতই (কালশক্তি) কালীতে প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত যোগিগণের হিতকারিণী সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

শাস্ত্রানুসারে ভগবানের সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য অংশ বা পুরুষাংশটী নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তাঁহার কোনপ্রকার ক্রিয়ামাত্রও নাই এবং কোনপ্রকার গুণও নাই, যত কিছু ক্রিয়া, যত গুণ সমস্তই তাঁহার মায়াংশের বা প্রকৃতাংশের। তাঁহার সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী মায়া বা শক্তি অনন্ত জগতের নির্ম্মাণাদি কার্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।

শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ।

শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া "শিবের শিশ্ন" এইরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, শাস্ত্র নিরূপিত নহে। শাস্ত্র বলেন, যেমন সমুদ্র বুদ্বুদাবলী উত্থিত হইয়া আবার উহাতেই বিলীন হয়, সেই পরম ব্রহ্মই লিঙ্গ শব্দের অর্থ। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্থানেই সাধক তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই বাহ্য দৃশ্যতায়

অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিত তাঁহার মূর্ত্তি করা হয়। এইরূপ যোনি পীঠ বলিতেও ভগ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইয়াছে, তাহাই এই যোনিপীঠ শব্দের অর্থ, তাই উহাকে "শক্তিপীঠ" বলে। শক্তি সহযোগে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয়; তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমানা। তন্নিম্নে বেদী অর্থাৎ আসন, ইহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। শিবলিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কঠশ্রুতি ও সূতসংহিতা দ্রষ্টব্য।

সদাশিব :—সং শব্দে নিত্য বর্ত্তমান, আ, শব্দে সর্ব্বব্যাপী, শিব শব্দে সর্ব্বমঙ্গলময়।

বিষ্ণুর একাদশ নামের অর্থ।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।
ইত্যেকাদশ নামানি, পঠেদ্বা পাঠয়েদ্‌যদি।
জন্মকোটি সহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে।

"র" শব্দের অর্থ বিশ্ব ও "ম" শব্দের অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি বিশ্বের ঈশ্বর তিনিই রামনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। "নারা" শব্দার্থে সারূপ্য মুক্তি বুঝায়, যিনি সেই সারূপ্য মুক্তির অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান, বুধগণ তাঁহাকে নারায়ণ কহেন।

অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্ব্বেদ, যোগশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র মধ্যে কেহই সেই পরমপুরুষের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, এই নিমিত্ত সুধীগণ তাঁহাকে অনন্ত নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"মুকু" শব্দের অর্থ নির্ব্বাণ মুক্তি, ভগবান্ সেই নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মুকুন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

"মধু" শব্দে ক্লীবলিঙ্গ হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বুঝায়, ভগবান্ ভক্তগণকে শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাই মধুসূদন নামের বেদসম্মত অর্থ।

"কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ, যাহা মানবগণের ক্লেশদায়ক হয় এবং "ণ" শব্দের অর্থে ভক্তগণের নির্ব্বাণ মুক্তি, অতএব যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপরূপ ক্লেশের শান্তি বিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে কীর্ত্তিত হয়েন।

একার্ণবকালে ভগবানের সর্ব্বশরীর "কে" অর্থাৎ জলে ভাসমান হইয়া শয়ন অর্থাৎ সুখভোগ করেন, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে কেশব নামে নির্দ্দেশ করেন।

"কংস" শব্দের অর্থ বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানব, যেহেতু সেই ভগবান কর্ত্তৃক বিঘ্ন, রোগ, শোক ও দানবের দলন হয়, এই নিমিত্ত তিনি অরি অর্থাৎ শত্রু হয়েন, সুতরাং তিনি কংসারি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

সেই ভগবান্ রুদ্ররূপে নিয়ত এই বিশ্বের সংহার এবং ভক্তগণের পাপরাশি হরণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি হরিনামে অভিহিত হয়েন।

জগৎ কুণ্ঠ অর্থাৎ জড়, যিনি সেই জড়জগৎকে প্রাণবিশিষ্ট করিতেছেন, বেদে তাঁহাকে বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করেন। ভগবান্ স্বীয় সৃষ্টি বিস্তার করণার্থ গুণত্রয়ের আশ্রয়ে সেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতির গর্ভে

জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত বুধগণ সেই পূর্ণতম প্রভুকে বৈকুণ্ঠ নামে নির্দ্দেশ করেন।

"বাম" শব্দের অর্থ বিপত্তি এবং "ন" শব্দের অর্থ ছেদন। সেই ভগবান্ দেবগণের বিপত্তি ছেদন অর্থাৎ নাশ করেন বলিয়া, তাঁহাকে বামন নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ভগবানের এই একাদশ নাম স্বয়ং পাঠ বা অন্যের মুখে শ্রবণ করিলে, মানবগণ কোটি সহস্র জন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছয়া ভবেৎ॥

ভাঃ পুঃ ২।২৫

অতএব হে ভারত! সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরের যে বহুবিধ নাম ও স্বরূপ জগতে প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে তাঁহার হরি-নামটীই সর্ব্বজীবের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের উপযোগী; কারণ ঐ নামটী মোক্ষার্থী মানবগণের মুক্তির উপায়স্বরূপ। যখন হরিই এই বিশ্বের মূল, তখন হরিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহার আংশিক কল্পনা নহে।

রাধা নামের ব্যুৎপত্তি।

রাধা নামের আদ্য অক্ষর র কার উচ্চারণে জীবের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আ কার উচ্চারণে জীব গর্ভযাতনা, মৃত্যু ও রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আর ধ অক্ষর উচ্চারণে জীব আয়ুষ্মান্ হয় এবং আকার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ঐ রাধানাম স্মরণ ও কীর্ত্তনে জীবের পাপাদি সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, সন্দেহ মাত্র নাই।

মূল প্রকৃতি সর্ব্বেশ্বরী রাধিকা অযোনিসম্ভবা। সেই রাধিকা কৃষ্ণের আদেশানুসারে মায়াবলে মাতৃগর্ভে বায়ুপূর্ণ করিয়া সেই বায়ু নিঃসরণকালে বালিকারূপে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিভেদে দ্বিধাভূতা, নতুবা উভয়ই একমাত্র কেবল বেদে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ও শ্রীমতী রাধিকা প্রকৃতিরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন।

প্রেমই পৌত্তলিকের বীজ।

প্রেমই নিরাকার ঈশ্বরকে সাকার করিয়াছেন। সাধকের মন যখন প্রেমভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং প্রেম যখন তাহার হৃদয়ে আর স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বর্ষাকালীন গঙ্গাযমুনার শতমুখী প্রবাহের ন্যায় একেবারে যেন আকাশ পাতাল পূর্ণ করিতে উদ্যত হয়, তখন সাধক বাস্তবিকই সেই প্রেমভরে অন্ধ ও মত্ত হইয়া, আপনার উপাস্য পরম প্রীতির ও পরম প্রেমের স্থান নিরাকার ঈশ্বরকে কোনরূপ ঘটপটাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন আকার বিশেষ-বিশিষ্ট দেখিতে অভিলাষ করে। এইরূপ প্রেমবৈচিত্র্যেই পৌত্তলিকের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার, শুদ্ধ ঈশ্বরকে পুত্তল প্রতিমা করিয়া, ঐরূপ প্রেমিক সাধকের তৃপ্তি হয় না। সে প্রতিদিন যাহা আহার করে, ভোগ করে, সে সমস্তই আপনার সেই প্রাণের প্রতিমারূপী ঈশ্বরকে না দিয়া কোনমতেই সন্তুষ্ট হয় না। এইরূপ প্রেমের অতি বাহুল্যেই গন্ধপুষ্পাদি ষোড়শ উপচার এবং মুদ্রা ও মন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াযাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

অবিমুক্ত বারাণসী বা ৺ কাশীধাম।

বিদ্যা প্রবোধোদয়জন্মভূমির্ব্বারাণসী ব্রহ্মপুরীনিবত্যয়া। পরমবিদুষাং পদং নারায়ণং পুরবিজয়িককরুণাবিধেয়চেতাঃ, কথয়তি ভগবানিহান্তকালে ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কহিয়াছেন, বারাণসী ব্রহ্মপুরীকে সুতরাং এই পুরীতে বিদ্যা ও প্রবোধ অর্থাৎ অপরা ও পরা বিদ্যার নির্ব্বিঘ্নে উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরবিজয়ী কারুণিক ভগবান্ (মহাদেব) এই বারাণসী পুরীতে অবস্থিত অজ্ঞ মানবগণকে অন্তকালে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ কাশীকে সকলে "অবিমুক্ত বারাণসী" কহে। সেই কাশীই কি এই শ্লোকোক্ত বারাণসী? কাশীখণ্ড দেখিলে অবশ্য এই প্রসিদ্ধ কাশীই বারাণসী বা অবিমুক্ত বারাণসী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বারাণসী পুরী দ্বিবিধ, আধ্যাত্মিক বারাণসী এবং পাঞ্চভৌতিক বা পার্থিব বারাণসী। আজকাল যে স্থানবিশেষকে "কাশী" কহে অর্থাৎ যেখানে তীর্থ করিতে যায়, সেই দেশ "পার্থিব বারাণসী" আর জ্যোতির্ম্ময়ী "স্বর্ণময়ী" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরিচিত যে পুরী, উহা আধ্যাত্মিক বারাণসী। এ বিষয়ে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বেদান্ত দর্শনের এক অধ্যায়ের ২য় পাঃ ৩২ সূত্রের ভাষ্যে এক প্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

আমনন্তি চৈনমস্মিন্। (৩২)

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ মূর্দ্ধাচিবুকান্তরালে জাবালাঃ।

প্রথমে সন্দেহ হয়, যিনি সর্ব্বব্যাপী, অসীম, পরিমাণ-বর্জ্জিত, তাদৃশ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদে ব্রহ্ম; প্রাদেশ প্রমাণ অর্থাৎ এক বিঘৎ প্রমাণ এইরূপ উক্ত কিরূপে সঙ্গত হয়? এইক্ষণে ৩২ সংখ্যক সূত্রে জাবাল ঋষির মতে উত্তর করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন যে, জাবাল শাখ্যাধ্যায়িগণও পরমেশ্বরকে শরীরের মূর্দ্ধা (মস্তক) ও চিবুক (থুতনি) এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অত্রি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন। মহাত্মন্! যিনি এই পদবাচ্য হইয়া অতি নিকটে অবস্থিত অথচ অব্যক্ত বলিতেছেন, সেই এই অনন্ত আত্মাকে কি প্রকারে জানিব? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, সেই এই অনন্ত আত্মা অবিমুক্তে অবস্থিত।

অত্রি। অবিমুক্ত কোথায় আছে?

যাজ্ঞ। বরুণা ও অশী এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আছে।

অত্রি। বরুণা ও অশী কি?

যাজ্ঞ। ইন্দ্রিয়কৃত পাপ সকলকে যে ধারণ করে। সেই বরুণা এবং ইন্দ্রিয়কৃত পাপ সকলকে যে একেবারে বিনাশ করে, সেই নশী। (এস্থলে নাশী শব্দে বর্ণব্যত্যয় হইয়া নশী হইয়াছে।)

অত্রি। ভাল, বরুণা ও নাশী (সী) থাকে কোথায়।

যাজ্ঞ। ভ্রূ ও নাসিকা এই দুয়ের সন্ধিস্থানে। এই সন্ধিস্থানই স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থান। অতএব ঈশ্বরের বিষয়ে প্রদেশশ্রুতি প্রসঙ্গত হইল না। অর্থাৎ সারকথা এইরূপ হইল,—

১। দেহের মধ্যে যে বারাণসী আছে, বাহিরের বারাণসী তাহার অনুকৃতি মাত্র।

২। বরুণা ও অশীর মধ্যস্থানকে বারাণসী কহে।

৩। ভ্রূকে বরুণা কহে। নাসিকাকে নাসী (সী) কহে।

৪। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান।

৫। জীবস্থান বা মনঃস্থানই বারাণসী ক্ষেত্র বা কাশী ক্ষেত্র। বা অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

৬। যে বিশেষরূপে মুক্ত নহে, তাহাকে অ-বি-মুক্ত কহে। এই অর্থে সুতরাং অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদি দ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে।

৭। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম এই অবিমুক্ত অহং অধ্যাস পূর্ব্বক অবস্থিত আছেন। আমি ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান কর; অধ্যাস (অহং) চলিয়া যাইবে। কেবল ভাবিবে ব্রহ্ম। "নাসিকা ও ভ্রূ এতদুভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান" এইরূপ ধ্যান করিলে পাপ নাশ হয়। নাসিকা প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে; এবং ভ্রূ মধ্যস্থ মন বিশুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

৮। এই আধ্যাত্মিকী বা শারীরিকী বারাণসী স্বর্গ ও ব্রহ্ম লোকের সন্ধিস্বরূপ। অর্থাৎ এইস্থানে জীবরূপী শিব আছেন। উপাসক ইঁহার উপাসনায় স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন, তবে স্বর্গলোক হইবে। অর্থাৎ সগুণোপাসনায় স্বর্গ ও নির্গুণোপাসনায় নির্ব্বাণ বা কৈবল্য লাভ হয়।

"স্বর্ণময়ী কাশী" স্বর্ণ বলিতে তেজঃ। সেকথা এখন সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিকী কাশী তেজোময়ীই বটে। কাশীতে ভূমিকম্প হয় না, এ কথাও এখন সঙ্গত হইল। যে তেজোময়ী, তাহার ভূমি কৈ? ভূমির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ত ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। কাশী নগরী শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, এ কথাও এখন ঠিক সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই তিন শূল, ইহা অতিক্রম করিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী বিরাজমানা।

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গায়া, যত্রান্তে মনিকর্ণিকা শুভকারী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী। স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা, কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গে লঘুঃ খে গতঃ॥

(আর্য্যধর্ম্ম)

এ কাশী কোন্ কাশী? আধ্যাত্মিক কাশী, না এই প্রসিদ্ধ দেশ-বিশেষ? পুরাণোক্ত এই কাশী দেশবিশেষকেই লক্ষ্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক কাশী বেদেই দেখিতে পাইবেন। অনুকরণ কাশীর সৃষ্টি,

সাধারণ লোকের উপাসনার জন্য। কাশীবাস করিয়া যাঁহারা ভক্তি-পূর্ব্বক সর্ব্বদা তীর্থ সকলের এবং দেবদেবীগণের আরাধনা করিবেন, (অনুকরণ কাশীতেও ত্রিভুবনের তীর্থ ও দেবদেবী আছেন) তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি এত অধিক হইবে যে, আধ্যাত্মিক কাশীর পথ অতি শীঘ্র দৃষ্টি গোচর হইবে।

উপাসনা।

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্য্যা (যাহাকে পূজা বলা যায়), ও নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ করণ এই সকল কার্য্যের নাম উপাসনা। কিন্তু যে বস্তু কখন চক্ষুর গোচর হয় নাই ও তাঁহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাঁহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না, এবং কোন দেশীয় পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন নাই, সকলেই তাঁহার সত্তামাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি চিৎ,* সৎ,‡ আনন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এতদবস্থায় তাঁহার উপাসনা অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্নতার উপায় কি আছে? সুতরাং তদর্থে নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

---

*চিৎ—(চিত্ বোধ করা + কিপ্) ভা) সং, স্ত্রীং জ্ঞান, চৈতন্য। শিং—১ মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে। ২। অং, অসাকল্য, যথা কিঞ্চিৎ, কদাচিৎ।

‡সৎ—অস্ হওয়া + অং (শতৃ) ক বিং, ত্রিং, সত্য। প্রশস্ত, উত্তম। শোভন। গুণ। বিদ্যমান, বর্ত্তমান। নিত্য, চিরস্থায়ী। সাধু। বিদ্বান্। জ্ঞানী, চিরন্তন। মান্য, পূজ্য। সং, ক্লীং, ব্রহ্ম, যথা—"ওঁ তৎ সৎ।" অং, আদর।

বাহ্য পূজার বিধান।

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যাগে মন অধিক নিবিষ্ট হয় এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোনস্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার বিধি হইয়াছে।

পৌত্তলিক বিষয়ের বীজ।

মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্ত, ধ্যেয় মূর্ত্তির বর্ণনা মাত্র শ্রবণে তাঁহার চিন্তা করা দুঃসাধ্য ; সুতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্ত্তি পটে চিত্র কিম্বা মৃত্তিকাদিতে নির্ম্মাণ করতঃ পূজা করিলে ধ্যানার্চ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

নির্গুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ।
নির্গুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ॥
সচ্চিদানন্দবিভাবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ এই পরম ব্রহ্ম মায়াতে অনুপস্থিত থাকিলে নির্গুণ বলা যায়, তিনি মায়াতে উপস্থিত হইলে তাহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম যখন

কলাযুক্ত হয়েন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূতা শক্তি হইতে নাদ (মহত্তত্ব) এবং নাদ হইতে বিন্দু (অহঙ্কার তত্ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণত্রয়ের (সত্ব রজ ও তম) সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিণাভাব সম্বন্ধ। প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকে না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকে না; উভয়ে চণকাকারে একীভূত হইয়া আছেন। প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই। ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাই; উভয়ে একীভূত থাকাতেও চৈতন্য অব্যাহত রহিয়াছে। ইঁহাকে কেহ প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য, কেহবা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন। এই কারণে কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপ বা পুং দেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা ইঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন। এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী কাহারও নিকট স্ত্রী-পুং ভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন। এই মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য বৈষ্ণবদিগের উপাস্য বিষ্ণু, গোপাল, কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্য কালী, তারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌরদিগের উপাস্য সূর্য্য; শৈবদিগের উপাস্য শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্য গণপতি। কেহ কেহ বা মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন। ফলতঃ যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, যাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূল প্রকৃতিতে উপহিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি যাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানব শরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূল প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

সাধনা।

ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া একাগ্র হওয়ার নাম সাধনা।

অষ্টাঙ্গ যোগ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

এই অষ্টপ্রকার যোগ ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। দ্বিতীয়খণ্ডে যোগের বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিব।

ধ্যান।

ধ্যানই জীবগণের বন্ধনমোচনের কারণ। মনোমধ্যে আত্মার স্বরূপ চিন্তনকে ধ্যান কহে।

ভগবতী বা শক্তিসাধন।

ব্রহ্মসাধন দ্বারা যাঁহার উপাসনা হয়, আদ্যাশক্তির সাধন দ্বারাও তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে। কারণ এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত তুরীয় (পরিত্রাতা) ব্রহ্ম এবং আদ্যাশক্তি শব্দে তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূল প্রকৃতি। ইনিই মায়া, মহামায়া, কালী, মহাকালী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি নামে উপাসিতা হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও মায়া পরস্পর পৃথক্ নহে। যদি উভয়কেই পৃথক করা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মে কর্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাতে তিনি জড় পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্য না থাকাতে তিনিও জড় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেন। শক্তি ও ব্রহ্ম, উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ শক্তিবিরহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম বিরহিত শক্তি থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের উপাসনা করিবার সময় ব্রহ্মযুক্ত শক্তি লক্ষিত হয়েন এবং শক্তির উপাসনা করিবার সময় শক্তিব্রহ্ম লক্ষিত হয়েন, সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা বা শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে; কারণ

শক্তিসমবেত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসমবেত শক্তি একই কথা, ঈদৃশ অবস্থায় ব্রহ্মসাধনে যে ফল হইবে, শক্তিসাধনেও সেই ফল হইবে সন্দেহ কি।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বে শক্তি পূজার সাধন উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চমকারের দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ অনবগত হেতু অনেকে দুষ্য বিবেচনা করে কিন্তু বাস্তবিক ইহা রূপক কাব্য। (আগমসার দ্রষ্টব্য)

মদ্য, অর্থে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয় সেই মদ্য সাধক।

মাংস, অর্থে মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংস অবিরত ভক্ষণকারী অর্থাৎ বাক্যসংযমযোগী মাংস সাধক।

মৎস্য, অর্থে গঙ্গা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে দুই মৎস্য চরিতেছে, তৎখাদক অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিরন্তর গতায়াত করিতেছে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী মৎস্য সাধক।

মুদ্রা, অর্থে সহস্রারে মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে কেবল পরার* ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটী সূর্য্যের তুল্য এবং তিনি কোটী চন্দ্রতুল্য সুশীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত এতদ্রূপ জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা যায়।

মৈথুন, অর্থে মৈথুন পরমতত্ত্ব, যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মৈথুনে সিদ্ধি ও সুদুর্লভ জ্ঞান জন্মে। রেফ কুঙ্কুম বর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে। মকার বিন্দুরূপ মহাযোনিস্থিত। আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একত্র হয়েন, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

---

*নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ।

আত্মাকে রমণ করণ হেতু আত্মারাম বলা যায়; অতএব রাম নাম তারক ব্রহ্ম এই নিশ্চিত। মৃত্যুকালে রাম এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়।

যে সকল লোক নিজ সুখার্থে মদ্যপান ও মাংসাদি আহার এবং রমণী সম্ভোগ করে, তাহাদিগের গতি অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় হয়। কিন্তু গুরু পাকা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তি ক্রমে বিদুরিত হইয়া সত্ত্বগুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় হইয়া কালে চিত্তশুদ্ধ হইয়া উঠে। এই পঞ্চতত্ত্ব সংসাররূপ অচিকিৎস্য ভীষণ রোগের নিদান।

(তন্ত্রবচন)

সাধুগণ আত্মাতে পরমাত্মার নিরূপণ করিয়া সগুণ ও নির্গুণ বহুবিধ ধ্যানের সাধনা করিয়া থাকেন।

সমাধি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থার নাম সমাধি! যেমন জল সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা ও পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হয়। এই সমাধি সাধনা করিতে হইলে, পরমার্থবিদ্ ব্যক্তিগণের নির্ভয়, প্রসন্নাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রাণি হিতে রত, স্বকর্ম্মনিরত এবং ক্ষমা ধৃত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সমাধি সাধন করিতে হইলে, পবিত্র প্রদেশে শুদ্ধ দেহে মন্ত্র দ্বারা কলেবর বদ্ধ করিয়া সুবদ্ধপর্য্যঙ্ক হইয়া বিধিবিহিত আসনে যথা নিয়মে উপবেশন করিতে হইবে এবং নবদ্বারাদি* রোধ করিয়া প্রাণায়াম সংযোগ হৃদয় মধ্যে সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে ভ্রূমধ্যে আনয়ন করিবে, পরে সুসমাহিত হইয়া ওঙ্কাররূপে চিন্তা করিতে করিতে আত্ম—প্রাণ পরিত্যাগ করার নাম সমাধি।

---

*নবদ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু, (গুহ্যদেশ) উপস্থ (স্ত্রী, পুরুষ চিহ্ন)

মুক্তি।

অজ্ঞান ও মোহজাল, পাপাসক্তি ও সংসারবিমুখতা প্রভৃতিই আত্মার বন্ধন। সাধন উপাসনা দ্বারা ঐ সকল হৃদয়গ্রন্থি ছেদ করিয়া, ব্রহ্মার সত্তা সামীপ্য উপলব্ধি করিবার নামই মুক্তি। মুক্তি চতুর্ব্বিধ, তাহ দ্বিতীয় খণ্ডে সমস্ত প্রকাশ করিব।

ওঁ

অচিন্ত্যায়া প্রমেয়ায় ব্রহ্মণে সগুণায় চ।
নির্গুণায় জগদ্বীজরূপায় ভাস্বতে নমঃ ॥

গীত।

আহা কি সুন্দর মনোহর মুরতি।
যোগী হৃদয় রঞ্জন, আনন্দরূপমমৃতম্
সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।
প্রাণস্য প্রাণাম্, পুরুষ মহান্, তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গল নিধান,
বচন অতীত, তুলনা রহিত, প্রীতি বিস্ফারিত, উদার প্রকৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা

বন্দনা।

অব্যক্তং জগদাধারং নির্ম্মুক্তং পরমাত্মকং।
নমামি সচ্চিদানন্দং পুরুষং বিশ্বকারণম্ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীগুরুদেবায়।

শ্রীগুরুস্তোত্র।

স্তোত্র অর্থাৎ সং, ক্লীং, স্তুতি, স্তব, আরাধনাবাক্য।

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারণে ॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়া জ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে ॥
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥
অনাচারাচারাভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥
নমোঽস্তু সম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে॥
কুলপূজ্যোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্ত নিজতচ্ছক্তি সংভাগবিভূতয়ে॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ।
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ॥
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততোবিদ্যা প্রসীদতি।
ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রম্॥

মঙ্গলাচরণ।

অর্থাৎ—সং, ক্লীং, কর্ম্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া।

যৎপ্রসাদাৎ লভেদজ্ঞানং দিব্যং ভক্তিযুতো নরঃ।
নিষ্কলং নির্ম্মমং নিত্যং তং নমামি শিবং গুরুং॥
যং ধ্যায়ন্তে বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসন্নিভং
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্ব্বেশ্বরং নির্গুণং।
ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং
তং সংসারহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং॥

ভক্তিমান ব্যক্তি যাঁহার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, যিনি নিষ্কল, নির্ম্মম ও নিত্য, সেই শিবস্বরূপ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি।

বুধগণ সমাধিকালে জলদবিরহিতগগনবৎ নির্ম্মল, প্রসন্ন, নির্গুণ, নিত্যানন্দময় যে দেবদেব বিভুকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যানগম্য,

ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, মায়াদিপরিশূন্য, জগন্নিয়ন্তা জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত গুরু-দেবকে আমি কোটী কোটী নমস্কার করি।

"শিব পার্ব্বতীকে ইহা কহিলেন,"

(শ্রীশ্রীগুরুগীতা)

অথ গুরুশব্দার্থঃ।

গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকার স্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুদেব ন সংশয়ঃ ॥

"গু" শব্দে অন্ধকার এবং "রু" শব্দে তেজকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং গুরু, এই শব্দে অজ্ঞানরূপ তিমিরনাশক ব্রহ্ম বুঝিবে।

গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

"গু" শব্দে অন্ধকার এবং "রু" শব্দে তিমির বিনাশ বুঝায়, অতএব গুরু এই শব্দে তিমিরধ্বংসী তেজ বুঝিতে হইবে।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণে মায়াদিগুণভাষকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়া ভ্রান্তিবিমোচকঃ ॥

গুরু এই শব্দের প্রথমাক্ষর গু মায়াদি গুণবোধক এবং দ্বিতীয়াক্ষর রু ভ্রান্তিবিনাশী তেজঃস্বরূপ পরব্রহ্ম। অতএব গুরু শব্দে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে।

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তিস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥

গুরু এই শব্দের অন্তর্গত গ এই বর্ণ সিদ্ধিদায়ক, রেফ সর্ব্বপাতকহারী এবং উ শম্ভুস্বরূপ, ত্রিবর্ণাত্মক গুরু শব্দের অর্থ এই প্রকার বুঝিবে।

নির্গুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
মহামন্ত্রং মহাদেবি গোপনীয়ং পরাৎপরং॥

গুরু এই শব্দ নির্গুণ পরব্রহ্মসূচক; অতএব হে মহাদেবী এই মহামন্ত্র গোপনে রাখা বিধেয়।

গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবী বর্ত্ততে।
তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য কিং বৃথা॥

হে দেবি! যাহার রসনাগ্রে গুরু এই বর্ণদ্বয় বর্ত্তমান আছে, তাহার কোনরূপ অজ্ঞানতা থাকে না। গুরু এই মহামন্ত্র জপ দ্বারা যাদৃশ ফল হয়, বেদপাঠেও সেরূপ ফলের আশা নাই।

(শ্রীশ্রীগুরুগীতা)

গুরুতত্ত্ব।

গুরু সর্ব্বত্রই পূজ্য এবং সম্মানার্হ। গুরু হিন্দুর নিত্য আরাধনীয়, কারণ গুরুপূজা ব্যতীত হিন্দুর ইষ্ট দেবতার পূজা সুসিদ্ধ হয় না।

গুরুর ধ্যান যথা,—

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেত-মাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুং।

"শিরস্থ সহস্রদল পদ্মবিরাজিত গুরুদেব শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শুভ্রমাল্যচন্দনচর্চ্চিত, স্বয়ং প্রকাশমান এবং স্বপ্রকাশমানা বামভাগাবস্থিতা রক্তশক্তিসমাশ্লিষ্ট ও অবস্থিত"

শ্রীগুরুর ধ্যান যথা,—

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাং ॥

প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগসমাভাষাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাং ॥

রক্তকুঙ্কুমপানিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাং।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপদ্মবিশোভিতাং ॥

শরদিন্দুপ্রতিকাশাং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং ॥

"শিরস্থ, কেশররাজিবিরাজিত সহস্রদলকমলমধ্যে শ্রীগুরু অবস্থিতি করেন। তিনি প্রফুল্লসরোজদললোচনী, ঘনপীনস্তনী, প্রসন্নমুখী, ক্ষীণ-মধ্যা এবং মঙ্গলময়ী; তাঁহার কান্তি প্রবালসদৃশ, বস্ত্র রক্তবর্ণ, হস্ততল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, তিনি রক্ত নূপুরের দ্বারা সুশোভিতা। তাঁহার পাদপদ্ম স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় সুমনোহরা। তাঁহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে, করপদ্মে সাধকের প্রতি বর ও অভয়দান করিতেছেন, তিনি নিজকান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।"

ধ্যান বলিলে কোন মন্ত্র বিশেষকে বুঝায় না। ধ্যান অর্থে চিন্তা। ঐ সংস্কৃত বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয় বিষয়) আকৃতিটি মনে মনে চিন্তা করার নামই ধ্যান।

কেহ কেহ বলেন, বহু লোকের বহু গুরু এবং তাঁহাদের আকৃতিও পৃথক্ পৃথক্, তাহাতে কি সকলের গুরুর একপ্রকার ধ্যান বা রূপ হইতে পারে।

ঐ ধাঁধাঁ ঘুচাইবার জন্ম বলিতেছি যে, ধ্যানের অর্থ রূপ চিন্তা করা। উহা যখন সকলের পক্ষেই এক, তখন গুরু তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। আবার যখন মানসপূজায় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ভৌতিক গুণগুলি লইয়া আত্মদেহকে বলি দিয়া মন্ত্রদাতা গুরুর নাম করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করা হইতেছে, তখন মন্ত্রদাতা নিজ নিজ গুরুকেই বুঝা যাইতেছে। আবার প্রণামের মন্ত্র দুয়েরও অতীত। মন্ত্রের অর্থে জানা যাইতেছে যে, অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলন করিয়াছেন, অখণ্ডমণ্ডলাকার জগদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মপদ, যাঁহার অমৃত বাক্যে সংসারবিষ বিনাশ পাইয়াছে, সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে প্রণাম।

গুরুর প্রণামমন্ত্র যথা,—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মাদিষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার সংজ্ঞিতং॥
গুরু ব্র্হ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যাঁহাকে ধ্যান করা হয়, ইনি তিনিও নহেন এবং মন্ত্রদাতা যে গুরুর নাম করিয়া দেহস্থ পঞ্চতত্ত্ব অর্পণ করা হয়, তিনিও নহেন।

ধ্যানের গুরু সহস্রারপদ্মে অবস্থিত, (সহস্রার অর্থে সং, ক্লী'. শিরোমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সহস্রদলপদ্ম) সুতরাং ইনি তিনিও নহেন. কেননা প্রণাম যাঁহাকে করা হইল, তিনি আমার নিকট সাকার এবং আমাকে ব্রহ্মপদ দেখাইয়াছেন, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছেন এবং সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করেন।

গুরু ও স্ত্রীগুরুর অবস্থিতির স্থান ধ্যানে কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ধ্যানে প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের মন্ত্রদাতা, উহা তাঁহাদেরই ধ্যান, কিন্তু ধ্যান পাঠান্তে গুরুদেবকে সদাশিবমূর্ত্তি ও স্ত্রীগুরু হইলে শক্তিমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া মানস পূজা (অর্থাৎ মানস, বিং, ত্রিং, মনঃ সম্বন্ধীয় পূজা) করিতে হয়।

"সাংখ্য" পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বরের সত্ত্বা পৃথক্ স্বীকার করেন না। কিন্তু দর্শনের অত গোলযোগে প্রয়োজন কি, ব্রহ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে গুণের দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ (মায়া, ভ্রম, ভ্রান্তি) সৃজিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক হইয়া জগৎ কার্য্য চালাইতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ মানবদেহে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত* আছে, সহস্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ শিবশক্তিরূপে বা রাধাকৃষ্ণ রূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহারাই জীবের গুরুতত্ত্ব, গুরুর ধ্যানে তাঁহাদেরই ধ্যান করা হয়।

---

*নিহিত অর্থে, বিং, ত্রিং, অর্পিত। কৃত, স্থাপিত, গুপ্ত। শিং,—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

মন্ত্রদাতা গুরু যেমনই হউন, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি যেমনই হউক, তাঁহার ব্যবহার যাহাই হউক, কিন্তু শিষ্য করিয়া গুরু হইতে তাঁহার ইচ্ছা আছে। শিষ্যকে মন্ত্রদানে উদ্ধার করিব, উহার মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, এমন ইচ্ছা অবশ্যই প্রত্যেক গুরুর থাকে। তাহাতেই সেই মন্ত্রদাতা গুরুর সেই গুরুতত্ত্বশক্তি ইচ্ছোন্মুখ হয়, অর্থাৎ নাটাই যেরূপ সুতা লইয়া দান করিতে দাঁড়ায়, আর যে টানিতে জানে সে সহজেই সুতা টানিয়া লইতে পারে। নাটায়ের কিছু কোন জ্ঞান নাই, সূতা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত জ্ঞান তাহার থাকে না বা নাই কিন্তু সূতা টানিলেই যেমন তাহা খুলিয়া দেয়, আমাদের মন্ত্রদাতা গুরুগণের জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের ইচ্ছাশক্তির বলে ঐ শক্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্যান করিয়া আমরা গুরুবলে বলীয়ান্ হই। যেমন প্রতিমাপূজার সময় খড়, দড়ি, রং রাংতার ভাবনা করি না, সেই মূর্ত্তির প্রতিপাদ্য শক্তিরূপের চিন্তা বা ধ্যান করি। তদ্রূপ মন্ত্রদাতা গুরুর ভৌতিক দেহ, তাঁহার অন্য কোন জিনিষের ভাবনা বা ধ্যান করি না; ধ্যান করি তাঁহার গুরুতত্ত্বের। চিন্তাশক্তির প্রবলাকর্ষণে তাঁহার সেই শক্তি আমরা নিশ্চয় পাইতে পারি।

তার পরে মানসপূজায় যে পঞ্চতত্ত্বে সমর্পণ করিতে হয়, তাহাও সেই গুরুশক্তির। তখন তাঁহাকে ঐ নামেই উল্লিখিত করিতে হয়। খড়, দড়ি, রং রাংতার নাম যে, দুর্গা, কালী, রমা, রাধা, রাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য নামরূপ লিঙ্গ সমস্তই আরোপিত, তদ্রূপ গুরুর নামও আরোপিত। তৎপরে প্রণাম ও সেই গুরু শক্তিতত্ত্বকে। কেননা সেই গুরুশক্তির জাগরণে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে ঈশ্বরতঃ দর্শিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই যোগের কথা—হিন্দুর পূজা প্রভৃতি যাহা কিছুর অনুষ্ঠান দেখিবে, সমস্ত যোগের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই

নহে। এ তত্ত্ব এ কঠিন রহস্য কোন দেশের কোন মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। তবে গুরুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হইয়া থাকে।

যিনি মন্ত্রদাতা গুরু, তাঁহার দেহে যে গুরুশক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা আমাদের সাধন ও ইচ্ছাশক্তির বলে তাহা লাভ করি বলিয়া মন্ত্রদাতা গুরুকে এতাদৃশ ভক্তি বা যত্ন করি, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাকে পূজা করি না। পূজা করি তাঁহার যে গুরুতত্ত্ব নিহিত আছে, তাঁহাকে। যে পুত্র পিতামাতাকে সম্মান করে না, ভক্তি ও পূজা করে না, সে পুত্র পিতামাতার স্নেহ আকর্ষণে প্রায় বঞ্চিত হয়।

গুরু বিনাও ইষ্টদেবতার আরাধনা হয় বটে, কিন্তু এই পথই সহজ। অধিকন্তু সদ্‌গুরু লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সাধ্য মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, জীবের সৌভাগ্যোদয় সত্বরেই হইতে পারে। সাধকের নিকট সাধনার পথ জানিতে পারিলে সহজেই সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। যেরূপ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হইতে বর্ত্তি ধরান অতি সহজ, ইহাও তদ্রূপ।

ব্রহ্ম।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা, অসুর, ভূত, মানুষ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, জল, বায়ু, অগ্নি, যাহা কিছু বল সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ ন সরূপাবিবর্জ্জিতম্।
স্বষ্টেঃ পুরাধুনাপাস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্যতে॥

(পঞ্চদশী)

এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে নামরূপাদি বিবর্জ্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন।

নির্গুণ ব্রহ্মই ত মায়াদ্বারা অন্বিত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। এই জগৎ প্রপঞ্চ মহদাদি অণু পর্য্যন্ত, যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রহ্ম। ইহা ভাগবতেও পাঠ করা হইয়াছে,—

"এই বিশ্ব, ভগবান্ নারায়ণে অবস্থিত রহিয়াছে, ভগবান্ সৃষ্টি কার্য্যাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন।"

"শ্রুতি" বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেরূপ অবস্থায় ছিলেন, এখনও সেইভাবেই আছেন।"

"শ্রীমদ্ভাগবতের" শ্লোকেও ঐ ভাবই বুঝায়। "বেদান্ত" বলেন, "তিনি সকলের শুধু, সকলি তাঁহার।" কিন্তু তিনি যে কেমন তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর। তিনি নির্গুণ অবস্থায় থাকিয়া সগুণাবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি প্রকার অবস্থায় জগতের কার্য্য করেন তাহা "শ্রুতিতে" উক্ত হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন স্বশরীরাভ্যন্তর হইতে তন্তু বাহির করিয়া পুনরায় গ্রহণ করে, জীবিত মানুষ হইতে যেরূপ কেশ লোম উদগত হয়, সেইপ্রকার অক্ষর* ব্রহ্ম হইতে সমুদয় ক্ষর বা বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

(উপনিষদ্)

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধান জৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ সমাবৃণোৎ ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

ঊর্ণনাভ যেমন আপন শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া আপনার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ করিয়া তদ্দ্বারা আপনি আচ্ছন্ন অর্থাৎ আবৃত হইয়া আছেন।

---

*অক্ষর (অ—ক্ষর [ক্ষর্ ক্ষরিত হওয়া+অ (অন)—ক] ক্ষরণ যাঁর ক্ষরণ নাই, ৬ষ্ঠি—হিং সং, ক্লীং ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা। ২। জীবাত্মা। তত্ত্বজ্ঞানবলে যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে ক্ষর ও মহদাদিগুণবিশিষ্ট এবং আপনাকে নির্গুণ প্রকৃতি হইতে সম্যক্‌রূপে পৃথক্ ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া অবগত হয়েন অর্থাৎ যখন প্রাকৃত গুণসকলকে নিন্দা করিয়া পরব্রহ্মের অনুসরণ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মিলিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত)। ৩। শিব। ৪। বিষ্ণু। ৫। গগন (ইহা অবিনশ্বর চিরকালই একভাবে স্থিত)। ৬। ধর্ম্ম। ৭। তপস্যা। ৮। অপামার্গ। ৯। মোক্ষ। ১০। উদক, জল। ১১। (অশ্ ব্যাপা+সর—ক। যে বেদাদি শাস্ত্র ব্যাপে) শব্দের এক একটী ক্ষুদ্রতম অংশ, অকারাদিবর্ণ। ১২। সং, স্ত্রীং, সাংখ্যমতে—প্রকৃতি যথা—সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।" ১৩। বিং, ত্রিং, ক্ষরণশূন্য, ক্রিয়াশূন্য; যথা—"তুমি সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় অক্ষরব্রহ্ম।" ১৪। নিত্য, স্থির; যথা—"বেদান্ত যাঁহারে কয় ব্যাপ্ত চরাচর। যাহাতে ঈশ্বর শব্দ যথার্থ অক্ষর।"

"আমি বহু হইব" অথবা "বিশ্ব রচনা করিব" ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত † হইলেই তিনি প্রকট * চৈতন্য ‡ হইলেন ও সেই বাসনা মূলাভীতা মূল প্রকৃতি $ হইলেন সেই মূল প্রকৃতিরূপিণী আদ্যাশক্তিই জগতের আদি কারণ,—কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রা। সূর্য্য যে প্রকার আপন তেজ নিজ হইতে স্থূলরূপ জল প্রকাশ করেন এবং সূক্ষ্মভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম তটস্থ হইয়া ঈশ্বররূপে চৈতন্যের আকার হইলেন। তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা, তাঁহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্ব্বাধাররূপ বর্ত্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে যোগশক্তি থাকিবার প্রয়োজন।

আমাদের সম্মুখে অহোরাত্র যে অণু (ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম পরমাণু) সকল কিলিমিলি করিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের স্থূলচক্ষে আমরা তাহা দেখিতে পাইনা ;—পাই না তাহার কারণ তাহাদিগের রূপের অনুরূপ চক্ষের সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ আমাদের নাই ;—কিন্তু বিকাশ করিতে পারিলে,

---

† (সম্—জন্ উৎপন্ন হওয়া + ত (ক্ত)—ক) বিং, ত্রিং, জাত, উৎপন্ন।)

* বিং,—ত্রিং, স্পষ্ট। ব্যক্ত। প্রকটাপ্রকটাচেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে। প্র—অর্থে—প্রথ্, বিখ্যাত হওয়া + অ (ড)—ক) উপং, অং, উৎকর্ষ। ইত্যাদি কট—অর্থে- কট বর্ষণ করা আচ্ছাদন করা।

‡ চৈতন্য অর্থে চেতন— য (ষ্য) স্বার্থে, ভাবে) সং পুং, ভগবানের অবতার। আত্মা। কলিযুগে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জগতে "হরিনাম" প্রচার করিয়া পাপাকুলের উদ্ধার করেন। শিং— ১ জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাম্ চৈতন্যং নং বিদ্যতে।" জাগরণ, ব্রহ্ম, প্রকৃতি।

$ সং, স্ত্রীং, প্রধান, আত্মা। ঈশ্বরসৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম শিং —১ "সত্ত্বরজস্তমোসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্।"

সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক জগতের মূল কারণ।

তখন দেখিতে পাই। গুণ অতিশয় সূক্ষ্মতম পদার্থ,—কাজেই আগে সূক্ষ্মের রাজত্ব, সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের বিকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় ৬ষ্ঠ। ২৩ শ্লোঃ অঃ।

হে নারদ! যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে, এই ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাটরূপী বিশ্ব প্রকাশ হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর *। সূর্য্য যেরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াও সকল হইতে অতিক্রান্ত ভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও সেই প্রকার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী দ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্তভাবে রহিয়াছেন।

কাল (বিষ্ণুর অনন্তমূর্ত্তি ইত্যাদি) চৈতন্য সদসদাত্মিকাশক্তি ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির ‡ প্রকাশ হয়।

---

* ঈশ্বর (ঈশ্‌ আধিপত্য করা + বর—ক, শীলার্থে) সং, পুং, ১। ব্রহ্ম। ২। পরমেশ্বর। ৩। শিব। ৪। কামদেব। ৫। নিয়ন্তা। ৬। প্রভবাদির মধ্যে একাদশ বৎসর। মহর্ষি গৌতমের মতে "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফলাদর্শনাৎ" ঈশ্বর কারণ কেননা মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সর্ব্বদা সফল হয় না। ন্যায়সূত্র ২।১।১৯। পাতঞ্জল মতে—ক্লেশ, জন্ম, কর্ম্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য। বায়ু-পুরাণ মতে ঈশ্বর একাদশ রুদ্রের একজন। শিং—১ ঈশ বরাহমত্যর্থং ন চ মামীশতে পরে দদামি চ সদৈশ্বর্য্যমীশ্বরস্তেন কীর্ত্ত্যতে। ৬। বিং ত্রিং অধিপতি, স্বামী, প্রভু। ৭। শ্রেষ্ঠ। ৮। সমর্থ। রা, রী—স্ত্রীং, দুর্গা। শিং—১ "ঈশ্বরীমীশ্বর-প্রিয়াম্।"। ২। লক্ষ্মী। ৩। সরস্বতী। ৪। যে কোন শক্তি।

‡ ৩। ক্লীং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ। শিং—১ "ভূতেষু সততং তস্মৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈ নমোনমঃ।" বিং, ত্রিং, উৎপন্ন। চেতন পদার্থ। প্রাণী ইত্যাদি।

এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ চৈতন্যপতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর—ঈশ্বর স্বরূপ চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ।

ব্রহ্ম যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনাশক্তিই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়া।

আর সেই পুরুষ বল, আর প্রকৃতিই বল সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ সংসারে তদুভয়বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারেনা।

পরব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি হয়। তখন তাঁহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণবিশিষ্ট।

দৃশ্য অথচ নির্গুণ এ প্রকার বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হযেন না, পরম প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া সৃজনাদির সময় সগুণা, আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকেন।

প্রকৃতির গুণ বর্ণন—প্রকৃতির ধর্ম্ম যথা—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ উহার গুণের তারতম্য ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ স্তমো গুণ প্রকৃতি তাঁহার॥
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥

সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্তয়।
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥

মনে ধর্ম্মভাব থাকায় লোকে—প্রশংসনীয় হয়, যথা—দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, সাহস, পরাক্রম প্রভৃতি।

"সর্ব্বৈরপি গুণৈর্যুক্তো নির্বীর্য্যঃ কিং করিষ্যতি।
গুণীভূতা গুণাসর্ব্বে তিষ্ঠন্তি চ পরাক্রমো॥"

দেবতার উপাসনা।

দেবতার উপাসনায় পরম সুখপ্রাপ্তি হওয়া যায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম অদৃষ্ট শক্তিকে স্ববশে আনিয়া তদ্দ্বারা অভীষ্ট পূরণ করাই দেবতার উপাসনা।

যদি কেহ বলেন পূর্ণ ব্রহ্ম অখণ্ড আনন্দময়—পরমানন্দ। তিনি ভিন্ন আর সকলই আনন্দের কলা বা কণা। পূর্ণতম সুখাধারই তিনি, সুখ * বা আনন্দ লাভ করিতে হইলে,—তাঁহাকেই জানা বা তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহা সত্য—কিন্তু দেবদেবীর উপাসনাতেও নিশ্চয় সুখলাভ হয়। সুখলাভ অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি,—ইহাই মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু জানিতে হইবে, জীব যে সুখের কামনা

* প্রীতি—সং, মীং, তৃপ্তি, হর্ষ, সন্তোষ, প্রেম অনুরাগ।

ও দুঃখ নিবৃত্তির প্রয়াস পায়,—দেখিতে হইবে সুখ ও দুঃখ কি প্রকার। অর্থাৎ আলোর অভাবে যেরূপ ছায়া বা অন্ধকার, সুখের অভাবই দুঃখ।

এই দুঃখ ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। যথা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ১। শরীর ও মনোমাত্র দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ২। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষ ত্রয়ের বৈষম্য (বিষমত্ব) জন্য যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাই শরীর হইতে উৎপন্ন দুঃখ। আর কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মানসপদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে মানস দুঃখ বলে। এই উভয় প্রকার সমুৎপন্ন দুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ৩। আর দেবতাগণ কর্ত্তৃক যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহদ্বারা যে সকল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই দৈব-কর্ত্তৃক দুঃখ বা আধিদৈবিক দুঃখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জীব ও স্থাবর পদার্থ জাত হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই সুখ।

দেবতা আরাধনাতেই এই ত্রিবিধ প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়, অর্থাৎ মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। দেবতাগণ আমাদের দেহেই আছেন। দেবতা উপাসনায় কাম, কামনা পূর্ণ হয়। রিপুগণ বশীভূত হইয়া আমরা সর্ব্বসুখে সুখী হই। তজ্জন্য জীব মাত্রেরই দেবতার উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের মধ্যে যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। যিনি অবিকল সমগ্রাবয়বসমৃদ্ধ উপভোগোপকরণযুক্ত-মনুষ্য লোকে তিনিই সুখী।

এইরূপ সুখে সুখী হইতে হইলে, এইরূপ সুখের জন্য ইচ্ছা করিলে ইহার সাধনা চাই, ইহার সাধ্যের নাম দেবতা ও উপাসনা।

মানুষের আদর্শের* জন্য এক আদর্শ পুরুষের অবতার† হইয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

দেবতা অর্থে যে সূক্ষ্ম অদৃষ্ট‡ শক্তি; সেই শক্তি লইয়া ত্রিজগৎ গঠিত। জীব ও জগৎ ছাড়া নহে; সুতরাং জীবেও দেবতার অধিষ্ঠান আছে। কেবল দেবতা নহে—

ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকে যাহা কিছু পদার্থ বা বস্তু আছে, সে সমুদয়ই জীব দেহে আছে।

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥

(শিব সংহিতা)

"ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই তিন লোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎ-সমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে।

---

*আদর্শ—দর্শন, মনোনীত বা যাহা দেখিয়া দোষ গুণ পরীক্ষা করা যায়।

†অবতার—সং, পুং, স্বর্গাদি হইতে মনুষ্যলোকে দেবাদির আবির্ভাব মনুষ্যাদি আকারে পৃথিবীতে দেবতার আগমন অথবা আবির্ভূত দেবতা, যথা—বিষ্ণুর দশ অবতার; ১ম মৎস্য, ২য় কূর্ম্ম, ৩য় বরাহ, ৪র্থ নৃসিংহ, ৫ম বামন, ৬ষ্ঠ পরশুরাম, ৭ম রামচন্দ্র, ৮ম কৃষ্ণ বলরাম, ৯ম বুদ্ধ, ১০ম কল্কী। ইহা ব্যতীত আরও দৃষ্ট হয়।

‡অদৃষ্ট—সং, ক্লীং, ভাগ্য, ভাগধেয় অদৃষ্ট করণ আপৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য। বিং, ত্রিং, অনীক্ষিত, যাহা দেখা যায় না, দৃষ্টি বহির্ভূত।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরু সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্র-পালকাঃ॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠ দেবতাঃ॥
সৃষ্টি সংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥

(শিব সংহিতা)

"জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু পর্ব্বত অবস্থিতি করে এবং সমুদয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল* প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। মুনি ঋষি সকল, গ্রহ নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ, পুণ্য পীঠ ও পীঠ দেবগণ এই দেহে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টি সংস্থাপক চন্দ্র সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে।"

শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ।

(শিব সংহিতা)

"যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ আপনার শরীরের কোথায় কি আছে, জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী।" যোগের চক্ষু ব্যতীত সে সূক্ষ্মের পরিদর্শন হয় না।

---

* যিনি রক্ষা করেন।

বৈধ কর্ম্ম।

মন্ত্রবান্ ব্যক্তির আত্মোন্নতির জন্য প্রতিদিন যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকেই বৈধ কর্ম্ম বলা যায়। স্নান, পূজা, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, স্তব পাঠ প্রভৃতি সকল কর্ম্মকেই বৈধ কর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির এই সমস্ত বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা জীবনের মঙ্গলজনক। ইহাতে যোগাভ্যাস এবং তৎসহ চিত্তজয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই বৈধকর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; এক বৈদিক, অপর তান্ত্রিক। যাহা তান্ত্রিক, তাহাই গুরুশিষ্যের প্রয়োজনীয় অর্থাৎ দীক্ষা-বিধিতে প্রয়োজনীয়। যাহা তান্ত্রিক, তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর সমস্ত সাধকেরই তান্ত্রিক মতে বৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অনেকের বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণাদি দেবতা উপাসকের কর্ম্ম তান্ত্রিক নহে, তাঁহাদের ইহা ভুল বিশ্বাস। কারণ সকল দেবতার দীক্ষাই তন্ত্রোক্ত। তবে কেবল রাগমার্গের ভজন তন্ত্রাতীত। যাঁহারা বিধি পূর্ব্বক অর্থাৎ মন্ত্রাদি দ্বারা ইষ্ট দেবতার ভজনা করেন, তাঁহা দব সকলকেই তন্ত্র মতে তাহা সম্পাদন করিতে হয়।

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

প্রাতঃকৃত্য—দিনমান ও রাত্রিমানকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ প্রহরের অর্দ্ধেক অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা। ২৪ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি শেষ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের নিত্যক্রিয়াগুলি এই যামার্দ্ধানুসারেই নির্দ্ধারিত হয়। রাত্রির শেষ প্রহর বা যামার্দ্ধ ৪॥০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, ইহাকে ব্রাহ্ম মুহুর্ত্ত বলে। চারি বর্ণই এই ব্রাহ্ম

মুহূর্ত্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যার উপর পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া নিম্নস্থ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়। যথা—

ব্রহ্ম মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতুঃ, কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ইঁহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ! প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গা ক্ষরদ্বয়ম্। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্। পুণ্যশ্লোকো নলরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ। পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী। পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ ॥

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বহু সহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ।

অর্থাৎ কর্কটক নাগ দময়ন্তী, নল রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম কীর্ত্তন এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে সহস্রবাহুসম্পন্ন রাজা ছিলেন, তাঁহার নামও অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চ কন্যার নাম, রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদেহী* এবং জনার্দ্দন

---

*বৈদেহী বা বৈদেহ; জনকনন্দিনী, জানকী।

এই সকল নাম স্মরণে হৃদয়ে পুণ্য ও সৎপ্রবৃত্তির উদয় হয় বলিয়া এই নাম স্মরণ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে "দুর্গা দুর্গা" এই দুই অক্ষর স্মরণ করে সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার নষ্ট করে, তাহার আপদ্‌রাশিও সেইরূপ নষ্ট হয়। আর অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতিব নাম করার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা অনাসক্ত। অনাসক্তরূপে কর্ম্ম করা মুক্তির এক প্রধান ও পরিষ্কার পন্থা।

বিষ্ণুর ষোড়শ নাম।

ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয় সঙ্গমে॥
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িণম্॥
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥
এতানি ষোড়শনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

ব্রহ্মোবাচ বিষ্ণুর্নামাষ্টকং।

নমো নারায়ণায়।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্॥

ত্রিসন্ধ্যাং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রু সৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়াভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ ॥

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্ ॥

(তারাগমে)

অর্থাৎ গুরুর নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে শিবস্থিত শুক্লবর্ণ সহস্রদল কমলে দ্বিভুজ, দ্বিনয়ন, প্রসন্ন মুখকমল, প্রশান্ত এবং সৌম্য* দর্শন গুরু মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া তৎপরে তাঁহাকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে যথা,—

পুং গুরুর প্রণাম।

নমঃ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

(রুদ্র যামলতন্ত্র)

যিনি এই সমস্ত জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহার পদ প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম। অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ ছিলাম, যিনি সেই জ্ঞান শলাকা দ্বারা আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম।

---

*সৌম্য—সুন্দর, শান্তিমূর্ত্তি।

স্ত্রী গুরুর প্রণাম।

নমস্তে দেব দেবেসি নমস্তে হর পূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

(মাতৃকাভেদ তন্ত্র)

নাভিমণ্ডলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া, তদুপরি বাম হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক গুরুর ধ্যান করিবে।

পুং গুরুর ধ্যান।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেত-মাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববামস্থিত সুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশ স্বরূপয়া সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ।

ধ্যানকালে সাধারণ নিয়ম এই যে, বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া পুং গুরুর ধ্যান করিবে ও স্ত্রী গুরু (দেবতা) হইলে দক্ষিণ হস্তোপরি বাম হস্ত রাখিতে হয়।

স্ত্রী গুরুর ধ্যান।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণ শোভিতে।
প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীন পয়োধরাং॥
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্র সুশোভনাং॥

রক্তকঙ্কণ পাণিঞ্চ রত্ননুপুর শোভিতাং।
স্থলপদ্ম প্রতীকাশ পাদপল্লব শোভিতাং ॥
শরবিন্দু প্রতীকাশং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং।
স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাং ॥
নমঃ—ঐং গুরবে নমঃ।

তদনন্তর—কিয়ৎক্ষণ নিজ দেবতার চিন্তা ও তাঁহার পূজা* করিয়া আত্মচিন্তা করতঃ আপনার সহিত ব্রহ্মের অভেদ নিশ্চয় করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। যথা—

লোকেশ! চৈতন্যময়াধিদেব!
শ্রীকান্ত! বিষ্ণো! ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

অর্থ—হে লোকেশ! হে চৈতন্যদেব! হে আদিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন মানসেই প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরে সম্পূর্ণরূপে আত্মাভিমান পরিত্যাগের জন্য এইরূপ পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে। যথা—

---

*অর্চ্চনা, আরাধনা, উপাসনা।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

অর্থ—ধর্ম্ম কি, তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্ম কি, তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার নিবৃত্তি নাই; অতএব হে হৃষীকেশ! আপনি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক হইয়া আমার হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে যে যে কার্য্যে হয় নিযুক্ত করুন, আমি তাহাই করি। অর্থাৎ হে ভগবন্! "আমি" কর্ত্তা থাকিলেই পাপে মতিগতি হয়, তাই আপনাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, আমার "আমিত্বকে" সংহারপূর্ব্বক আপনিই হৃদয়স্বামী হইয়া আমাকে যথোচিত কার্য্যে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আর অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। যথা—

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥
নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ॥

(মৎস্যপুরাণ)

ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

ধর্ম্মং দেহি জ্ঞানং দেহি ক্ষমাং দেহি তথৈব চ।

হে ঈশ্বর! আমাকে ধর্ম্ম দাও, জ্ঞান দাও, এবং ক্ষমা দাও।

এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করতঃ পুং দেবতার উপাসক অগ্রে দক্ষিণ চরণ, স্ত্রী দেবতার উপাসক অগ্রে বাম চবণ ভূমিতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে বাহিব হইবা শুভ দর্শন কবিতে হয়। যথা—

ব্রাহ্মণ, সুভগানারী (ভাগ্যবতী), অগ্নি ও গাভী দর্শনে শুভ। পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা নারী (ভাগ্যহীনা নারী) মণ্ড, বিবস্ত্র আর কাটা নাক দর্শনে অশুভ।

শ্রোত্রিয়ং শুভগামাগ্নিং গাঞ্চৈবাগ্নিচিতিস্তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্‌ভ্যঃ স বিমুচ্যতে॥
পাপিষ্ঠং দুর্ভাগ্যং মণ্ডং নগ্নমুৎকৃত্তনাসিকাং।
প্রাতঃরুত্থায় পশ্যেত্তৎ কলেরুপলক্ষণং॥

(ছন্দোগ পরিশিষ্ট)

মলমূত্র-ত্যাগ-নিয়ম।

বাসস্থান হইতে অন্ততঃ দেড়শত হস্ত দূরে গোপনীয় স্থানে কিম্বা নগরস্থ বাটীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং মৌনী হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ কবা শাস্ত্রবিহিত।

একবাসা হইলে ব্রাহ্মণে বস্ত্রবেষ্টিত মস্তকে, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ এবং দ্বিবাসা হইলে অবগুণ্ঠিত মস্তকে আর যজ্ঞোপবীত পৃষ্ঠে লম্বিত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। মলমূত্রের বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

শৌচবিধি।

লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার এবং বাম হস্তের পৃষ্ঠে আরও ছয়বার মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়। প্রত্যেক পদতলে তিন তিনবার মৃত্তিকা লইবে। দিবসে এই বিধি। রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধেক, আতুরের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক। পথে গমন-কালে তাহার অর্দ্ধেক। নখে মাটি ঢুকিলে তৃণাদি দ্বারা তাহা বাহির করিয়া তিনবার হস্তে মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অগ্রে মৃত্তিকা, পশ্চাৎ জল ব্যবহার করিতে হয়। দেশ, কাল, পাত্র এবং অবস্থা বিবেচনায় গন্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লইলেও হয়। জলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই।

শৌচ ত্যাগের পর, শৌচীয় পাত্র গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা মার্জ্জন করিতে হয়।

কেবল মূত্রত্যাগ করিলে লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার এবং প্রত্যেক পদে এক একবার মৃত্তিকা শৌচ করা কর্ত্তব্য। কাংস্য-পাত্রস্থ জলে পাদ ধৌত নিষেধ।

দন্তধাবন।

খদির, করঞ্জ, (করমচা) বট, তিন্তিড়ী, (তেঁতুল) আম্র, নিম্ব, অপামার্গ,* বিল্ব, যজ্ঞডুমুর, করবী, অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠই প্রশস্ত। দন্তধাবনের সময় তর্জ্জনী অঙ্গুলী ব্যবহার নিষেধ।

পর্ব্বদিনে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, উপবাস ও জন্মদিনে এবং অজীর্ণ হইলে, আর প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী এই সকল তিথিতে দাঁতন করিবে না।• নিষিদ্ধ দিনে এবং দন্তকাষ্ঠ অপ্রাপ্তে দ্বাদশবার কুলকুচা

---

*আপাংগাছ। যাহার ক্ষার দ্বারা অস্ত্রাদি ধৌত করা যায়।

করিলে মুখ শুদ্ধ হইবে; কিন্তু প্রতিপদ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী ও নবমী এই চারিদিন পত্র দ্বারা দন্তধাবন করা যাইতে পারে। বালুকাবিহীন মৃত্তিকা দ্বারা দন্তধাবন করা শাস্ত্রবিহিত। জিহ্বা মার্জ্জন সকলদিনেই করিতে পারা যায়। দন্তধাবনসময়ে কোনও ব্যক্তিকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ দিনে দন্তসংলগ্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের কণা তুলিতে বিশেষ যত্ন করিবে না। কারণ তজ্জন্য রক্তপাত হইলে অশৌচ হয়।

ব্রাহ্মণেরা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দন্তধাবনকাষ্ঠ গ্রহণ করিবেন।

যথা আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ-পশুবসুনি চ।

ব্রহ্মপ্রজ্ঞাং মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥

তৈলম্রক্ষণ-বিধি।

"ওঁ অশ্বত্থায়ে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা তিনবার তিন বিন্দু তৈল ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ পায়ে তৈল মাখিবে। এবং এই মন্ত্র বলিতে হইবে।

যথা—"শিরোভস্মাবশিষ্টেন

তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ।"

অগ্রে পাদদ্বয়ে তৈলমর্দ্দন করিয়া, শেষে মস্তক প্রভৃতিতে তৈলমর্দ্দন করা বিধেয়। অঙ্গের নিম্নদিক্ হইতে উপরের দিকে তৈল মাখিতে হয়।

তিল তৈল, সর্ষপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল, নারিকেল তৈল এবং ঘৃত অভ্যঙ্গ বিষয়ে প্রশস্ত।

(স্মৃতি)

তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে।
ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্ ॥
অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেতু নিত্যশঃ।

রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী তিথিতে; হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও শ্রবণা নক্ষত্রে; ব্রত দিনে, শ্রাদ্ধদিনে, গ্রহণস্নানে, প্রাতঃস্নানে, সংক্রান্তি স্নানে, যোগদিনে তিল তৈল মর্দ্দন নিষেধ। কিন্তু শোধন করিয়া নিষিদ্ধ দিনেও তিলতৈল মর্দ্দন করা যাইতে পারে। ঐ সকল দিনে তৈল মদ্যতুল্য হয়।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

তৈল শোধনের নিয়ম—রবিবারে পুষ্প, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা ও শুক্রবারে গোময় দ্বারা তৈল শোধন করিয়া ব্যবহার করা শাস্ত্রের নিয়ম।

ঘৃত কোন অবস্থায় নিষেধ নহে।

ঘৃত, সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল সকলবারেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(স্মৃতি)

স্নান।

প্রাতঃস্নানে মহাপাতক নাশ হয়। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলই আছে। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পবিত্রাত্মা ও জপ, হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যেই অধিকারী হয়েন। প্রাতঃস্নানপরায়ণ ব্যক্তি রূপ, বল, তেজ,

আরোগ্য, আয়ুঃ মনস্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপঃসাধনফল ও মেধা এই দশটী গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(২ অঃ দক্ষ)

সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে প্রাতঃস্নানের প্রশস্ত কাল। স্নানে অসমর্থ হইলে, মস্তক ভিন্ন অপরাঙ্গ মার্জ্জনা করিলে অথবা আর্দ্র (ভিজা) বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলে স্নান সিদ্ধ হয়। প্রাতঃস্নান পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া করিতে হয়।

নদীর অদূষিত স্রোতের জলে স্রোতের অভিমুখীন (সম্মুখবর্ত্তী) হইয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। জল হ্রাস বা জলবৃদ্ধির প্রথম বেগে স্নান করা উচিত নহে। নদীর আবর্ত্তসলিলে (আচ্ছাদনযুক্ত জলে) কিম্বা তীর্থ প্রবাহ হইতে বহিষ্কৃত জলে স্নান করা অবিধেয়।

নদীজলের অভাবে বাপী (বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি) তড়াগ (চড় মধ্যস্থিত জল) দ্রোণ, (বৃহৎ জলাশয়) দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সেতু, প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করা কর্ত্তব্য।

পরকীয় (অপরের) জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে অগ্রে সাত পাঁচ বা তিনবার মৃৎপিণ্ড এবং কূপজলে স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে ঘটত্রয় জল উদ্ধার করতঃ পরে স্নান করা কর্ত্তব্য।

গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় একমনে যাওয়া কর্ত্তব্য। গঙ্গাগর্ভে শৌচ, মুখশোধন ইত্যাদি বিধেয় নহে। তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হইলে, তটস্থ হইয়া গাত্রমার্জ্জন পূর্ব্বক, পশ্চাৎ স্নানার্থ অবগাহন করিতে হয়। পরে নিম্নস্থ শ্লোক পাঠ করিতে করিতে গাত্র মার্জ্জন করিতে হয়। যথা,—

নমঃ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতা বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবী।
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভাগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমাচ্চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী।

অর্থাৎ আপনি বিষ্ণুপাদপ্রসূতা বৈষ্ণবী এবং বিষ্ণুপূজিতা, আমাকে জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত করুন।

বায়ু বলিয়াছেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং আকাশে সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ আছে, হে জাহ্নবী! তৎসমস্তই আপনাতে বর্ত্তমান।

আপনার নাম নন্দিনী, দেবগণ মধ্যে আপনি নলিনী নামেও বিখ্যাতা। বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শান্তা এবং শান্তিপ্রদায়িনী, এ সকল নামও আপনার। এই সব পবিত্র নাম স্নান কালে কীর্ত্তন করিতে হয়।

গঙ্গামৃত্তিকা-মর্দ্দনমন্ত্র।

ওঁ অশ্বক্রান্তে! রথক্রান্তে! বিষ্ণুক্রান্তে! বসুন্ধরে! মৃত্তিকে! হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ওঁ উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা। আরুহ্য মম গাত্রানি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়। মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে। নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥

অর্থ—হে অশ্বক্রান্তে! হে রথক্রান্তে! হে বিষ্ণুক্রান্তে বসুমতি! মৃত্তিকে! আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা হরণ কর। শতবাহু কৃষ্ণ বরাহরূপে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমার গাত্রে আরোহণ করিয়া আমার

সর্ব্ব পাপ মোচন কর। হে মৃত্তিকে! হে সর্ব্বভূতজননি! সুব্রতে! তোমাকে নমস্কার।

গঙ্গায় অবগাহন মন্ত্র।

নমঃ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে! গঙ্গে! ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতিবিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া! ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি! ভাগীরথি! পুনীহি মাং॥

অর্থাৎ হে পূজনীয় বিষ্ণুপাদসম্ভূতে! ত্রিপথগামিনি! গঙ্গে! আপনি ধর্ম্মদ্রবী নামে বিখ্যাত; হে জাহ্নবি! আমার পাপ হরণ করুন। হে মাতঃ! দেবি! জাহ্নবি! হে ভাগীরথি! আমি শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, আমাতে অমৃত জল অর্পণ করিয়া তদ্দ্বারা পবিত্র করুন।

স্নানে সঙ্কল্প বিধি।

আচমন করিয়া। ব্রাহ্মণ হইলে "ওঁ বিষ্ণুঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি। অমুকে পক্ষে। অমুক তিথৌ। অমুক গোত্রঃ। শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং অথবা অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।" নিত্যস্নানে সঙ্কল্প না করিলেও হইতে পারে।

অপর জাতি হইলে শ্রীবিষ্ণুর্নমঃ অদ্য অমুকে মাসি। অমুকে পক্ষে। অমুক তিথৌ। অমুক গোত্রঃ। শ্রীঅমুক "দেবশর্ম্মা" স্থলে অমুক "দাস" বলিতে হইবে।

ব্রাহ্মণী হইলে অমুক গোত্রী, শ্রীঅমুকী দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামাঃ প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ ঐ প্রকার বলিতে হইবে।

অপর জাতির স্ত্রী হইলে শ্রীঅমুকী দাসী এবং অন্যান্য বিষয় ঐরূপ বলিতে হইবে।

পরে মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণাদিতে হস্ত দিয়া ঢাকিয়া ডুব দিবে। নদীতে হইলে স্রোতের অভিমুখে† ডুব দিবে। গৃহে বা রুদ্ধ জলে সূর্য্য অভিমুখে স্নান করিতে হয়।

অনন্তর যদৃচ্ছা গাত্র মার্জ্জন করতঃ, ইহার পর গঙ্গাষ্টক স্তোত্র (স্তব) পাঠ করিয়া, গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিবেন।

স্নানানন্তর পাঠ্য গঙ্গাষ্টক স্তব।*

মাতঃ! শৈলসুতাসপত্নি! বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎ প্রেঙ্খত,
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরাব্যয়ঃ।
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
তন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্দুরঘটাসংঘট্টঘণ্টারণৎ
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।

---

† সম্মুখবর্ত্তী।

*দেবতার রূপ, গুণ ও লীলা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা স্তুতি করাকে স্তব বলে।

দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎ সংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষেঽহং পরমেশ্বরি ! ত্রিপথগে ! ভাগীরথি ! স্বং বপুঃ ॥
অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণোর্মদনমথনমৌলের্মালতী
পুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যাসৌ মোক্ষলক্ষ্মা ক্ষয়িতকলি
কলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু ॥
যত্তত্তালতমালশাল সরল ব্যালোলবল্লীলতাচ্ছন্নং সূর্য্যকর-
প্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নর বধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্ ॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্ ॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূর প্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি।
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারিবারি ॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।

প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পতিত নৈব পুনর্ভবাব্জৌ ॥

ইতি—শ্রীবাল্মীকিবিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সমাপ্তম্।

অর্থ—হে মাতঃ! হে পার্ব্বতীসপত্নি! আপনি ধরণী দেবীর ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত-হারস্বরূপা। স্বর্গারোহণসোপানমালাস্বরূপে ভাগীরথি! আপনার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনার তীরে বাস করিতে করিতে, আপনার জল পান করিতে করিতে, আপনার তরঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে এবং নাম স্মরণ করিতে করিতে আমার দেহত্যাগ হয়।

হে গঙ্গে! আপনার তীরস্থিত পাদপের কোটরাভ্যন্তরে পক্ষী হইয়া থাকাও বরং ভাল, হে নরকনিবারিণি। আপনার জলে মৎস্য কিম্বা কচ্ছপ হইয়া থাকাও বরং ভাল, কিন্তু মদমত্ত করিকুলের ঘণ্টারবে চমকিত শত্রুসীমন্তিনীরা যাহার স্তব করে, অন্যত্র এরূপ রাজা হওয়াও ভাল নহে।

হে পরমেশ্বরি! ত্রিপথগামিনি! ভাগীরথি! স্বর্গীয় সুন্দরীগণের কর-পরিচালিত চারু-চামর-পবনসেবন করতঃ অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করিয়া কবে দেখিতে পাইব, আমার পার্থিব দেহ কাককুলের চঞ্চুপ্রহারে বিদীর্ণ, কুক্কুরগ্রস্ত, আপনার তরঙ্গে আন্দোলিত, স্রোতে চালিত এবং শৃগালগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে।

বিষ্ণুপাদপদ্মের নবীন মৃণাললতা এবং মহেশ্বরের মস্তকস্থিত মালতী-মালা মোক্ষচিহ্ন এই অনির্ব্বচনীয় জয়পতাকা গঙ্গার জয় হউক। কলি-কলঙ্কবিনাশিনী জাহ্নবী আমাদিগকে পবিত্র করুন।

তাল, তমাল, শাল, সরল পাদপ জড়িত, লতাগহনে আচ্ছন্ন, রৌদ্র-তাপরহিত, শঙ্খ, চন্দ্র এবং কুন্দকুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল, অমরাকিন্নরসিক্ত

রমণীগণের উত্তুঙ্গ স্তনমণ্ডলে আস্ফালিত, নির্ম্মল, গঙ্গাজলে যেন আমি প্রতিদিন স্নান করিতে পাই।

হরিচরণচ্যুত হরশিরোবিহারি পাপনাশক মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুন।

পাপনাশক, দুর্গতিনিবারক, দূরগামী, হিমালয়গুহাবিদারক, ঝঙ্কারময় তরঙ্গশোভিত হরিচরণরেণুবিলসিত শুভকর গঙ্গাজল সর্ব্বদা আমাকে পবিত্র করুন।

এই গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র কৃশ কুক্কুরশাবক হওয়া বরং ভাল, কিন্তু দূরে কোটী করিবরপতি নৃপতি হওয়া ভাল নহে।

যে মনুষ্য প্রাতঃকালে বাল্মীকি-প্রণীত এই শুভপদ গঙ্গাষ্টক পবিত্রভাবে পাঠ করে, সে এই সংসারে থাকিয়াই ত্বরায় কলিপাপপঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে সংসারসাগরে পতিত হইতে হয় না।

গঙ্গার স্তব।

গঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে।
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে॥

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে।
মম মতিরাস্তাং তব পাদকমলে॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব।
জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ॥

নাহং জানে তব মহিমানং।
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে।
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ॥

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং।
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥

তব জলমমলং যেন বিলীতং।
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ॥

মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যে ভক্ত,
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমং শক্তঃ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে।
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ॥

ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পতিত শোকে।

পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে,
বিমুখবনিতা কৃততরলাপাঙ্গে ॥

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্নাতঃ,
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
কলুষনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে,
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।

ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে,
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং,
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং।

ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,
তমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে,
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।

তবতটনিকট যস্য নিবাসঃ,
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,
কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।

অথবা গব্যতিশ্বপচোদীন,
স্ব নহি দূরে নৃপতি কুলীনঃ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে,
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।

গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং,
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি,
স্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।

সুমধুরকান্তাপজঝটিকাভিঃ,
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং।
বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারং।

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং,
পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তম্ ॥

অর্থ—হে দেবি! হে সুরেশ্বরি! হে ভগবতি! হে গঙ্গে! হে ত্রিভুবনত্রাণকারিণি! হে চঞ্চলতরঙ্গবারিণি! হে শিবশিরোবাসিনি! হে নির্ম্মলস্বরূপে! প্রার্থনা করি, আপনার পাদপদ্মে আমার চিত্ত সর্ব্বদা রত থাকুক।

হে ভাগীরথি! হে সুখদায়িনি! আপনার জলের মাহাত্ম্য বেদে বিখ্যাত আছে। মাগো! আপনার মহিমা কিছুই জানি না, হে দয়াময়ি! অজ্ঞান আমাকে ত্রাণ করুন।

হে বিষ্ণুপাদপদ্মবিহারিণি! হে গঙ্গে! হে শিশির, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেততরঙ্গশালিনি! আমার পাপভার দূর করুন এবং কৃপা করিয়া আমাকে ভবসাগর হইতে পার করুন।

আপনার নির্ম্মল জল যে ব্যক্তি পান করেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মাতর্গঙ্গে! আপনাতে যাহার ভক্তি আছে, যম কখনও তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয়েন না।

হে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকারিণি! হে জাহ্নবি! হে গঙ্গে! জলবেগে ভগ্ন গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় কর্ত্তৃক আপনার তরঙ্গমালা শোভিত হইয়াছে। হে ভীষ্মজননি! হে জহ্নুকন্যে! হে পতিতনিবারিণি! ত্রিভুবনে আপনিই ধন্যা।

জগতে আপনি কল্পলতাস্বরূপা ফলদাত্রী। আপনাকে যে প্রণাম করে, সে কখন শোকে পতিত হয় না। হে সাগরসঙ্গিনি! হে মাতর্গঙ্গে! বিমুখনারীগণকৃত চঞ্চল অপাঙ্গের ন্যায় আপনিও চঞ্চল কটাক্ষ ধারণ করিতেছেন।

হে নরকনিবারিণি! হে জাহ্নবি! হে গঙ্গে! হে পাপনাশিনি! হে মহামহিমান্বিতে! আপনার কৃপা দ্বারা যদি কেহ আপনার স্রোতো জলে স্নান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার আর মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে না।

হে নিরাকারস্বরূপে, পবিত্রতরঙ্গে জাহ্নবি! আপনার জয় হউক, হে কৃপাকটাক্ষদায়িনি! ইন্দ্রের মস্তকস্থ মণি দ্বারা, প্রণামকালে আপনার

চরণ শোভিত হইয়া থাকে, হে সুখদায়িনি, মঙ্গলপ্রদে ! আপনিই সেবকের একমাত্র আশ্রয়।

হে ত্রিভুবনসারভূতে ! আপনিই পৃথিবীর হারস্বরূপা এবং এই সংসারে কেবল আপনিই আমার গতি ! হে ভগবতি ! আপনি আমার রোগ, শোক, পাপ, মনস্তাপ ও কুবুদ্ধি নাশ করুন।

হে কৈলাসপুরীর আনন্দপ্রদায়িনি পরমানন্দদায়িনি, কাতর ব্যক্তির বন্দনীয়স্বরূপে ! আমার প্রতি দয়া করুন। মাতঃ! আপনার তীরসমীপে যাহার নিবাস, তাহার নিশ্চয়ই অন্তিমে বৈকুণ্ঠে বাস হইবে।

আপনার এই জলে কমঠ ও মৎস্য হইয়া থাকাও ভাল, কিম্বা আপনার নীরে ক্ষীণদেহ কৃকলাস হওয়াও শ্রেয় ; অথবা আপনার তীরের ক্রোশদ্বয় মধ্যে দুঃখী চণ্ডাল হইয়া জন্ম লওয়াও ভাল, কিন্তু আপনার দূরে কুলীন ও রাজচক্রবর্ত্তী হওয়াও কিছু নহে।

হে ভুবনেশ্বরি ! পবিত্ররূপে, দ্রবময়ি, মুনিকন্যে গঙ্গে ! আপনার এই নির্ম্মল স্তব যে নিত্য পাঠ করে, সে সত্যলোক জয় করে।

যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা গঙ্গাভক্তি আছে, তাহার ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। পরমানন্দপ্রদ, সুললিত, সুমধুর ও কমনীয় পজ্‌ঝটিকাচ্ছন্দ দ্বারা বিরচিত এই গঙ্গাস্তব বাঞ্ছিত ফলদান করে, ইহা সংসারের সার ; শিবের সেবক শঙ্করাচার্য্য-রচিত, এই স্তব সমাপ্ত হইলে, ইহা বিষয়ী ব্যক্তিরা পাঠ করুন।

গঙ্গাস্তোত্রং।

দরাফ্‌ খাঁ-কৃতম্।

যৎত্যক্তং জননীগণৈ র্যদপিনস্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈঃ
যস্মিনূপান্থ দৃগন্তসন্নিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ।

সাঙ্কেন্মস্থ তদীদৃশং বপুরহোস্বীকুর্ব্বতী পৌরুষং
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণ পরা মাতাসি ভাগীরথি ॥১॥
অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি শশিশেখরমৌলি মালতীমালে,
ত্বয়ি তনুবিতরণসময়ে দেয়া হরতা নমে হরিতা ॥২॥

শূন্যীভূতা শমননগরীনীরবা রৌরবাদ্যা
যাতায়া তৈঃ প্রতিদিন মহো ভিদ্যমানাবিমানাঃ।
সিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দিবিদিবিষদঃ সার্ঘ্যপাত্রৈকহস্তা
মাতর্গঙ্গে যদবধিতব প্রাদুরাসীৎ প্রবাহঃ ॥৩॥

পয়োহি গাঙ্গং ত্যজতামিহাঙ্গং
পুনর্ন চাঙ্গং যদি চাপিচাঙ্গং,
করে রথাঙ্গং শয়নে ভুজঙ্গং
যামে বিহঙ্গং চরণে চ গাঙ্গং ॥৪॥

কত্যক্ষীণি করোটয়ঃ কতি কতি দ্বীপিদ্বিপানাং
কাকোলাঃ কাতিপন্নগাঃ কতিসুধাধান্নশ্চখণ্ডাঃ কতি।
কিঞ্চ ত্বঞ্চ কতি ত্রিলোকজননি ত্বদ্বারি পূরোদরে,
মজ্জজ্জন্তুকদম্বকং সমুদয়ত্যেকৈকমাদায় যৎ ॥৫॥

কুতোঽবীচির্বীচ স্তবযদি গতা লোচনপথং,
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাস বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে যদি পতিতকায় স্তনুভৃতাম্,
তদামাতঃ শাতক্রতব পদলাভোঽপ্যতি লঘুঃ ॥৬॥

ত্বমন্তো লোকানামখিল দুরিতান্যেব দহসি,
প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়লি সর্ব্বোপরি নতান্ ।
স্বয়ং জাতা বিষ্ণো জনয়সি মুরারাতি নিবহান্,
অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥৭॥
সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্,
স তরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্রকিন্তে মহত্ত্বং,
যদি তুগতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্,
তদিহা তব মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বম্ ॥৮॥
ইতি শ্রীদরাফ্ খাঁ-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রসমাপ্তম্ ॥
ওঁ তৎসৎ ॥

যাহাকে পিতামাতায় ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধবগণে যাহাকে ছুঁইতেও ঘৃণা করে, পথিকগণে দৈবক্রমেও যাহাকে চক্ষুর কোণের দ্বারা দেখিলেও হরিস্মরণ করিয়া থাকে, এমন যে মৃতদেহ তাহাকে তুমি নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় মহত্ত্ব প্রকাশ কর, মা ভাগীরথি! করুণাপরায়ণা মা তুমি ॥১॥

মা অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি! হে মা শিবশিরমালতীমালে! (অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণজাত স্রোতস্বিনি! এবং শিবমস্তকে মালতী পুষ্পের মালাস্বরূপিনি গঙ্গে) তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার (অর্থাৎ তব জলে) যখন আমার এই দেহ বিতরণ (অর্থাৎ বিসর্জ্জন) করিব, তখন তুমি আমাকে শিবত্ব দান করিও বিষ্ণুত্ব দান করিও না, কেননা শিবত্ব লাভ হইলে আমি তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতে পাইব বিষ্ণুত্ব লাভে সে আশা আমার ফলবতী হইবে না ॥২॥

হে মা গঙ্গে! যে দিবস হইতে তোমার স্রোত বহমান হইয়াছে, সেইদিন হইতে যমপুরী শূন্য হইয়া গিয়াছে রৌরবাদি নরককুণ্ডও নীরব হইয়াছে, অহো! আশ্চর্য্য! প্রতিদিন আকাশমার্গ ভেদ করিয়া স্বর্গে যাতায়াত করিতেছে, আর স্বর্গবাসিগণ সিদ্ধগণের সহিত অর্ঘ্যপাত্র হস্তে করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে (ভাবার্থ হে মাতর্গঙ্গে! ভূমণ্ডলে যেদিন হইতে তোমার প্রবাহের (স্রোত) প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেইদিন হইতে যমপুরে পাপীদিগকে আব যাইতে হইতেছে না। সুতরাং শমন-নগরী শূন্যা হইয়াছে, রৌরব প্রভৃতি নরকগুলিও নীরব, কারণ আর ত কেহই নরকে যাইতেছে না; সুতরাং চিৎকার নাই। আকাশপথ দিয়া সব স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। তখন তাহাদিগের অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্য স্বর্গবাসিদেবগণ সিদ্ধগণের সহিত অর্ঘ্যাদি লইয়া আপ্যায়িত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতেছে। মা গঙ্গে! একি আশ্চর্য্য! ॥৩॥

হে মাতর্গঙ্গে! তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় কি কহিব, তোমার ঐ পবিত্র সলিলে যে অঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে আর পুনর্ব্বার অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয় না। অর্থাৎ তোমার পুণ্যময় সলিলে দেহ বিসর্জ্জিত হইলে নির্ব্বাণপদ লাভ হয়, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যদিই বা অঙ্গ ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে কিপ্রকার অঙ্গ হয়? হস্তে রথাঙ্গ অর্থাৎ হস্তেতে চক্র থাকে, শয়নে ভুজঙ্গ, সর্পশয্যা হয়, অর্থাৎ অনন্তশয্যা হয়, পক্ষী বাহন হয়, চরণেতে গঙ্গা হয়। অর্থাৎ বিমল পুণ্যপূত গঙ্গাসলিলে যে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারে তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া থাকে। গঙ্গাজলের কি যে আশ্চর্য্য শক্তি, তাহা একেবারেই বোধাতীত কারণ গঙ্গাপ্রবাহে যে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহাকে আর রোগ, শোক, জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখের আকর সংসারে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিতেই হয় না, কারণ মুক্তিলাভ

করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না, যদিই দেহ ধারণ করিতে হয় সে কেমন দেহ হয়? না, হস্তে চক্র, অনন্তশয্যা, গরুড় বাহন আর চরণেই মা পতিতপাবনী ভাগীরথী জাহ্নবী গঙ্গা একি কম আশ্চর্য্যের কথা! গঙ্গাজলে দেহত্যাগ হইলেই একেবারে বিষ্ণুরূপ লাভ হইয়া যায় ॥৪॥

হে ত্রিলোকজননী মাতর্গঙ্গে! তোমার স্রোতঃপ্রবাহে কত শত চক্ষু, কত কত মস্তক অস্থি কত শার্দ্দূল ও হস্তিচর্ম্ম, কত উগ্রবীর্য্য স্থাবর বিষ, কত সর্প, কতই বা সুধার আধারখণ্ড, হে মাতঃ তোমার আরও কিছু মহত্ত্ব এই যে তোমার পুণ্যময় বিশুদ্ধ সলিলে উদরপূরিত হইলে, অথবা নিমজ্জিত জীবসমূহকে একে একে গ্রহণ করিয়া কৈবল্য ধাম প্রদান করিতেছে ॥৫॥

হে মাতর্গঙ্গে! কোথা হইতেও যদি তোমার বিমলসলিলজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালাগুলি অথবা উত্তাল তরঙ্গ অর্থাৎ বৃহৎ বৃহত্তর ঢেউ লোচন-পথগত হয় অথবা তোমার কৈবল্যদ বারি পান করা যায় তাহা হইলেই তুমি পীতাম্বর পুরীতে বাসস্থান দান করিয়া থাক, হে মাতর্গঙ্গে! দেহি-গণের কায়া যদি তোমার ক্রোড়ে নিপতিত হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই শতক্রতু অর্থাৎ ইন্দ্রপদ লাভ হইয়া যায় ॥৬॥

হে মাতর্জ্জাহ্নবি গঙ্গে! তদীয় আশ্চর্য্য মহিমার চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে একেবারেই আশ্চর্য্যান্বিত মুহ্যমান হইয়া যাইতে হয়, কারণ তদীয় জলরাশি লোকদিগের অনন্ত পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, কারণ জলের দাহিকা শক্তি কতবড় আশ্চর্য্যের কথা! আবারও দেখ গঙ্গে! তুমি নিজে নিম্নগামিনী হইয়াও যে তোমার নাম উচ্চারণও করিতে পারে, তাহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রেরণ করিয়া থাক, ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? অহো! মাতর্গঙ্গে! তোমার চরিত্রের বিষয় যতই চিন্তা করি ক্রমশঃ ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই, কারণ তুমি নিজে

বিষ্ণুর পাদপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তুমি লোকদিগকে বিষ্ণুরূপ প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দানে সমর্থা হইয়াছ! ইহাও কি আশ্চর্য্যের কথা নয়? ॥৭॥

হে মাতঃ! সুরধনি! হে মুনিকন্যে! তুমি যদি কেবল পুণ্যবান্ লোকদিগকেই উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার মাহাত্ম্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ কি হইল? কারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ত স্বকীয় পুণ্যবলেই নির্ব্বাণ পদ লাভ করিতে সমর্থ। তবে যদি আমার মত অকৃতি অভাজন গতি-হীন পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধাব কর, তবেই তোমার মহত্ত্বের মহত্ত্ব স্বীকার করি। হে মাতর্গঙ্গে পুণ্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া তোমার মহত্ত্ব দেখাও মা! ॥৮॥

স্নানান্তে গঙ্গার প্রণামমন্ত্র।

নমঃ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য।

গঙ্গাগঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥

গঙ্গাজল হইতে চাবিহাত পর্য্যন্ত স্থানকে নারায়ণক্ষেত্র কহে। ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীর দিন যতদূর পর্য্যন্ত ঐ জল উত্থিত হইয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত স্থানকে গঙ্গাগর্ভ কহে। ঐ গর্ভসীমার শেষ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাতীর শব্দে অভিহিত হয়। গঙ্গার তীর হইতে

দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাক্ষেত্র শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই গঙ্গাক্ষেত্র মধ্যে উদ্ধৃত গঙ্গোদকে স্নান করিলেও গঙ্গাস্নান সদৃশ ফল হইয়া থাকে।

পার্ব্বণ স্নান।

কোন পর্ব্ব উপলক্ষে যে স্নান করা যায়, তাহার নাম পার্ব্বণ স্নান।

গ্রহণ স্নান।

গ্রহণ সময় উপস্থিত হইয়া যে স্নান করা হয়, তাহার নাম গ্রহণ স্নান। গ্রহণ অস্তে যে স্নান করিতে হয়, তাহার নাম মুক্তিস্নান।

গ্রহণ দেখিয়া স্নান ও পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া অর্থাৎ গঙ্গায় অবগাহনমন্ত্র, স্নানানন্তর পাঠ্য গঙ্গাষ্টক স্তব, ইত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কল্প করিয়া বলিতে হইবে,—

যথা,—ওঁ বিষ্ণুঃ বা নমঃ বিষ্ণুঃ ইত্যাদি, রাহুগ্রস্তে নিশাকরে অথবা দিবাকরে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা বা অমুক দাস, বা অমুকী দেবী বা অমুকী দাসী, অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্রসিদ্ধি কামো গ্রাসাদ্ বিমুক্তিপর্য্যন্তম্ অমুক মন্ত্রজপরূপপুরশ্চরমহং করিষ্যে।

গ্রহণকালে পুরশ্চরণ করিতে হইলে তাহার নিয়মাদি।

পুরশ্চরণ অর্থে সং, ক্লীং, স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধি হইবার জন্য তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্র, জপ, হোম তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধনের দ্বারা পূজা। শিং—১ "জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।" ২ "পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থ—জীবনবিহীন দেহী যে প্রকার সকল প্রকার কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও সেইপ্রকার সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম।

"তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্‌গুরুং বা কারয়েদ্‌বুধঃ ॥"

অর্থ—স্বয়ং অক্ষম হইলে গুরু দ্বারা পুরশ্চারণ করিবে। যদি গুরুর অভাব হয়, তবে সর্ব্বজীবের হিতকারী, বহুগুণসম্পন্ন সদ্‌-ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চারণ করাইবে।

গুরু সমীপে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঐ মন্ত্র পুরশ্চারণ দ্বারা সিদ্ধি করিতে হয়। গ্রহণ ভিন্ন অন্য সময়েও পুরশ্চারণ হইতে পারে!

জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চারণ মুচ্যতে ॥

(যোগিনী হৃদয় তন্ত্র)

সঙ্কল্প কালে সাধকের নিজের গোত্র ও নাম এবং অমুক দেবতা-স্থলে ইষ্ট দেবতার নাম ও অমুক মন্ত্রস্থলে নিজ ইষ্টমন্ত্রের উল্লেখ করিতে হয়।

বহুশত সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সমফল প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

যে পর্য্যন্ত মুক্তি দর্শন না হয়, সে তাবৎ কাল সমাহিত (নিস্পাদিত) ও একাগ্র চিত্তে যথাবিধি মন্ত্র জপ করিবেন।

মুক্তি দর্শনের পর পুনরায় মুক্তিস্নান করিয়া, পরে যথাসাধ্য দান ধর্ম্মাদি করিতে হয়।

মুক্তি স্নান মন্ত্র।

মন্ত্রঃ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহোত্যজ্যতাং চন্দ্র বা সূর্য্যসঙ্গমঃ। কর্ম্মচাণ্ডাল যোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

ব্রহ্মপুত্র-স্নানবিধি।

চৈত্র শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে হয়। সঙ্কল্প—ওঁ বিষ্ণুঃ ইত্যাদি শ্রীঅমুকঃ—মোক্ষপ্রাপ্তিকামো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে। পরে মন্ত্র পড়িবে, যথা,—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র! মহাভাগ! শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত! পাপং লৌহিত্য! মে হর॥

অর্থ—হে শান্তনুকুলনন্দন! অমোঘাগর্ভসম্ভূত! মহাভাগ লোহিত্য! ব্রহ্মপুত্র নদ! আমার পাপ হরণ কর।

গঙ্গাসাগর স্নান।

সঙ্কল্পের সমস্ত মন্ত্র বলিয়া শেষে মোক্ষপ্রাপ্তিকামো গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে বলিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—

+ গ্রহণকালে সর্ব্ববিধ অশৌচেই (রজস্বলা অবস্থায়) স্নান ও তর্পণ করা যায়। কিন্তু দান ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। ক্ষতাশৌচে দান ও শ্রাদ্ধ করা যায়। যাঁহাদের গ্রহণ দেখিতে নাই, তাঁহারা কেবল মুক্তিস্নান করিবেন, সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে ৪ প্রহর ও চন্দ্র গ্রহণের পূর্ব্বে তিন প্রহর উপবাসী থাকিতে হয়, বালক, বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে গ্রহণের পূর্ব্বে ৬ দণ্ড মাত্র উপবাস করিলেই হয়। শাস্ত্রে বলে, গ্রহণকালে সকল জলই গঙ্গাজলতুল্য।

মুক্তিস্নানের মন্ত্রের অর্থ—হে রাহু! উঠ, চলিয়া যাও, সূর্য্যের বা চন্দ্রের গ্রাস পরিত্যাগ কর। (তুমি পৃথিবীর ছায়া) চণ্ডাল বলিয়া খ্যাত, তোমার সম্পর্কে আমার কুকর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। (পৃথিবীতে জন্মিয়া লোভবশে নানা কর্ম্ম করিতেছি) তুমি আমার পাপ ক্ষয় কর, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সূর্য্য বা চন্দ্রের আবরণ ঘুচাইয়া আমার কর্ম্ম নষ্ট করিয়া দাও।

ত্বং দেব ! সরিতাং নাথ ! ত্বং দেবী ! সরিতাং বরে ।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥

অর্থাৎ হে দেব ! হে নদীনাথ ! হে দেবি ! হে নদীশ্রেষ্ঠ ! আপনাদিগের সঙ্গমস্থানে স্নান করিয়া আমি নিষ্পাপ হই।

দশহরা স্নান।

পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া শেষে—"দশজন্মার্জ্জিত-দশাবরপাপ-ক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" বলিবেন।

স্নান মন্ত্রান্তে, মার্জ্জনের পূর্ব্বে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

(দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, কিম্বা যদি ঐ দিনে মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে বিশেষ বিধান হইবে)

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈ বা বিধানতঃ ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্‌ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥
পরদ্রব্যেম্ব ভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং ।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং ॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি ।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে ॥

অর্থ—কেহ কোন বস্তু দান না করিলে তাহা গ্রহণ করা, অন্যায় প্রাণিহিংসা, পরদারগমন এই তিনপ্রকার কায়িক পাপ। অপ্রিয়-বাক্য, মিথ্যাকথন, স্বীয় দোষ গোপন জন্য মিথ্যা কথন, অপ্রয়োজনীয়

বাক্য ব্যবহার এই চারিপ্রকার বাচিক পাপ। পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা, মনে মনে পরের অমঙ্গল চিন্তা, বৃথা কার্য্যে মনোযোগ এই তিনপ্রকার মানসিক পাপ। হে বিষ্ণুপদোদ্ভবে জাহ্নবি দেবি! তোমার জলে আমি স্নান করিলে আমার এই দশপ্রকার পাপ যেন মোচন হয়। পরে গঙ্গার যে অবগাহন মন্ত্র এই গ্রন্থে আছে তাহা পাঠ করিতে হয়।

গোবিন্দ দ্বাদশী স্নান।

পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিতে হয়।

মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে।
গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি॥

মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান।

পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্পাদি করিয়া, এই বিশেষ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিতে হয় যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেবমাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যস্য মাঘে পাপবিনাশনং॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদো ভব॥
ওঁ দিব্যকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুদেবং মাঘস্নানং মহাব্রতং॥

তথাপাদ্মে স্বর্গলোকে চিরংবাসো যেষাং মনসি বর্ত্ততে।
মন্ত্রকাপি জলে তৈস্তু স্নাতব্যং মৃগভাস্করে॥

অর্থ—হে মাধব! এই পবিত্র মাঘ মাস ব্যাপিয়া আমি তীর্থের জলে প্রত্যহ স্নান করিতেছি। হে ভগবন্ হরি! প্রসন্ন হও। দুঃখ ও দরিদ্রতামোচনের জন্য এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য আমি মাঘ মাসে পাপনিবারক প্রাতঃস্নান করিতেছি। হে অচ্যুত! হে মাধব! হে গোবিন্দ! মাঘমাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে এই স্নান করায় আমার প্রতি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হও।

কার্ত্তিক মাসের প্রাতঃস্নান।

পূর্ব্বকথিতরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্নানমন্ত্র পাঠ করতঃ শেষে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়াসহ॥

অর্থাৎ হে জনার্দ্দন! হে দেব দেব! হে দামোদর! লক্ষ্মীর সহিত তোমার প্রীত্যর্থে আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করি।

বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নানের মন্ত্র—ওঁ বৈশাখেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন। প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ।

বারুণী স্নান।

গৌণ চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র পাইলে বারুণী হয়। শনিবারে বারুণী হইলে তাহাকে মহাবারুণী বলে। মহাবারুণীতে শুভযোগ পাইলে মহামহাবারুণী হয়। (বারুণীতে)

বিষ্ণুরোমিত্যাদি শতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্র শ্রী অমুক—বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (মহাবারুণীতে) বিষ্ণুরোমিত্যাদি ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক—বহুকোটি-সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (মহামহাবারুণীতে) বিষ্ণুরোমিত্যাদিং ত্রয়োদশ্যা তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক—ত্রিকোটি কুলোদ্ধারণকা... গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। (অন্য রাত্রিবাপি স্নানং)

অর্দ্ধোদয় স্নান।

পৌষ অথবা মাঘ মাসের অমাবস্যার দিবাভাগে রবিবার, শ্রবণা নক্ষত্র ও ব্যতীপাত যোগ হইলে, তাহাকে অর্দ্ধোদয় যোগ কহে। ঐ দিনে সমস্ত জলাশয়েব জলই গঙ্গাজলসদৃশ, সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম-তুল্য এবং সকল দানই সেতুদানতুল্য হইয়া থাকে। ঐ দিনে স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণপক্ষে রবিবারাধিকরণব্যতীপাতযোগ শ্রবণা নক্ষত্রা দ্বিতীয়ায়াং অমাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়ে অমুক গোত্র শ্রীঅমুক—কোটীসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে (গঙ্গা হইলে গঙ্গায়াং) স্নানমহং করিষ্যে।

মাকরীসপ্তমী স্নান।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরীসপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, দেবী বা দাস কি দাসী ইত্যাদি সঙ্কল্পে বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল

প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সাতটি কলাপাতা ও সাতটি আকন্দ পাতা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়। যথা,—

ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোকঞ্চ মাকরী মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

পরে সূর্য্যোদয়ে সাতটি করিয়া আকন্দ ও কুল পত্র লইয়া তাম্র পাত্রস্থ পুষ্পদূর্ব্বাযুক্ত অর্ঘ্য (আতপ চাউল) "বিষ্ণুরোমিত্যাদি আয়ুরারোগ্য-সম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যদানমহং করিষ্যে।"

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়। তৎপরে ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তমীকে। সপ্তবাহৃতিকে দেবী নমস্তে রবিমণ্ডলে। এই মন্ত্রে মাকরীর বিশেষার্ঘ্য দান করিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম।" এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রণামানন্তর মাকরীর বিশেষ প্রণামমন্ত্র যথা—

"ওঁ সপ্তসপ্তি বহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

এই সকল কাম্যতীর্থ স্নানাদি মাতা, পিতা ভ্রাতা, স্ত্রী, সুহৃদ গুরু প্রভৃতির উদ্দেশে স্বীয় স্নানানন্তর করিলে তাঁহাদিগের স্বয়ং কৃত স্নানে অষ্টভাগৈক ভাগ ফল লাভ হয়। না করিলে তাঁহারা স্নান-ফল হরণ করেন।

তুলসীচয়নাদি বিধি।

পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে। তৈলাভ্যঙ্গে তথাস্নাতে মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যয়োঃ। অশুচ্যাশৌচকালে চ রাত্রিবাসোঽনিতে তথা। তুলসীং যে চ ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ।

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও রবিসংক্রমণে, তৈল মাখিয়া অস্নাত অবস্থায়, রাত্রিতে, উভয় সন্ধ্যাকালে, অশুচি অবস্থায়, অশৌচকালে এবং রাত্রিবাসবস্ত্রে তুলসীচয়ন করিতে নাই।

পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্নশাখা যদা ভবেৎ।
তদা হৃদি ব্যথা বিষ্ণোর্দ্দীয়তে তুলসীপতেঃ॥

তুলসী পত্র চয়নকালে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করা হয়।

করতালত্রয়ং দত্বা চিনুয়াত্তুলসীদলম্।
যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্যা দ্বিজসত্তম॥

বারত্রয় করতালি দিয়া তুলসীর শাখা কম্পন না হয়, এমন ভাবে বামহস্ত দ্বারা শাখা ধরিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা মঞ্জরীবৃন্ত সহ তুলসীপত্র চয়ন করিবে।

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ!
সোঽপরাধী ভবেন্নিত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অস্নাত অবস্থায় তুলসী চয়ন করিয়া যে ব্যক্তি পূজা করে, সে অপরাধী হয়, এবং তাহার সমস্ত পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব স্নান করিয়াই তুলসী চয়ন করিবে।

তুলসীচয়নমন্ত্র—ওঁ বা নমঃ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে। কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে। ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্। তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি।

তুলসীস্নানমন্ত্র—ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং জগচ্চৈতন্যকারিণীম্। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

তুলসীপ্রণাম—ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ। বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥

তুলসীর স্তব—ওঁ তুলসি সর্ব্বভূতানাং মহাপাতকনাশিনি। অপবর্গপ্রদে দেবি বৈষ্ণবানাং প্রিয়া সদা॥

সত্যে সত্যবতী চৈব ত্রেতায়াং মানবী তথা। দ্বাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ।

ইতি স্তোত্রং।

বিল্বপত্র চয়নাদি বিধি।

চয়নমন্ত্র—ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো। মহেশপূজানার্থায় ত্বৎপত্রানি চিনোম্যহম্॥

জলদান মন্ত্র—ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোহসি সদা বিজয়বর্দ্ধন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় স্নাপয়ামি শিবপ্রিয়।

প্রণামমন্ত্র—ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্বরূপ নমোহস্তুতে॥

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদানমন্ত্র।

ওঁ চক্ষুস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্
শত্রুণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশুমে।
অশ্বত্থরূপন্ ভগবন্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।

প্রণাম—ওঁ অগ্রে ব্রহ্মা মূলে বিষ্ণুঃ শাখায়াঞ্চ মহেশ্বরঃ। পত্রে দেবগণাঃ সর্ব্বে বৃক্ষরাজ নমোস্তুতে।

শিব পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল ও কলা ইহাকে শৈবগন্ধ কহে।

দ্রোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, ধুস্তুর, আকন্দ, তগর, মল্লিকা, যূথিকা, কুমুদ, কেতকী, রক্তপদ্ম, বনজাত পুষ্প, চম্পক ও বিল্ব পত্রাদি শিব পূজায় প্রশস্ত।

বিষ্ণু পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প।

শ্বেতচন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেনার মূল, দেবদারু, কুড় ও জটামাংসী। এই সমস্ত গন্ধ বিষ্ণু পূজায় দিবে।

মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, করবীর পলাশ, নাগকেশর, বক, তগর, শ্বেতজবা, ভূমিচম্পক, অতসী, শেফালিকা, যূথিকা, কুন্দ, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরুবক, কহ্লার ও বাকস পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত।

শক্তি পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প।

শ্বেত চন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর, শঠি, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঁটিয়ালা।

কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, কুন্দ, শেফালিকা, শ্বেত দ্রোণ, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও শুক্ল করবীর এবং কৃষ্ণ ও শুক্ল অপরাজিতা শক্তিপূজায় প্রশস্ত। শেষোক্ত পাঁচটিকে যন্ত্রপুষ্প কহে।

দেবতা বিষয়ে বর্জ্জনীয় পুষ্পাদি।

গণেশকে তুলসী, কৃষ্ণকে রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র ও বিল্বফুল দিবে না। শিবকে শেফালিকা, জবা, কুন্দ, জাতী, মালতী এবং গর্ভযুক্ত দুর্ব্বা দিবে না কিন্তু মৃন্ময় শিব পূজায় দেওয়া যাইতে পারে। পরন্তু ভক্তিমান্ সাধক সকল পুষ্পই দেবতাকে দিতে পারেন, তাহাতে দোষ নাই।

তর্পণ বিধি।

তর্পণ দুই প্রকার, প্রধান ও অঙ্গ।

যে তর্পণ পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত, তাহাকে প্রধান তর্পণ বলে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে যে তিনপ্রকাম স্নানাঙ্গ তর্পণ আছে, তাহাকে অঙ্গতর্পণ বলে। স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলে পৃথক্ আর প্রধান তর্পণ করিতে হয় না। নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য তর্পণ করিলে পুনর্ব্বার নিত্য তর্পণ করিতে হয় না। কিন্তু এক দিনে বহুতীর্থ বা গ্রহণাদি জন্য অনেকবার স্নান করিতে হইলে প্রত্যেক স্নানেই তর্পণ করা বিধেয়; কিন্তু অশুচিস্পর্শনিমিত্ত স্নানে তর্পণ করিতে হয় না।

অনুপনীত দ্বিজাতি, অসংস্কৃত অপর জাতি, জীবৎপিতৃক এবং স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই; কেবল প্রেততর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু বিধবা স্ত্রী পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রহীন, স্বামী শ্বশুর ও আর্য্য শ্বশুরেব তর্পণ করিতে পারেন।

স্নানের পর তর্পণ করাই বিহিত কিন্তু প্রাতঃস্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইবার সম্ভব হইলে অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার তর্পণ করিবে; স্নান না করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় প্রধান তর্পণ করিবেন।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় তর্পণ করিতে হইলে সামবেদীয়গণ সূর্য্যোপস্থানের পর, ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ সূর্য্যোর্ঘ্যের পূর্ব্বে তর্পণ করিবেন।

জলে আর্দ্র ও স্থলে শুষ্ক বাস পরিধান করিয়া তর্পণ করিবেন; শুষ্ক বাসে তীরে বসিয়া একপদ জলে ও অপরপদ স্থলে রাখা শাস্ত্র সঙ্গত।

স্বর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরী দক্ষিণ করের অনামাতে ধারণ করিয়া তর্পণ করিতে হয়। একহস্তে তর্পণ করিতে নিষেধ। যব ও ত্রিপত্র (বেলপাতা) দ্বারা দেবতর্পণ এবং তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃতর্পণ কর্ত্তব্য।

তন্ত্র উক্ত নিষেধঃ।

রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্॥

সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্॥

নিষেধঃ সত্ত্বেঽপি কুর্য্যাৎ—।

তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্॥

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী দ্বাদশী ও সংক্রান্তিতে এবং জন্মদিনে ও শ্রাদ্ধদিনে তিল দিয়া তর্পণ না করিয়া কেবল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু গঙ্গাদি তীর্থ-স্থানে ও যুগাদ্যাদিতিথিবিশেষে তিল দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে।

তিলের অভাবে সুবর্ণ বা রজত (স্বর্ণ বা রৌপ্য) স্পৃষ্ট অর্থাৎ তর্পণের জলে সংলগ্ন করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। তদভাবে কুশাদি সংলগ্ন জলে বা কেবল মাত্র মন্ত্র পাঠ দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে।

বামহস্তে লোমরহিত স্থানে বা বস্ত্রাচ্ছাদিত বাম বাহুতে তিল রাখিতে হয়। এবং তাম্র, স্বর্ণ রৌপ্য, যজ্ঞ ডুম্বুর কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র ও গণ্ডারের খড়্গা পাত্র দ্বারা পিতৃতর্পণ প্রশস্ত।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তিল গ্রহণ করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, তর্পণ জলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইবে, তৎকালে বামহস্তাদিতে তিল স্থাপনের আবশ্যক হয় না।

ইষ্টকরচিত স্থানে, অমুৎসৃষ্ট জলাশয়ের জলে, বৃষ্টিজলসম্পর্কীয় জলে ও ব্রাহ্মণের, অপর জাতির আনীত জলে তর্পণ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু গঙ্গা জলে তাহা নহে।

সামবেদীয়তর্পণম্।

তীর্থ—আবাহন।

প্রথমতঃ বারত্রয় আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী (যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া) ও দক্ষিণাস্য হইয়া, করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবেন, যথা——

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবান্ত্বিহ॥

তৎপরে উপবীতী (যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধে রাখিয়া) হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বমুখে দেবতর্পণ করিবেন। দেবতীর্থ দ্বারা (একত্রিত তর্জ্জনী,

মধ্যমা, ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ) প্রত্যেক বার এক এক অঞ্জলি জল দিতে হয়। যথা——

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিবে, যথা——

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতশ্চ যে॥
তোষমাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া *॥

মনুষ্য তর্পণ।

তদনন্তর পশ্চিমাস্তে (পশ্চিম মুখে) নিবীতী (অর্থে মাল্যবৎ গলদেশ যজ্ঞসূত্র ধারণ) হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বারদ্বয় পাঠ করতঃ কায়তীর্থে দ্বারা (অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলপ্রদেশ দ্বারা) ক্রোড়াভিমুখে (কুব্জ বা বক্র) দুই অঞ্জলি জল দিবে। যথা——

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চ সুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥

---

*তৃপ্যতাং বা তৃপতু অর্থে-তৃপ্তিলাভ করুন। অর্থাৎ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ব্রহ্মা তৃপ্তিলাভ করুন ইত্যাদি। দেবতা, দক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপসরা, অসুর, ক্রূর জীব, সর্প, পক্ষী, বৃক্ষ, কুটিলগামী জীব, বিদ্যাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার জীব, পাপরত এবং ধর্ম্মরত যত জীব আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য এই জল প্রদান করিতেছি।

সর্ব্বৈতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।
ইতি বিপরীতক্রমেণ দ্ব্যঞ্জলি জলং দদ্যাৎ ॥ †

ঋষি তর্পণ।

তদনন্তর পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবীতী (যজ্ঞোপবীতধারী) অবস্থায় যথাক্রমে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পড়িয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ× দ্বারা এক এক অঞ্জলী জল দিবে। যথা—

ততঃ পুনঃ পূর্ব্বাভিমুখঃ প্রকৃতোত্তরীয়। ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং. ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং।

এই দশ মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল দৈবতীর্থ দ্বারা দিতে হইবে।

দিব্য পিতৃতর্পণ।

অনন্তর দক্ষিণাস্যে (দক্ষিণ মুখে) প্রাচীনাবীতী (যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া) হইয়া নিম্নলিখিত সাতটি মন্ত্র যথাক্রমে পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ যোগে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূলদেশ দ্বারা) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন, যথা—

---

† সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়া এবং পঞ্চশিখ এই সকল আচার্য্যগণ মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন, মরীচি ঋষি তৃপ্তি লাভ করুন ইত্যাদি। অত্রি অঙ্গিরা ইত্যাদি সকল গুলিই ঋষির নাম।

× একত্রিত তর্জ্জনী, মধ্যমা, ও অনামিকা এই অঙ্গুলি তিনটীর অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ।

ওঁ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোকদং তেভ্যঃস্বধা।
ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা।
ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভংঃস্বধা।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা।

যম তর্পণ।

অনন্তর (অর্থে পশ্চাৎ) নিম্নলিখিত মন্ত্রস্থ নামগুলির প্রত্যেকের যথাক্রমে অর্থাৎ পব পর—

"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এইরূপে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, অশক্ত হইলে বারত্রয় মন্ত্র পাঠ করতঃ অঞ্জলিত্রয় অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া যমতর্পণ করিবে।

পিতৃ-তর্পণ।

তৎপরে তর্পণ সমাপ্তিপর্য্যন্ত দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাবীতি (যজ্ঞোপবীত দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিয়া) হইয়া করপুটে "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং" এই মন্ত্র বলিয়া পিতৃগণের আবাহন পূর্ব্বক

পিতৃতীর্থযোগে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দ্বারা) নিম্নলিখিত প্রকারে গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই নয় জনের প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, মন্ত্রও যথাক্রমে বারত্রয় পাঠ করিবে। পরে এক এক বার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহী এই তিন জনকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোং	অমুক গোত্রঃ।	পিতা অমুক দেবশর্ম্মা।	তৃপ্যতা-মেতৎ।	সতিলো-দকং। তস্মৈ স্বধা। †
ওঁ বিষ্ণুরোং	,,	পিতামহঃ	,,	,,
,,	,,	প্রপিতামহঃ	,,	,,
,,	,,	মাতামহঃ	,,	,,
,,	,,	প্রমাতামহঃ	,,	,,
,,	,,	বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ	,,	,,

ওঁ বিষ্ণুরোং অমুক গোত্র, মাতা অমুকী দেবী, তৃপ্যতা-মেতৎ। সতিলোদকং তস্মৈস্বধা।

ওঁ বিষ্ণুরোং	,,	পিতামহী	,,	,,	,,
,,	,,	প্রপিতামহী	,,	,,	,,
,,	,,	মাতামহী	,,	,,	,,
,,	,,	প্রমাতামহী	,,	,,	,,
,,	,,	বৃদ্ধপ্রমাতামহী	,,	,,	,,

† গঙ্গাজলে তর্পণ করিলে "এতৎ সতিলগঙ্গোদকং" বলিতে হয়। অন্য জলে হইলে সতিলোদকং বলিতে হইবে। তিলবিহীন সাধারণ জলে তর্পণ করিলে "এতদুদকং তেভ্যঃ স্বধা" তিলবিহীন গঙ্গা জলে এতৎ গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা" বলিবেন।

পরে ঐরূপ নিয়মে বিমাতা, পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা খুড়া,) মাতুল-ভ্রাতা, ভগিনী, পিতৃষ্বসা (পিতার ভগিনী পিসী) মাতৃষ্বসা (মাতুলানী, পিতৃব্যস্ত্রী) "শ্বশ্রূঃ পূর্ব্বজপত্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ও সপিণ্ড প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী—এই দ্বাদশজনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়।

ভীষ্ম তর্পণ।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ *।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে †।

উক্ত মন্ত্রে ভীষ্মের উদ্দেশে পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে একবার জলাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদিন না করিলেও দোষ নাই। ব্রাহ্মণ পিতৃতর্পণের পরে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে এবং যমতর্পণের পরে ভীষ্মতর্পণ করিবেন। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল দিবেন, যথা—

---

* প্রবর সং স্ত্রীং, গোত্র ২। সন্ততি (পুত্র কন্যা ইত্যাদি) ৩। গোত্র প্রবর্ত্তক মুনি।

†বর্ম্মণ, মন্ ণ। সংস্কৃত—বর্ম্ম। লাটিন—আরমা। ইংরাজি—আরমার। স্পেন ও ইটালি Arma) পুং,—ক্ষত্রিয়ের উপাধি।

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥
ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥

অনন্তর রামতর্পণ করিতে হয়। নিম্নলিখিত মন্ত্রটি যথাক্রমে তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবেন যথা—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোঁকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্!
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যতু ভুবনত্রয়ম্ ॥

লক্ষ্মণ তর্পণ।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

উবরোক্ত মন্ত্র যথাক্রমে বারত্রয় (তিনবার) পাঠ সহকারে জলাঞ্জলি-ত্রয় প্রদান করিবেন।

বস্ত্রনিষ্পাড়নোদকে তর্পণ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল দ্বারা ভূমিতে একবার জল প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পাড়নোদকম্ ॥

পিতৃস্তুতি।

পরে পিতৃস্তুতি ও পিতৃনমস্কার করিতে হয় যথা—

ওঁ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতৃচরণেভ্যো নমঃ।

অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে সর্ব্বদেবতা প্রীত (সন্তুষ্ট) হন।

পিতৃনমস্কার।

পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

স্বর্গে যাঁহারা মূর্ত্তিমান্ ও শ্রাদ্ধভোক্তা, কাম্যফলপ্রার্থীদিগকে অভীষ্ট ফল যাঁহারা দান করিতে সমর্থ এবং নিষ্কাম ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি।

যজুর্ব্বেদীয়গণের ও অন্যান্য জাতির তর্পণ।

প্রথমে দুইবার আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী (যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া) ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া করযোড়ে,—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাণি চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

(সামবেদীয় তর্পণ দেখ) মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া "ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু" এই বাক্যে দেবগণের আবাহন করিবেন, পরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত চারিজনের প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু,
ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু।

তৎপরে "ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগাঃ" ইত্যাদি (সামবেদীয় তর্পণ দেখ) মন্ত্রে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবেন। তদনন্তর উত্তর মুখে নিবীতী হইয়া "ওঁ সনকশ্চ" ইত্যাদি (মনুষ্যতর্পণ দেখ) মন্ত্র বারদ্বয় অর্থাৎ দুইবার পাঠ করতঃ কায়তীর্থ (কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ) দ্বারা দুই অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক অর্থাৎ মনুষ্যতর্পণের ব্যবস্থানুযায়ী এই স্থানেও সেইরূপ মনুষ্যতর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী অবস্থায় ঋষিতর্পণ করিবে, যথা—

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু,
ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু,
ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু,
ওঁ নারদস্তৃপ্যতু।

এই বলিয়া দেবতীর্থ দ্বারা (পূর্ব্বে দেখ) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন।

তৎপরে দিব্য পিতৃতর্পণ। দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া—

ওঁ অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ
পিতরস্তৃপস্তু, ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু,
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনং
পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদ পিতরস্তৃপ্যন্তু,
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু।

এই নামগুলি তিন তিন বার পাঠ করতঃ পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও ও তর্জ্জনীর মূলদেশ) দ্বারা প্রত্যেককে তিন তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।

পরে—"ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি (এই গ্রন্থে যমতর্পণ দেখ) মন্ত্রে যথাক্রমে তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক যমতর্পণ করিতে হয়)

তৎপরে—পিতৃতর্পণ করিতে হয়, যথা—করপুটে "ওঁ পিতন্ আবাহয়িষ্যে" বলিয়া "ওঁ আবাহয়" বলিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতন্ হবিষেঽত্তবে ॥১॥

ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিস্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্ ॥২॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটী জলাঞ্জলি দিবে। যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে বারত্রয় পাঠ সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলিত্রয় দিতে হয়। যথা—

ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃকীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থতর্পয়ত মে পিতৄন্।

বিষ্ণুরোং অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মান্ (অপর জাতির পক্ষে অমুক দাস ইত্যাদি) তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা। গঙ্গাজল হইলে সতিল গঙ্গোদকং স্বধা। অপর জাতি হইলে বিষ্ণুরোং না বলিয়া "বিষ্ণুর্নমঃ" বলিবেন এবং স্বধা স্থলে "নমঃ" বলিবেন।

এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে গোত্র এবং নাম উচ্চারণ সহকারে তর্পণ করিবেন।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ করতঃ মাতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিতে হয়। যথা—

"ওঁ উর্জ্জং" ইত্যাদি (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দেখ) ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রে মাতঃ অমুকী দেবী (অপর জাতির পক্ষে অমুকী দাসী তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং নমঃ) তৃপ্যস্বৈতৎ সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা।

তৎপরে পিতামহী, প্রপিতামহীর উদ্দেশে পূর্ব্ববৎ অঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবেন এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন।

অনন্তর সামবেদীয় তর্পণের লিখিত নিয়মে ভীষ্মতর্পণ করিতে হইবে।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে তিন তিনবার পাঠ করতঃ তিন তিন অঞ্জলি জল দিবেন যথা,—

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥১॥

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২॥

পরে সামবেদীয় তর্পণের লিখিত প্রণালীতে রামতর্পণ, লক্ষ্মণতর্পণ ও বস্ত্র নিষ্পীড়োনোদকে তর্পণ করিয়া পিতৃস্তুতি পাঠ ও পিতৃনমস্কার করিতে হয়। অপর জাতি "ওঁ" এবং "স্বধা" স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন।

জপ নিয়ম।

স্ত্রী দেবতার জপ শক্তিমালাক্রমে ও পুরুষ দেবতার জপ শৈবমালা ক্রমে।

শক্তিমালা।

অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্বকনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং প্রজপেৎ সুসমাহিতঃ ॥

মানুষের আঙ্গুলের প্রতি সন্ধিস্থলে যে রেখা বা দাগ আছে, উহার দুই রেখার মধ্যস্থলকে এক এক পর্ব্ব বলে! প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া এইরূপ পর্ব্ব আছে।

অনামিকার দুই পর্ব্ব হতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, তারপরে অনামিকার অগ্র পর্ব্ব ও মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিবে।

শৈবমালা।

তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈক পর্ব্বিকা।
মধ্যমায়াদ্বয়ং - পর্ব্বং মেরুত্বেনোপকল্পিতম্ ॥

অনামিকার দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্বদ্বয়, তৎপরে তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিবে।

এই রূপে জপে দশসংখ্যক জপ হয়। এইরূপ দশগুণিতরূপে যত ইচ্ছা, ততসংখ্যক জপ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একবার এই প্রকার জপ সমাপ্ত করিলে দশবার জপ হইল, তাহার এক সংখ্যা রাখিয়া পুনরায় ঐরূপে দশবার জপ করিলে আর একটী সংখ্যা রাখিয়া, ক্রমে যত ইচ্ছা জপ করিতে পারে। এইরূপ জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য যে দ্রব্য অব্যবহার্য্য বা ব্যবহার্য্য তাহার বচন নিম্নে এই—

নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥

(তন্ত্রসার)

চাউল, হস্তপর্ব্ব, গাঁইট, ধান্য, পুষ্প, চন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা কবিবে না।

লাক্ষাকুশীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
বিলোভ্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥

লাক্ষা, কুশীদ, সিন্দুর, গোময় বা করীষক (শুষ্ক গোময়) দ্বারা গুটিকাদি প্রস্তুত করিয়া জপসংখ্যা রাখিবে।

অঙ্গুল্যগ্রে চ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসিন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপ করিবে না, অর্থাৎ নখস্পর্শ না হয়। মেরু-(জপের মালার গোড়ার বৃন্তমালা এবং হস্ত জপের অঙ্গুলির গোড়ার রেখা।) লঙ্ঘন করিয়া জপ করিবে না এবং পর্ব্বসন্ধিতে অর্থাৎ রেখাগুলিতে কদাচ জপ করিবে না, করিলে জপ নিষ্ফল হয়।

যথাশক্তি জপ লেখা থাকিলে দশ, অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শত কিম্বা সহস্র জপ করিতে হয়। জপের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহার চারিগুণ জপ করা বিধেয়। কারণ কলিতে চারিগুণ ব্যবস্থা আছে।

আটবার জপ করিতে হইলে নিম্নলিখিতক্রমে জপ করিতে হয়। দশসংখ্যক জপ করিয়া তৎপরে অষ্টসংখ্যক জপেও এই নিয়ম। যথা—

অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ ॥

অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিবে।

হৃদয়ে হস্তমাধায় তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া চিৎ-ভাবে হৃৎপদ্মে ঐ হাত রাখিয়া এবং বাম হাত দক্ষিণ হাতের তলদেশে ঐরূপ ভাবে দিয়া অঙ্গুলিগুলি বক্রভাব করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের অপর্ব্ব দ্বারা জপ করিবে। জপের সময় বস্ত্রদ্বারা উভয় হস্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে।

জপকালীন দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র অতি স্পষ্টভাবে যথাবিধি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া অন্যের অশ্রুতরূপে জপ করিবে,

ইহার নাম উপাংশু জপ। মানস জপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। জপকালে কোনপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, দাঁত বাহির করা, অন্যদিকে মন দেওয়া, হাঁচি কি কাসি, কথা কহা, ক্রোধ, মোহ, নিদ্রাকর্ষণ, থুথুফেলা, হাইতোলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থা হইলে, বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় জপ করিতে হয়।

গায়ত্রী জপ করিতে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তা। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—পরমব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করা অসম্ভব, অতএব মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে, তাদৃশ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্তব্য সেই ব্রহ্মবস্তুকে ধরিতে হইবে। তাহা কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, অতএব সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের অবলম্বনে তাহাকে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণীরূপে আরাধনা করিতে হইবে। সূর্য্যমণ্ডল, ব্রহ্মবিভূতির পূর্ণ বিকাশ, সুতরাং সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে সেই ভাবেরই বিজৃম্ভণ (ইচ্ছা, বিকাশ) হইয়া থাকে *।

জপ সমর্পণ।

জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ॥
দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ॥

প্রাগুক্ত † প্রকারে জপ করিয়া গন্ধাক্ষত ও কুশোদক দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ স্ত্রীদেবতার বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে।

---

* যে প্রকৃতি ও রূপ স্থিরচিত্তে ধ্যান করা যায়, জীব সেই প্রকৃতিগত তেজঃ অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়।

† পূর্ব্বোক্ত বা পূর্ব্বোল্লিখিত।

আর পুরুষদেবতার দক্ষিণহস্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যজল দ্বারা জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

"সুরেশ্বরি" স্থলে 'মহেশ্বরি" আদিও বলা যায়। আর পুরুষদেবতা হইলে "গোপ্ত্রী ত্বং" স্থলে "গোপ্তা ত্বং "মে দেবি" স্থলে "মে দেব" "সুরেশ্বরি" স্থলে "সুরেশ্বর" "মহেশ্বর" আর বিষ্ণুবিষয়ে "জনার্দ্দন" বলিবে।

প্রণামবিধি।

অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই দেবপূজায় প্রশস্ত। পূজান্তে এইরূপ প্রণাম করিতে হয়। পূজাকালে আসনোপবিষ্ট পূজক করযোড়ে প্রণাম করিবে।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

(তন্ত্রসার)

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥

(তন্ত্রসার)

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষুঃ এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বিষ্ণুকে বামে, শক্তিকে এবং শঙ্করকে দক্ষিণে ও গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে। ইহার অন্যথায় প্রণাম নিষ্ফল হয়।

"জপস্যাদৌ তথাচান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥"

জপ করিবার আগে এবং জপের শেষে প্রাণায়াম করিতে হয়।

সন্ধ্যাবিধি।

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড ইহাই প্রাতঃকাল আর দিবসের শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম এক দণ্ড ইহাই সায়ংকাল। সূর্য্য যখন দিবসের মধ্যভাগে আসেন, তখন মধ্যাহ্নকাল। এই ত্রিকালে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়।

এইকাল অতীত হইলে, দশবার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সন্ধ্যা আচরণ করা বিধেয়। উপাসনার নাম সন্ধ্যা।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়াস্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ।

(যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

কেহ কেহ অষ্টম মুহূর্ত্তই সন্ধ্যার প্রশস্ত কাল বলেন। বিশেষ কোন কারণবশতঃ যদি দিবাবিহিত কর্ম্ম পতিত হয়, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম প্রহরে করিবে।

(রত্নাকর)

ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী পাঠ ইষ্টদেবতার নিকট শিক্ষণীয়।

সায়ংসন্ধ্যার নিষিদ্ধ দিন।

সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, এবং শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ ও জননমরণাশৌচ-দিবসে সন্ধ্যা করিবে না। কিন্তু দ্বাদশী আদিতে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বাধা নাই।

জপকালে নিষিদ্ধ বিষয়।

জপকালে কথা কহা, ক্রোধ, মোহ (দেহাদিতে আত্মাভিমান) হাঁচি, নিদ্রা, থুথু ফেলা, হাই তোলা ইত্যাদি নিষেধ। এরূপ অবস্থা হইলে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় জপ করিতে হয়। ছেঁড়া বা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিয়া জপ করিতে নাই।

জপকালে পট্ট (রেশমাদি) বস্ত্র ব্যবহার প্রশস্ত, অভাবে শুদ্ধ অর্থাৎ কাচা কাপড়ই প্রথা।

আসন নিয়ম।

কম্বলাসন, পট্টসূত্রনির্ম্মিত আসন ও শাস্ত্রীয় চর্ম্মাসন জপ পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত, এবং সেই সকল আসন কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ। কাম্য কর্ম্ম-সাধনে কম্বলাসন প্রশস্ত, তন্মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে কৃষ্ণসার (হরিণ, মৃগ) চর্ম্মাসন। মোক্ষ ও সম্পৎ কামনায় ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন এবং মন্ত্রসিদ্ধকামনায় ও জপ, পূজাদি কার্য্যে কুশাসন প্রশস্ত।

(হংসমহেশ্বর)

মন্ত্রসাধক ব্যক্তি চর্ম্মোপরি বস্ত্রাসন কিম্বা কুশাসনে কোন কোমল আসন কল্পনা করিতে পারেন।

(গৌতমীয় তন্ত্র)

সধবার পক্ষে কুশ, কেশে ও তিল ব্যবহার নিষেধ। সধবা স্ত্রী কুশ বা কেশের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বা এবং তিলের পরিবর্ত্তে যব ব্যবহার করিবে, কুশাসনে বসিবে না।

জপাসন পদ্ধতি।

সাধক বিধিবিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, একাগ্র চিত্তে কার্য্য করিবেন। শাস্ত্রে ৩২ প্রকার আসননির্ণয় আছে, যথা—

সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তানকূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ শলভ, মকর, উষ্ট্র ভূজঙ্গ এবং যোগ।

ইহার মধ্যে আট প্রকার আসন প্রধান, এস্থলে ঐ সকলের আলোচনীয় নহে, অর্থাৎ প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম না।

যাহা সচরাচর প্রচলিত ঐ দুইটী আসন নিম্নে রচনা করিয়া দিলাম, ইহার মধ্যে পদ্মাসনই প্রশস্ত।

পদ্মাসন,—উর্ব্বোরপরি বিন্যস্য সম্যক্ পদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যৎক্রমাত্ততঃ।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্।

দক্ষিণ উরুর উপরি দক্ষিণ পাদতল বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদাঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়।

স্বস্তিকাসন,—জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে।

দক্ষিণ জানু ও দক্ষিণ উরুর অভ্যন্তরে বাম পদতল এবং বাম উরু ও বাম জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাদ প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিলে স্বস্তিকাসন হয়।

প্রথমতঃ পদ প্রক্ষালনান্তে। • উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া আহ্নিক পূজাদি করা কর্ত্তব্য।

প্রাতঃসন্ধ্যা আহ্নিক পূর্ব্বাস্য (পূর্ব্বমুখ) ও সায়ং সন্ধ্যাদি বায়ু-কোণাভিমুখ হইয়া কার্য্য করা শাস্ত্রের নিয়ম। (পশ্চিম ও উত্তর উহার মধ্যস্থলকে বায়ুকোণ বলে)

আহ্নিক ক্রিয়া।

আহ্নিক অর্থে, দিবাকৃত্য। ক্রিয়া অর্থে সমাধি, উপায়, প্রয়োগ। প্রয়োগ অর্থে—প্রবৃত্তিদান বুঝায়। অতএব হিন্দুমাত্রেরই (মন্ত্রগ্রহণে) দিবাকৃত্য অর্থাৎ আহ্নিক করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই ক্রিয়ায় এমনই আকর্ষণশক্তি যে, ক্রমে ক্রমে যোগে বলীয়ান্ হইয়া দেহ রোগশূন্য, চিত্ত কলুষশূন্য এবং ইন্দ্রিয়াদি কামনাশূন্য হইয়া থাকে, তখন জীব ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। ফলতঃ ইহা পার্থিব উপায়ের পথ।

স্নান, সন্ধ্যা. পূজা, স্তোত্র (স্তব) পাঠ প্রভৃতি কার্য্য আহ্নিক মধ্যে পরিগণিত।

পূজা ত্রিবিধ,—মানস পূজা, আন্তর পূজা ও বাহ্য পূজা।

মহাসিদ্ধিকারী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী।
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্বজীবত্বপরিশোধিনী॥

বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী ॥
সর্ব্বদোষক্ষয়করী সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী ।
সর্ব্বরোগক্ষয়করী সর্ব্ববন্ধনমোচনী ॥

মানস পূজা মহাসিদ্ধিকরী এবং মুক্তিপ্রদায়িনী। আন্তর পূজা জীবত্বপরিশোধিনী অর্থাৎ জীবভাবকে শিবভাবে পরিণতকারিণী। আর বাহ্য পূজা রাজসী পূজা,—উহা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী, ভুক্তি মুক্তি প্রদা এবং সমস্ত বিপদনাশিনী, সর্ব্বদোষক্ষয়কারিণী সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী ও সর্ব্ববন্ধন মোচনকারিণী।

মানস পূজা।

বাহ্যপূজা ক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ ।
সংপূজ্য চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা ॥
তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যাগপ

(মুণ্ডমালা তন্ত্রে)

হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্ব্বক বাহ্য পূজার উপচার উপকরণাদি এবং উল্লিখিত ক্রম দ্বারা মানস পূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানস পূজা করিবে।

সংক্ষেপ সন্ধ্যাহ্নিক।

কোন কারণে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে অশক্ত হইলে তাহার ব্যবস্থা যথা—

সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যাম্মন্ত্রীহ্যশক্তিতঃ ॥
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ ॥
(গৌতমীয়ে)

সন্ধ্যায় অশক্ত হইলে আচমন, অর্ঘ্যদান, গায়ত্রীজপ ও মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল মাত্র ধ্যান * সহকারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

শিখাবন্ধন।

ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী পাঠ করতঃ এবং সকল জাতির স্ত্রী ও অপর জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন করিতে পারেন এবং ইষ্ট-দেবতার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া সকল জাতিই শিখা বন্ধন করিতে পারেন।

"সহস্রারে হুং ফট্

ইহা বলিয়াও শিখা বন্ধন করিতে পারেন। শিখাবন্ধনের অন্যরূপ মন্ত্র যথা—

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥

বিনা শিক্ষা বন্ধনে জপাদি করিতে নাই।
নিম্নলিখিত মন্ত্রে সকলকেই শিখা মোচন করিতে হয় যথা,—

* সং, ক্লীং, চিন্তা, একবিষয়ক জ্ঞানধারা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ। ২। যোগাঙ্গবিশেষ, অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত ধ্যেয় বস্তুর চিন্তন।

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥

তিলক ধারণ।

বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, পুণ্ড্র, অর্থে ফোঁটা।

উত্তর বা পূর্ব্বমুখে তিলক ধারণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র করিবেন। ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র। বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও শূদ্রের বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ গোলাকার তিলক ধারণ বিধেয়।

শক্তিপূজা বিষয়ে তিলক।

ললাটে রক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দন দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিতে হয়। এস্থলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তিলক ধারণ করিতে হয়।

তিলকের অন্যপ্রকার নিয়ম।

হৃদয়ে শ্বেতপদ্মাকার তিলক করিয়া, তন্মধ্যে "হুং" বীজ লেখা বিধেয় এবং উক্ত স্থানে রেণার ন্যায়, অন্য স্থানে বিন্দুর ন্যায় তিলক ধারণ বিধান আছে।

তিলক দ্রব্যকে ইষ্ট দেবতার পদরজোরূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিলক করিয়া অপরের অদৃষ্টরূপে তন্মধ্যে বীজমন্ত্র লিখিতে হয়।

তিলক ধারণের স্থান নিরূপণ।

ললাট, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণদ্বয়, বাহুমূলদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মস্তকাদি এই দ্বাদশ স্থানে তিলক করিতে হয়।

তিলক ধারণের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যথা,—

ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ, কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমং, বামবাহৌ বাসুদেবং, সব্যে দামোদরস্তথা নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব, মাধবং হৃদয়ে তথা, গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে, বামে চৈব ত্রিবিক্রমং, বিষ্ণুং বামকর্ণমূলে, দক্ষিণে মধুসূদনং, শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ, হরের্দ্বাদশনামানি পঠিত্বা তিলকানি তু যঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো নিত্যং স প্রেমভক্তিমাপ্নুয়াৎ।

(পদ্মপুরাণ)

বিষ্ণুপূজাবিষয়ে তিলক।

বৈষ্ণবগণকে বাহুতে বংশপত্রের ন্যায়, হৃদয়ে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় এবং অন্যান্য স্থানে তুলসীপত্রবৎ তিলক করিতে হয়। নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ললাটে ছিদ্রযুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয়।

শিবপূজাতে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কর্ত্তব্য। ত্রিপুণ্ড্র উর্দ্ধ পুণ্ড্রের সহিত ধারণ করিতে হয়। উহা সচ্ছিদ্র করিতেই হয়। কারণ সেই ছিদ্রই হরিমন্দির।

মতান্তরে তিলকধারণ-মন্ত্র।

কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।

(মৎস্যসূক্তম)

প্রকারান্তর তিলকধারণমন্ত্র।

ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্রবৎ।
হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চ সমুদ্দিশেৎ॥

(মৎস্যসূক্তম)

তিলক ধারণ ব্যতীত জপ, অধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি এবং পূজাদি কার্য্য ভস্মীভূত হয়।

পিতা বর্ত্তমানে কেবল ললাটেই তিলক করিতে হয়। ইহা সাধারণ বিধি ; কিন্তু দেবতাবিশেষে সর্ব্ববর্ণেরই সাধকই বিশেষ তিলকে অধিকারী।

চন্দনধারণ মন্ত্র।

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥

তিলক ধারণের বিধি।

অঙ্গুলি দ্বারা তিলকাদি করিতে হয়, কিন্তু যেন নখস্পর্শ না হয়। পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জ্জনী দ্বারা, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন।

তিলক করিয়া পরে হস্তকুশ উভয় অনামিকা অঙ্গুলিতে দিয়া প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া নারায়ণ সমীপে জানু মধ্যে হস্ত রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যজ্ঞভস্ম, চন্দন, গঙ্গামৃত্তিকা অথবা জল দ্বারা তিলক করা যাইতে পারে। এবং কোনমতে বিল্ব (মতান্তরে নিষিদ্ধ), তুলসী, পদ্ম, তমাল, নিম্ব, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ ঘষিয়া অথবা রোচনা, কুঙ্কুম ও গোময় দ্বারা তিলক হইতে পারে।

আচমন।

অর্থে—সং ক্লীং পূজাদি কর্ম্মের পূর্ব্বে বিন্দু বিন্দু জলপান পূর্ব্বক জল দ্বারা দেহ শোধন, অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্ব্বে হস্তদ্বারা মুখে তিনবার

জল দিয়া এবং দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড, (পিঠের শিরদাড়া) এই অষ্টাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা, ইহাকেই আচমন বলে।

(ইহার মতান্তরও দেখা যায়)

স্নানাদি দ্বারা শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছি, এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করিয়া উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করিতে হয়।

গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবে চ্চৈদ্রুধিরন্তু তৎ ॥

অর্থাৎ গরুর কাণের ন্যায় হাতের তেলো করিয়া একটি মাষকলাই, ডুবিতে পারে, এইরূপ জল গ্রহণ করিয়া আচমনের সময় তাহা পান করিতে হয়। ঐরূপ তিনবার ঐ পরিমাণ জল লইয়া, পান করিয়া আচমন করিতে হয়। অধিক বা অল্প জল না হয় অন্যথায় শোণিত পানের ফল হয়। (কুশের অগ্রভাগের চারি ফোঁটা জলে এক মাষকলাই ডুবিতে পারে।)

প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু দীক্ষিতম্।
সম্বৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ॥
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ ॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ ॥
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।
এবং কৃত্বা পয়ঃ পীত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শুচির্ভবেৎ ॥

(স্মৃতিঃ)

দুই পা এবং দুই হাত ধুইয়া, হস্তে মাষকলাই (ডুবে) পরিমাণ জল লইয়া তাহা দর্শন করতঃ তিনবার পান করিবে। পরে হাত ধুইয়া ফেলিয়া মস্তকে ও পদে জলের ছিটা দিবে, দক্ষিণ হস্তের বাঁকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলি মিলিত করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও পরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি মিলনে নাভিদেশ এবং হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করতঃ বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক শুচি হইবে।

অঙ্গুল্যগ্রে তীর্থং দৈবং স্বল্পাঙ্গুল্যোর্মূলে কায়ম্।
মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পৈত্রং মূলে ত্বঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মম্॥

—ইত্যমরঃ॥

সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশকে কায়তীর্থ কহে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পৈত্র তীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ কহে। আচমনসময়ে এই ব্রাহ্মতীর্থ জল লইয়া আচমন করিতে হয়। আচমনের জল পানকালীন যেন কোনরূপ শব্দ না হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ, তাহার পর অঙ্গুলিকে তর্জ্জনী, তাহার পর অঙ্গুলিকে মধ্যমা, তাহার পর অঙ্গুলিকে অনামিকা, এবং শেষ অঙ্গুলিকে কনিষ্ঠা কহে।

মতান্তরে আচমনবিধি।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা-পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।

এই মন্ত্র দ্বারা দুইবার আচমন করিতে হয় কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্ত্রী এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ওঁ স্থলে নমঃ বলিবেন।

তান্ত্রিক আচমন।

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই তিন মন্ত্র তিনবার করিয়া বলিয়া ঐ তিনবারই জল পান করিয়া আচমন করিতে হয়।

শাস্ত্রপ্রমাণ "বিপ্র" (যিনি বেদ পাঠ করেন) ঐ বিপ্র ভিন্ন অপরের প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" "স্বধা" "স্বাহা" প্রভৃতি উচ্চারণ অবিধেয়। চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইঁহারা ঐ প্রণবমন্ত্র স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যবিশেষে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিতে সকলেরই অধিকার আছে।

বিপ্র ভিন্ন চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্ত্রী এবং অন্যান্য জাতি সকলেই আচমনে দৈবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠে জলের ছিটা দিয়া "নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ" এইরূপ বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন্ যথা,—

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥
নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ॥

সামবেদীয় স্বস্তিবাচন।

স্বস্তি (মঙ্গল) বাচন (উচ্চারণ)।

সং, ক্রীং, মঙ্গল কার্য্যারম্ভে মঙ্গলকথন।

আচমনান্তে গুটিকতক আতপ তণ্ডুল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "নমঃ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি।"

এই মন্ত্র পাঠান্তে ঐ তণ্ডুলগুলি নিক্ষেপ করিবে। এবং কর-যোড়ে নমঃ সূর্য্যঃ সোম যমঃ কালঃ সন্ধ্যা ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনোদিক্ পতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিম্। নমঃ তৎ সৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

দিক্‌পাল।

ইন্দ্রোবহ্নিঃ পিতৃপতি নৈর্ঋতো বরুণোমরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ॥

অর্থ—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত এই দশ।

প্রত্যেক বার আতপ চাউল ছড়াইতে হয়; অভাবে গঙ্গাজল।

যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি তিনবার।

সঙ্কল্প বিধি।

প্রথম স্বস্তিবাচন। কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মাণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং তিনবার।

সন্ধ্যা আহ্নিক কালে আচমন করিয়া পর পর যাহা যাহা করিতে হয় তাহার প্রমাণ।

আচম্য দ্বারদেশে তু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ।
লিপিঋষ্যাদিবিন্যাসো মূলেন করশোধনম্॥

করব্যাপকবিন্যাসং কৃত্বাঙ্গানি নসেৎ সুধীঃ।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা॥

ধ্যাননিষ্ঠৈস্তৈবপূজা জপশ্চ কালিকার্চ্চনম্।
অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং যজনক্রমঃ॥

উপচারৈঃ ষোড়শকৈস্তন্তুবেৎ পূজনং মহৎ।
নিত্যে দশোপচারৈশ্চ পঞ্চ বা কারয়েৎ সুধীঃ॥

---

* সঙ্কল্পে তিন প্রকার মাস ব্যবহৃত হয়, সৌর, মুখ্য চান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর; শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য চান্দ্র। কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণ চান্দ্র। বিবাহাদি সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে সৌর এবং রাশ্যোল্লেখ করিতে হয়।

সঙ্কল্পেই হরিতকীই শ্রেষ্ঠ, তাহার অভাবে রম্ভা দিবে কিন্তু সুপারি কদাচ দিবে না।

অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ।
তদভাবে যজেৎ পত্রৈস্তণ্ডুলেন জলেন বা॥
মানসীং তদভাবেন পূজাং ন লঙ্ঘয়েৎ ক্বচিৎ।

অর্থাৎ "বাহ্য পূজার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিত্য পূজায় আচমন, সামান্যার্ঘ, মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, হস্ত শোধন, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, দ্বিগ্বন্ধন, প্রাণায়াম, দেবতা ধ্যান, দশোপচারে, পঞ্চোপচারে, তদভাবে গন্ধপুষ্পে, কেবলমাত্র পুষ্পে এবং নিতান্ত অভাবে পত্রদ্বারা, তণ্ডুল (আতপ চাউল) দ্বারা অথবা জল দ্বারা পূজা হইতে পারে, তাহারও একান্ত অভাবে মনে মনে পূজা করিবে। ফলতঃ পূজাকার্য্য কোন দিবসই পরিত্যাগ করা না হয়।"

নিত্য পূজায় ঐ সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সর্ব্ব দেবতার পক্ষেই ঐ নিয়ম। অতএব ঐ অনুষ্ঠানগুলি যেরূপভাবে করিতে হয়, তাহা পর পর বিশদভাবে লিখিত হইল।

আসন অর্থাৎ পদ্মাসনাদি উপবেশন বিন্যাসনিয়ম, শিখাবন্ধন, তিলক ও আচমনাদি ব্যবস্থা এই গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

সামান্যার্ঘ্য।

ত্রিকোণবৃত্তভূবিশ্বমণ্ডলং রচয়েৎ ততঃ।
আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ॥
অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ।
নিক্ষিপেৎ তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু॥
দর্শয়েৎ ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের প্রণালী এই, নিজের সম্মুখে মাটিতে একটু জলের ছিটা দিয়া তাহার উপরে ত্রিকোণবৃত্ত ভূবিম্ব * লিখিয়া "আধার শক্তয়ে নমঃ" এই বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তাহার পূজা করিবে। পুষ্পের অভাবে আতপ তণ্ডুল, তদভাবে কেবল জল দ্বারা উহা পূজা করিতে হয়। পরে তাহার উপর "ফট্" এই মন্ত্রে কোশা বা অন্য জলপাত্রে পূজার জল রক্ষিত করিবে। এবং ধৌত করিয়া স্থাপন করতঃ "নমঃ" মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে জল পূর্ণ করিবে। সেই জলে অঙ্কুশমুদ্রা—

জলশুদ্ধি।

অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে (দক্ষিণ হস্তকে। মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, উহা হইতে মধ্যমাকে সবলভাবে ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে বক্রভাবে বাহির করিবে) ও তর্জ্জনীর অগ্র দ্বারা ঐ জল আলোড়ন অর্থাৎ নাড়াচাড়া পূর্ব্বক,—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি,
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তীর্থ আবাহন করতঃ, তাহার পর ঐ জলে প্রণব অর্থাৎ " ওঁ " এবং সকল জাতির স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র " নমঃ " মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া এবং " বং " এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইবে।

---

*পৃথিবীর বাহ্য আকার গোলাকার, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের মতে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আকার ত্রিকোণ; এই ত্রিকোণ আকারের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহা কল্পান্তকালস্থায়ী এবং আধারশক্তি, আকর্ষণশক্তি ও জননশক্তি তাহাতেই অবস্থিত। তাহার জ্ঞাপক বীজ "হ্রং"

ধেনুমুদ্রা,—হাত জোড় করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া, দক্ষিণ তর্জ্জনী বাম মধ্যমাতে এবং বাম কনিষ্ঠা, দক্ষিণ অনামিকাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা, বাম অনামিকাতে যোগ করাকে "ধেনুমুদ্রা কহে।" ঐ কোশাস্থিত জলের উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া পরে,—

মৎস্যমুদ্রা,—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে বাম হস্তকে অধোমুখে ধরিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া রাখিবে। উহাকেই মৎস্যমুদ্রা কহে। মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করতঃ তদুপরি দশধা বা অষ্টধা প্রণব * জপ করিয়া ঐ জল তিনবার ভূতলে ছিটাইয়া আপন মস্তকে ও সমুদয় পূজোপকরণে ছিটাইয়া দিবে।

দ্বারদেবতাগণের পূজা।

দ্বারমর্ঘ্যাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ।
ঊর্দ্ধোড়ুম্বরকে বিষ্ণুং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্॥
ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্যতঃ।
পার্শ্বদ্বয়ে তথা গঙ্গাযমুনে পুষ্পবারিভিঃ॥
দেহল্যামর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতিক্রমাৎ॥

অর্ঘ্যজলে পূজাগৃহদ্বার অভ্যুক্ষণ † করিয়া চতুর্দ্বারস্থ দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

---

* প্র—নু স্তুতিকরা + অ (অল্)—ন) সং, পুং, ঈশ্বরের গূঢ় নাম ওঁকার। শিং—১ "ঈশ্বরস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ২। আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব।" ২। সামবেদের অবয়ববিশেষ। ৩। বিষ্ণু।

† —কোন বস্তুর উপর জল ছড়ান।

বিষ্ণবে নমঃ, মহালক্ষ্মৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, বিঘ্নায় নমঃ, ক্ষেত্রপালায় নমঃ, যমুনায়ৈঃ নমঃ, অস্ত্রায় নমঃ।

ত্রিপুরা দেবীর পূজায় বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা আছে। যথা—(ত্রিপুরা দৌ।) গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকং তথা। গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ।

যাঁহারা ত্রিপুরা দেবীর পূজা করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবেন ; যথা—গণেশায় নমঃ, ক্ষেত্রপালায় নমঃ, যোগিন্যৈ নমঃ, বটুকায় নমঃ, গঙ্গায়ৈ নমঃ, যমুনায়ৈ নমঃ, লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ।

বিষ্ণুপূজায় দ্বারদেবতা বিভিন্ন। যথা,—(বৈষ্ণবাদৌ।) নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডোবল এব চ। প্রবলো ভদ্রনামা চ সুভদ্রো বিঘ্নবৈষ্ণবাঃ।

বিষ্ণুপূজা করিতে নিম্নলিখিত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে হয়। যথা,—

নন্দায় নমঃ, সুনন্দায় নমঃ, চণ্ডায় নমঃ, প্রচণ্ডায় নমঃ, বলায় নমঃ, প্রবলায় নমঃ, ভদ্রায় নমঃ, সুভদ্রায় নমঃ, বিঘ্নবৈষ্ণবায় নমঃ।

সংক্ষেপে পূজা করিবার প্রয়োজন হইলে সকলেই "দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে পারেন। এবং ইহার পর বিঘ্ন উৎসারণ করিতে হইবে।

বিঘ্ন উৎসারণ। অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। দিব্যামুৎসারয়েদ্‌বিঘ্নানস্ত্রায়েত্যন্তরীক্ষগান্‌। পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ॥ ততোঽক্ষতান্‌ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া। প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্বিঘ্নশান্তয়ে॥

বিঘ্ন উৎসারণের প্রণালী এই যে—

দিব্যদৃষ্টি দ্বারা * ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ গৃহাকাশ অবলোকন করিয়া "অস্ত্রায় ফট্‌" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে (ডাইন দিকে) মস্তকের চতুর্দ্দিকস্থ আকাশে জলধারা প্রদান পূর্ব্বক বাম পদের গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালী দ্বারা বাম দিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া সমস্ত বিঘ্ন বিনিবারিত অর্থাৎ সম্যক্‌ নিবারিত হইয়াছে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া "ফট্‌" মন্ত্রে সাতবার তণ্ডুলের উপর জপ করিয়া ঐ তণ্ডুল নারাচ-মুদ্রার দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক ছড়াইয়া দিবে।

নারাচ মুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগসংযুক্ত রাখিয়া, অপর অঙ্গুলি অর্থাৎ মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলি-ত্রয় বক্রভাবে অধোমুখ রাখিবে, ইহাকেই নারাচ মুদ্রা কহে। এবং তৎসময় এই বলিবে যথা,—

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।"

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বিকিরণ দ্রব্য ছড়াইয়া দিবে।

অন্য মতে—'অপসর্পন্তু তে' এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিতে তিন পদাঘাত করিয়া ও মস্তকের উপর তিনবার ফট্‌ মন্ত্রে করতালি দিয়া তুড়ি দ্বারা ভূতাপসারণ ও দশদিক্‌ বন্ধন করিতে হয়।

বিকিরণ দ্রব্য যথা—

লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদুর্ব্বাঙ্কুরাক্ষতাঃ।
বিকিরণেতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ॥

---

* দিব্যদৃষ্টি দেবচক্ষু দ্বারা দেখা। পলকহীন দৃষ্টি দেবদৃষ্টি।

দৈ, চন্দন, শ্বেতসরিষা, ভস্ম, দূর্ব্বা ধুনা, যব, তণ্ডুল, অথবা আতপ তণ্ডুল এই সমস্ত দ্রব্য বিকিরণ নামে অভিহিত। বিঘ্নাপসারণের জন্য ইহার যে কোন একটি দ্রব্য ছিটাইয়া দিতে হয়। ঐ সকল দ্রব্য অভাবে গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়। বিঘ্ন উৎসারণ বা বিঘ্নাপসারণ একই বিষয়।

অনন্তর আসনশুদ্ধ্যাদি করিতে হয়। কেহ কেহ বিঘ্নাপসারণের পূর্ব্বেও আসনশুদ্ধি করিয়া থাকেন।

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনম্।
অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ॥

আগে বিঘ্নাপসারণ করিয়া আসন কল্পনা করিবে, অথবা আসন শুদ্ধির পর বিঘ্নাপসারণ করিবে।

আসন গ্রহণ বা আসনশুদ্ধি।

কুশাসন কি কম্বলাসন অর্থাৎ যে আসনে সাধক বসিবেন, উহার একদিকে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে "হুং" এই বীজ লিখিবেন তৎপরে "হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে একটি চন্দনযুক্ত পুষ্প অথবা আতপ তণ্ডুল অভাবে কেবল জল প্রক্ষেপ (অর্থে ফেলা বা ছিটাইয়া দেওয়া) করিবে। (পুং দেবতা হইলে ত্রিকোণটি ঊর্দ্ধমুখ এবং স্ত্রীদেবতা হইলে অধোমুখ হইবে।)

তাহার পর—আসন ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে যথা,—

আসন মন্ত্র।

মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ। শ্রীকূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে (অধিষ্ঠানে উপবেশনে) বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথি্ব ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।

পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া—পুটাঞ্জলি হস্তে অর্থাৎ করজোড়ে—গুরুপঙ্‌ক্তির নমস্কার করিবে। যথা,—মস্তকের বামভাগে গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, * মস্তকের দক্ষিণভাগে গণেশায় নমঃ, মস্তক মধ্যে নারায়ণায় নমঃ, (অথবা মূল যে দেবতার পূজা করা হইবে) বলিয়া স্থান স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। পরে করশুদ্ধি কবিতে হয়। যথা,—

করশুদ্ধি।—তদর্থে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া (অভাবে জল) "ফট্" এই মন্ত্রে তাহা দুই হস্তেব তলে মর্দ্দন করিয়া বাম দিকে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সম্মুখে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উর্দ্ধে তিনটি তালি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে (ডাইন দিক্ হইতে) ক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে ছোটিকা (তুড়ি দ্বারা) দিশদিক্ বন্ধন পূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি কবিবে। (পূর্ব্ব অগ্নি দক্ষিণ, নৈঋ্ত, পশ্চিম, বায়ু উত্তর, ঈশান, উর্দ্ধ, অধঃ এ দশ) হস্ত শোধন বা করশুদ্ধি একই কথা।—

---

* গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু অর্থে অনেকে ভাবিয়া থাকেন, গুরুর গুরু পরম গুরু—ইত্যাদি, বস্তুতঃ তাহা নহে।

মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রার্ণাঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্তুং হি পরমেষ্ঠিগুরুস্ত্বম্। শিববাক্য।

যিনি মন্ত্রদাতা তিনি গুরু, মন্ত্রের বর্ণ সকল পরমগুরু; শক্তি পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠিগুরু শিব, অর্থাৎ মন্ত্রদাতা গুরু। বাঙ্‌ময় মন্ত্রবর্ণ পরম গুরু, প্রকৃতি পরাপর গুরু ও পুরুষ পরমেষ্ঠিগুরু।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি।

"রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া, আপনাকে বহ্নি-(অগ্নি) প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভাবনা করিবে। পরে নাসিকাদ্বয় টিপিয়া ধরিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া দেবতাকে (অর্থাৎ নিজ দেবতা) ভাবনা করিলেই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি * হয়। মন্ত্রচতুষ্টয় যথা,—

ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন
জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ১
ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা। ২
ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। ৩
ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস
জ্বল-জ্বল-প্রজ্বল-হংসঃ সোহহং স্বাহা। ৪

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
ভূতশুদ্ধিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥

অর্থাৎ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণাম্বুজ ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়।

---

* ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের দ্বারা দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পঞ্চভূতের শুদ্ধিবিধানকেই ভূতশুদ্ধি বলা হইয়া থাকে।

মাতৃকা ন্যাস।

সমস্ত জীব হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবে যে শক্তি নাই, তাহা মানুষে আছে, মানুষ বাক্‌শক্তির অধিকারী। এই বাক্‌শক্তিই সাধন-পথের অবলম্বন। অন্যান্য জীব ক্রমবিবর্ত্তবাদের পথে মানুষ হইয়া যখন এই বাক্‌শক্তির অধিকারী হইবে, তখন সাধন দ্বারা মুক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে। অন্যান্য জীবের যদিও শব্দশক্তি আছে তাহা অস্পষ্ট, কেবল সাঙ্কেতিক ধ্বনিমাত্র। যাহা হউক, যিনি এই মনুষ্যভাষার বা মানবীয় বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহারা বা যে ঐশী শক্তির অনুগ্রহে মানুষ ভাষা উচ্চারণে সমর্থ—শাস্ত্রে সেই শক্তি বা মহাদেবীকে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণময়ী মাতৃদেবীর সেই মহাশক্তি সরস্বতীর বিভূতিবিশেষ। মানবদেহের যেখানে যেখানে সেই বর্ণশক্তি, অর্থাৎ মাতৃকান্যাস, সেই সেই স্থলে পাপ বিনষ্ট হইয়া শব্দশক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—

মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপ-নিকৃন্তনীম্।
ঋষিব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে॥
দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবী ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥

মাতৃকান্যাস সর্ব্বপাপবিনাশকারী। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাতৃকা দেবী, বীজসমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ এবং শক্তি স্বরবর্ণ। ইহা দ্বারা সাধক ষড়ঙ্গবিন্যাস করিবে।

ভাষা এই ন্যাসের শক্তি ও বীজ। ভাষার উপাদান (অবলম্বন) বর্ণ,—মাতৃকাদেবী তন্ময়ী, কাজেই বীজ ও শক্তি বর্ণসমুদয়। মাতৃকা দেবীর ধ্যানেও একথা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। তাহার ধ্যান এই—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাংভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা-মাপীনতুঙ্গস্তনীম্ ।

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥

পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকা দেবীর মুখ, বাহু, চরণ, মধ্যকায় বক্ষঃস্থল বিভক্ত। ইঁহার ললাটে উজ্জ্বল চন্দ্র নিবদ্ধ আছে, স্তনদ্বয় অতি স্থূল, এবং চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যাধারণ করিয়াছেন,—এবম্ভূতা বিশদপ্রভা ত্রিনয়না বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি ।

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, মাতৃকাদেবী বর্ণময়ী বা বর্ণশক্তিস্বরূপিণী এবং তিনি বাক্যের দেবতা। অতএব শব্দশক্তির পূর্ণতা জন্য ও পূজাধিকার প্রাপ্তির জন্য ভূতশুদ্ধির পর মাতৃকান্যাসের বিধান প্রয়োজন। মাতৃকান্যাসের আন্তরিক অর্থ—সাধকের শরীরে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বর্ণরাশির ক্রমবিন্যাস অর্থাৎ ভাবময় বর্ণ সাজাইয়া দেওয়া ।

মাতৃকা ন্যাস করিতে প্রথমে ইহার ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। তদর্থে হাত যোড় করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ ও স্মরণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতাহলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ ।

অনন্তর ন্যাস করিতে হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ যে, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণসকল নিজ দেহের নিম্নোক্ত স্থানে পাঠ ও ভাবনা দ্বারা বিন্যস্ত করিতে হয়। যথা,—মাতৃকান্যাস।

মস্তকে—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ।

মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ।

হৃদয়ে—মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।

গুহ্যে—হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ।

পাদদ্বয়ে—স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

করন্যাস।

পর পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। করন্যাসে ও অঙ্গন্যাসে যেস্থানে যে প্রকার অঙ্গুলিবিন্যাস করিতে হয়, তাহা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস বিধানে লিখিত হইল। করন্যাসমন্ত্রযথা,—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্।
এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ।

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই মন্ত্রে করন্যাস হইল।

মতান্তরে করন্যাস।

"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ," বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দিবে। "নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা," "মং মধ্যমাভ্যাং বষট্" "শিং অনামিকাভ্যাং হুং," "বং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্," বলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির উপর দিবে। পরে "যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্," বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমাতে যোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে। পরে অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

আং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ।
ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা।
উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্।
এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং।
ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়া বৈষট্।
অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং
অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

মতান্তরে অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। "নং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক, "মং শিখায়ৈ বষট্," বলিয়া অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, "শিং কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহু, এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু, "বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসিকার মূলভাগ স্পর্শ করিবে। পরে "য় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে।

করন্যাস ও অঙ্গন্যাসে ব্রাহ্মণগণ ওঁ, নং, মং, শিং, বাং, য়ং, ইহাই বলিবেন এবং সকল জাতির স্ত্রী ও অপর জাতির উক্ত স্থানে যথাক্রমে শাং, শীং, শূং, শৈং শৌং, শঃ, বলিবেন।

"আচম্য দ্বারদেশে তু সামান্তার্ঘ্যা সমাচরেৎ" ইত্যাদি বচনপ্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, বর্ণ ন্যাস, ব্যাপকন্যাসাদি নিত্যপূজায় প্রচলিত নাই। মহাপূজায় ঐ সকল আবশ্যক হয়।

ঋষ্যাদি ন্যাস।

ঋষ্যাদি ন্যাস না করিয়া জপ পূজাদি করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। যথা,—

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিযোগমজানতাম্॥

ঋষিচ্ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া পূজাদি করিলে মন্ত্রের ফললাভ করা যায় না আর বিনিযোগের (প্রবেশন বা প্রবেশকরণ) অজ্ঞানে মন্ত্র দুর্ব্বল হয়। ঋষিচ্ছন্দ কি তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বায়ঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ।
গুরুত্বাম্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে।
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্তথা।
হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ।

যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি প্রথমে মহাযোগী মহেশ্বরের বদন হইতে যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি, এই ঋষিই

আদি গুরু, কেন না তিনিই মানুষের নিকট সেই মন্ত্রের প্রকাশক,—অতএব মস্তকে ঋষিন্যাস করিতে হয়। যাহার দ্বারা মন্ত্রের তত্ত্ব অর্থাৎ রহস্য আবৃত থাকে,—গুপ্ত থাকে, তাহাই সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। ছন্দঃ সকল অক্ষর ও পদঘটিত, সেই অক্ষর ও পদ মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এইজন্য মুখের ছন্দঃ ন্যাস করিতে হয়। যিনি হৃৎপদ্মে থাকিয়া (বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী হইয়া) জীবদিগকে সেবকভাবে পরিভাবিত ও কার্য্যে প্রবৃত্তি দান করেন, তিনি দেবতা; অতএব হৃৎপদ্মে দেবতার ন্যাস করিবেন। এতদ্ভিন্ন গুহ্যে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক * বিন্যাস করিতে হয় যথা,—

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে।
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ।

ঋষ্যাদিন্যাস দেবতা ও মন্ত্র ভেদে বিভিন্ন; অতএব মূলে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, আপন আপন ইষ্ট দেবতার নিকট শিক্ষণীয়।

সংক্ষেপ ঋষ্যাদি ন্যাস।

"ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ" বলিয়া মস্তকে, 'ওঁ পঙ্‌ক্তিছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে, "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিবেন।

প্রাণায়াম।

সরলভাবে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড (পিঠের শির, দাঁড়া গুহ্য) ঠিক সমান রাখিয়া আসনে উপবেশন করিতে হয়। মূলাধার সঙ্কোচ

* তন্ত্রোক্ত দেবতা, মন্ত্র বিশেষ, দেবীমাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বপাঠ্য স্তববিশেষ।

করিয়া পূরক, কুম্ভক, রেচক অর্থাৎ মৃদুভাবে শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ, রোধ ও পরিত্যাগ করিতে করিতে দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে চিন্তা করিতে হয়।

বায়ুর গমন অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ ও আগমন অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ এবং প্রাণের ধারণ, এই তিনপ্রকার কার্য্যকে যোগিগণ প্রণায়াম কহেন। প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু এবং আয়াম অর্থে তাহার নিরোধ, এই জন্য প্রাণায়াম অর্থে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা বুঝায়।

(বেদান্তসার)

প্রাণায়াম করিতে হইলে শ্বাসগ্রহণ, শ্বাসধারণ ও শ্বাসত্যাগ এই তিনটী কার্য্য করিতে হয়।

শ্বাসগ্রহণকে পূরক, শ্বাসধারণকে কুম্ভক ও শ্বাসত্যাগকে রেচক কহে। সেই পূরক, কুম্ভক ও রেচক বর্ণত্রয়াত্মক। সেই বর্ণত্রয় প্রণবরূপে উক্ত হইয়া থাকে, অতএব প্রাণায়াম প্রণবময়।

(গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

প্রাণায়াম আটপ্রকার, যথা—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জয়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। এই আটপ্রকার প্রাণায়াম মধ্যে সহিত নামক প্রাণায়াম সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য। অন্যান্য প্রাণায়ামগুলি যোগসাধনের নিমিত্ত। এস্থলে কেবল সহিত নামক প্রাণায়ামের বিষয় বর্ণিত হইবে।

(ঘেরণ্ড সংহিতা)

সহিত নামক প্রাণায়াম দুইপ্রকার,—সগর্ভ ও নিগর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহাকে সগর্ভ প্রাণায়াম এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহাকে নিগর্ভ প্রাণায়াম কহে। নিগর্ভ প্রাণায়াম মাত্রাহীন অর্থাৎ শক্তি অনুসারে পূরক, কুম্ভক,

ও রেচক করিলেই হয়; কিন্তু সগর্ভ প্রাণায়াম তাহা নহে; উহা মূল মন্ত্র অথবা প্রণব * সংপুটিত করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়।

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ॥
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্য সংযমঃ।
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা॥

(জ্ঞানার্ণবে)

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ুরোধ করিয়া ওঁ অথবা মূলমন্ত্র ষোড়শ (১৬) বার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র প্রথমবারের চতুর্গুণ অর্থাৎ চৌষট্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাসা হইতে তুলিয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমে ক্রমে রেচন করিবে। বামহস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিতে হয়।

এইভাবে পুনশ্চ বিপরীতক্রমে অর্থাৎ শ্বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণনাসা দ্বারাই পূর্ব্ববৎ ওঁ অথবা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক এবং উভয় নাসা ধরিয়া কুম্ভক ও শেষ রেচক করিতে হইবে। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বারের ন্যায় নাসাধারণক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক এবং

* সং, পুং, ঈশ্বরের গূঢ় নাম ওঁকার—বিষ্ণু।

রেচক করিতে হইবে। প্রাগুক্ত সংখ্যা জপ করিতে অশক্ত হইলে যথাক্রমে ৮।৩২।১৬ অথবা ৪।১৬।৮ বার জপ করিলেও হয়।

(শিবসংহিতা)

সংখ্যা মূলমন্ত্র দ্বারা রাখিতে হয়, কিন্তু মন্ত্র দীর্ঘ হইলে মন্ত্রের প্রথম শব্দ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়, অথবা প্রণব জপ করিতে হয়, এবং ঐ জপের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা বাম হস্তে রাখিতে হয় ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

(ফেৎকারিণী তন্ত্র)

প্রাণায়াম পরব্রহ্মস্বরূপ। ইহার পূরক অংশকে চতুর্মুখ ব্রহ্ম, কুম্ভক অংশকে বিষ্ণু এবং রেচক অংশকে পরাৎপর শিব নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

(গীতাসার)

কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাণায়াম অন্যবিধ। যথা,

একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্
পূরয়েৎ সপ্তজপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ॥
সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ।
প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুম্ভকৈঃ ॥

সমুদয় কৃষ্ণমন্ত্রে "ক্লীং" এই কামবীজ দ্বারা অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিতে পারা যায়।

প্রথমে বামনাসা, দক্ষিণ কনিষ্ঠা ও অনামিকার দ্বারা বন্ধ রাখিয়া, একবার মাত্র মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণনাসার বায়ু রেচক করিতে হইবে, সাতবার মন্ত্র জপ করিয়া বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরক করিতে হইবে ও

কুড়িবার মন্ত্র জপ করিয়া উভয় নাসা বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে। এইরূপ রেচক, পূরক ও কুম্ভক তিনবার করিলে একটি প্রাণায়াম হয়, এইরূপ তিনটি প্রাণায়াম করিবার বিধান আছে।

রেচক অর্থে, প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। পূরক অর্থে প্রাণায়ামকালে বহির্দ্দেশ হইতে বামনাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে অন্তরমধ্যে আনয়ন। আর কুম্ভক অর্থে—(কুম্ভ + কণ যোগ। অথবা কুম্ভ ক কৈধাতুজ) সং, পুং,—প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসাবন্ধ করিয়া নিঃশ্বাস রোধ, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাসাপুটদ্বয় ধারণ করতঃ প্রাণায়ামাঙ্গ বায়ুস্তম্ভন কার্য্য।

পরে—করন্যাস অঙ্গন্যাস ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক ১০৮ বা ১০০০ হাজার মূলমন্ত্র জপ করিয়া নিজ দেবতার ও গুরুর প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে,—

জপবিসর্জ্জনমন্ত্র।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

শক্তিমন্ত্রের জপবিসর্জ্জনকালে "গোপ্তা" স্থলে "গোপ্ত্রী" "মহেশ্বর" স্থলে "মহেশ্বরি" আর—

বিষ্ণুমন্ত্রজপে "মহেশ্বর" স্থলে "জনার্দ্দন" বলিবে। জপবিসর্জ্জনকালে, পূজ্য যদি দেব হন, তবে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এবং দেবী হইলে তাঁহার বাম হস্তে জপফল সমর্পণ করিবে।

তৎপরে—"রং" এই মন্ত্রে মস্তকে জল দিয়া করযোড়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রপ্রান্ত এবং কপাল যথাক্রমে স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ. ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ (অর্থাৎ মূল নিজ যে দেবতার পূজা করা হয়) নমঃ।

পুষ্পশুদ্ধি।

পুষ্পপাত্রে সকল পুষ্প স্পর্শ করিয়া ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে পুষ্পপ্রচয়াবকীর্ণে " হুং ফট্ স্বাহা " এ মন্ত্র পাঠ করিবে।

গন্ধাদির অর্চ্চনা।

কোন দ্রব্যের পূজা না করিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে নাই, তাহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়, দেবতারা গ্রহণ করেন না। প্রথমে "বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ' বলিয়া এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে।

পুনঃ আচমন।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ নমঃ বিষ্ণুঃ নমঃ বিষ্ণুঃ নমঃ বিষ্ণুঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

নারায়ণাদির অর্চ্চনা।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করতঃ নারায়ণাদির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য, যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ,—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

গণেশ পূজা।

যথাশক্তি দশ বা পঞ্চ উপচারে, অভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়, বিশেষ অভাব হইলে গঙ্গাজলেও হইতে পারে। স্ত্রী-জাতি এবং অন্যান্য জাতিতে শুদ্ধ গঙ্গাজলে পূজা করিতে পারেন।

প্রথমতঃ "গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ" করন্যাস * করিয়া কূর্ম্ম-মুদ্রাযোগে, **কূর্ম্মমুদ্রা** যথা—

বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী এবং বাম হস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযোগ করিবে; পরে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া বক্র করিয়া রাখিবে। পরে বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বক্র করিয়া দিবে এবং দক্ষিণ হস্তকে কূর্ম্মাকৃতি করিবে। ইহাকেই কূর্ম্মমুদ্রা কহে।

ঐ কূর্ম্মমুদ্রাযোগে একটি পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। **গণেশের ধ্যান** যথা,—

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধমধুপব্যালোল-গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভা-করম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥

---

* পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পটি দিয়া মানসপূজা সম্পাদন পূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস (করাঙ্গন্যাস ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ও ধ্যানান্তে পুষ্প প্রক্ষেপ করিবেন ও নিম্নমত পূজা করিবেন।

যথা—এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ, পরে "ওঁ গণেশায় নমঃ," এই মন্ত্র দশ বা অষ্টোত্তরশত বার অর্থাৎ একশত আটবার জপ করিয়া, "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন।

গণেশের প্রণামমন্ত্র।

ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ। পরে "ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিবে।

সূর্য্যপূজা।

গণেশপূজার নিয়মে যথা—এষ গন্ধঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, পরে "ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

সূর্য্যের ধ্যান।

ধ্যানং যথা—রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং পরে সূর্য্যার্ঘ্য যথা,—

কুশিতে অর্ঘ্য লইয়া,—নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। "ওঁ এহি সূর্য্যসহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

অর্থাৎ—হে সহস্রকিরণ তেজোময় জগৎপতি সূর্য্য! আমি আপনার ভক্ত, আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিয়া পরে ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া কুশিতে জল লইয়া তিনবার সূর্য্যোদ্দেশে জল প্রদান করিবেন।

সূর্য্যের প্রণাম।

নমঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

বিষ্ণু (নারায়ণ) পূজা।

এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ পরে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এই মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিয়া ধ্যান করিবে, ধ্যানং যথা,—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃসরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ। পূজান্তে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবতায়" মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ পূজা ও মন্ত্র অর্থাৎ পূজাপদ্ধতি বৈষ্ণবাচমন ও প্রাতঃকৃত্যাদি তত্ত্বজ্ঞাসাজ্ঞ বিষ্ণুপূজোক্ত প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমতঃ—

কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্ব্বসত্ত্ব হৃদিস্থিতে। সর্ব্বত্র সর্ব্বগ ব্রহ্মন্ কৃপয়া সন্নিধী ভব ॥

১০ অ গৌতিমীয় তন্ত্র।

হে মহাযোগি কৃষ্ণ। আপনি সকল জীবের হৃদয়স্থ ও সর্ব্বগত। আপনি কৃপা করিয়া এইস্থানে (সন্নিধানে) অবস্থিতি করুন, অর্থাৎ নিকটে আসিয়া অবস্থিতি করুন, আমি আপনার পূজা করি।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান।

ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘা-বৃতং গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

প্রথম ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানস পূজাদি করতঃ পুনর্ধ্যান করিয়া পাদ্যাদিসহ পূজা করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। এই মন্ত্রে পূজা ও জপাদি করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম।

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

রাধিকার ধ্যান।

ওঁ অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং।

স্তনযুগগজমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহং ॥

রাধিকার প্রণাম।

ওঁ রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং কনককুণ্ডলমণ্ডিতাং। বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ॥

সকল পূজার পূর্ব্বে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে হয়।—

পুংদেবতা বিষয়।

তাবেয়ং মহিমা মূর্ত্তিস্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবং স্থাপয়াম্যহম্ ॥

স্ত্রীদেবতা অর্থাৎ শক্তিবিষয়।

দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। (শিব পূজাস্থানে দ্রষ্টব্য)

যে পূজায় আবাহনাদি আছে (নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজায়) সেই স্থানে এইরূপ কৃতাঞ্জলি ও আবাহনাদি করিবে।

শালগ্রামে শিবে চাপ্সু বহ্নৌ মন[illegible]কে।
এষু চাবাহনং নাস্তি দেবতানাং সদা[illegible]স্থিতি ॥

বৃহত্তন্ত্রসার।

শালগ্রাম শিলায়, স্থাপিত শিবলিঙ্গে, জলে, অগ্নিতে, মানসে এবং পুষ্পে এই কয়টি স্থানে দেবতাদিগের আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। কারণ, এই কয় স্থানে দেবতাগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

উপচার সম্প্রদান।

(পূজার উপচার, নৈবেদ্যের উপকরণ প্রভৃতি)

" এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানৈ্য অমুকদেবতায়ৈ নমঃ "।

(অমুক দেবতা অর্থে যে দেবতার পূজা করা হইবে)

সকল উপচারেরই এই একমাত্র সম্প্রদানের মন্ত্র অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করিবে, সেই দেবতার নামোল্লেখপূর্ব্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা সম্প্রদান (যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়) করিবে।

কালিকার ধ্যান। এই গ্রন্থে দেবতার ধ্যান মধ্যে দ্রষ্টব্য।

কালীর প্রণাম। এই গ্রন্থে দেবতার ধ্যান মধ্যে দ্রষ্টব্য।

দশমহাবিদ্যার স্তোত্র।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

চামুণ্ডাতন্ত্র॥

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসং [illegible]ষ্টাস্তাঃ সর্ব্বাহি ফলৈঃ সহ॥

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
অথ চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতা ॥

মালিনীবিজয়তন্ত্র ॥

অষ্টাদশ স্তোত্র।

কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দ্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা ॥
কালী কুলং সমাখ্যাতাং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরং।
সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ ॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতং ॥

তন্ত্র ॥

বিষ্ণুর চরণামৃতপান-মন্ত্র।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং।

নিজ নিজ ইষ্টদেবের পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুদেবের নিকট শিক্ষণীয়।

পার্থিব শিবপূজা।

বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
বিনা মালূরপত্রেণ নার্চ্চয়েৎ পার্থিবং শিবম্ ॥

পার্থিব শিবপূজা করিতে হইলে ভস্ম দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড (বক্ররেখা) করিতে হয়; রুদ্রাক্ষের মাল্য ধারণ করিতে হয়। আর বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়। ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র যজ্ঞাবশেষভস্ম দ্বারা অথবা বৃষগোময় দ্বারা করা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে ভস্মের পরিবর্ত্তে বিভূতির ব্যবহার প্রচলিত আছে।

"রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।"

রুদ্রাক্ষ এবং শিবলিঙ্গ (শিবের মূর্ত্তিবিশেষ) যত স্থূল হইবে ততই ভাল। শিবলিঙ্গ গঠনার্থে যে মৃত্তিকা লইতে হইবে, তাহা অন্ততঃ দুই তোলার কম না হয়। পরিষ্কৃত আঁটাল মাটি দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন না ফাটে, (ফাটিলে বিশেষ দোষ হয়) নিজ অঙ্গুষ্ঠের ১ম পর্ব্বপ্রমাণ লিঙ্গটী গড়িতে হইবে। উহা যত সুশ্রী সুদৃশ্য হইবে, তত ফল বেশী ইহা শাস্ত্র-উক্তি।

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ পূর্ব্ববৎ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে, তৎপরে "ওঁ হরায় নমঃ" মন্ত্রে মৃত্তিকা হরণ ও "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে লিঙ্গ মার্জ্জন করিয়া অখণ্ড বিল্বপত্রোপরি উত্তরাভিমুখে লিঙ্গ স্থাপন করিবে।

তৎপরে "ওঁ শূলপাণে ইহ প্রতিষ্ঠিতো ভব" মন্ত্রে লিঙ্গোপরি আতপ তণ্ডুল (আল্ চাউল) দিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে "শাং হৃদয়ায়

নমঃ শীং শিরসে স্বাহা" ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস * করিয়া—কূর্ম্মমুদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবে।—(কূর্ম্ম মুদ্রা গণেশপূজায় দেখ)

---

*অঙ্গন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস।

* হৃদয়াং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা॥ দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভি র্নেত্রনীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গকরকল্পিরিয়ং মতা॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাপ্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে॥ তন্ত্রসার

* মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়ে; মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকে; অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে; সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচে; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি আরাধ্য দেবতার দুই নেত্র হয়, সে স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা নেত্রন্যাস করিবে। ইহা ষড়ঙ্গন্যাস।

> অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকেঽপি।
> অধোঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বয়াঙ্গুলয়োর্ধর্ম্মণিস্যুঃ॥
> নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃত বাহুযুগকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।
> বিষ্বাগ্নিশক্তা কথিতাস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনী মধ্যমে চ॥

বিষ্ণু বিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সকল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যাগত মুষ্টি দ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলধ্বনি করিবে।

অঙ্গন্যাস ক্রম।

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। ঊং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হুং। ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। (দেবতা ত্রিনেত্র হইলে "ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিতে হইবে।) অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বামহস্তের তলদেশ বেষ্টন করিয়া করতল ধ্বনি করিবে)

যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা, সে স্থলে নেত্র পরিত্যাগ করতঃ অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করিবে। বিষ্ণু বিষয়ের ব্যবস্থা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মহেশের ধ্যান যথা।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

ধ্যানান্তে মানসপূজা করিয়া আবাহন করিবে, যথা—

(শিবপূজার শেষে টীকায় যে আবাহন মুদ্রা আছে সেই প্রণালীতে এই স্থানে আবাহন করিবে।)

ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহঃ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া করযোড়ে "স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, যাবৎ পূজাং করোম্যহং" এই প্রার্থনা করিয়া "ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" মন্ত্রে স্নান করাইবে।

তারপরে "এতৎ পাদ্যং ওঁ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর শিবের অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে যথা—

পূর্ব্বদিকে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, উত্তরে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, নৈর্ঋতে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, দক্ষিণে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, মধ্যে ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ ভৃঙ্গিণে নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক "ওঁ গুহাতিগুহ-

গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥"
এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হয়।

তৎপরে ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। পরে স্তবাদি পাঠ করিবেন। তদনন্তর— মুখবাদ্য করিবেন অর্থাৎ "বম্ বম্ বম্" শব্দে মুখবাদ্য করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তৎপরে—ঈশান কোণে (উত্তর পূর্ব্ব মধ্যে—ঈশান কোণ) ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সংহারমুদ্রা যোগে—

সংহার মুদ্রা যথা, বামহস্ত অধোমুখ করতঃ তদুপরি দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধভাবে রাখিবে এবং কনিষ্ঠা অবধি সকল অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া পরস্পর বন্ধন করতঃ ঘুরাইয়া সম্মুখে লইবে। পরে বক্ষঃসন্নিহিত পথে আস্তে আস্তে অধঃ হইতে উর্দ্ধ মুখের নিকট আনিয়া, উভয় তর্জ্জন্যাগ্র একদা নিক্রান্ত করিবে ইহাকেই সংহার মুদ্রা কহে এবং উহা দ্বারা পূজাধার হইতে একটি নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণ করতঃ মণ্ডলে স্থাপন পূর্ব্বক "ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে পূজন ও কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাদি দিবে। তৎপরে "ওঁ আবাহনং * ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥" ইত্যাদি পাঠ করতঃ "ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া শিবটীকে সমানভাবে রাখিতে হয়। পরে পাদোদকনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিতে হয়।

---

* আবাহনী (পক) মুদ্রা। অঞ্জলি করিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উভয় হস্তের অনামিকা মূলে সংযোগ করিলে পক মুদ্রা হয়।

সকল পূজাতেই এইরূপ আবাহন করিতে হয়।

শিবরাত্রি ব্রত।

মাঘমাসস্য শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী॥

স্কান্দে।

মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, তাহাকেই শিবরাত্রি বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দ্দশীই শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী।

স্মৃতিঃ।

পূর্ব্বদিনে মহানিশাতে চতুর্দ্দশীর অলাভ হইলে, যদি পরদিনে প্রদোষ সময়ে চতুর্দ্দশীর প্রাপ্তি হয়, তবে পরদিনেই শিবরাত্রিব্রত হইবে।

ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥

ইতি শিববাক্যম্॥

তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন, শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কার্য্য। স্নান, বস্ত্র, ধূপ, বা পুষ্প আদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই, একমাত্র উপবাসে ততোঽধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।

ব্রতপদ্ধতি, নিত্যক্রিয়াদি সমাধানান্তে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ শিবরহস্যোক্তশিবরাত্রিব্রতমহং

করিবো। অপর জাতি হইলে এই গ্রন্থের স্নানের যে সঙ্কল্প বিধি আছে উহা দ্রষ্টব্য।

সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,—

শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্। নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে॥ চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা চৈবা পরেঽহনি। ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর॥

অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করতঃ গণেশাদিদেবতার পূজা করিয়া, শিবপূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পূজা করিতে হইলে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিসর্জ্জন আদি নাই। মৃত্তিকাদ্বারা গড়িয়া পূজা করিতে হইলে, পার্থিব শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবে। চারি প্রহরে চারিবার পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্নবস্তুতে স্নান করাইতে হয়, কেবল অর্ঘ্যমন্ত্র পৃথক্। চারি প্রহরে "ওঁ পশুপতয়ে নমঃ"—বলিয়া প্রথমে জলদ্বারা স্নান করাইয়া পরে বিশেষ দ্রব্যে বিশেষ মন্ত্রে স্নান করাইবে।

প্রথম প্রহরে,—ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ। এই মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেবপূজাজপপরায়ণঃ॥ করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

দ্বিতীয় প্রহরে,—ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ।—এই মন্ত্রে দধিদ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উমরা সহ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

তৃতীয় প্রহরে,—ওঁ—হৌং বামদেবায় নমঃ। এই মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোহহং পার্ব্বতীশ্বর। শিবরাত্রৌ দদামার্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ॥

চতুর্থ প্রহরে,—ওঁ হ্রৌং সদ্যোজাতায় নমঃ। এই বলিয়া মধু দ্বারা স্নান করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদামর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

পূজা শেষ করিয়া কথা শ্রবণ ও স্তবাদি পাঠ এবং রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন স্নানাদি করিয়া শিবপূজা ও স্তব পাঠ করতঃ ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া নিজে পারণ করিবে। পারণের জলপান মন্ত্র———

"ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব।"

ব্রত-কথা।

ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণ সেবিতে। অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যন্তীভির্ইতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে। স্থিরচ্ছায়দ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাত-প্রসূনোত্থ-গন্ধামোদিতদিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈগুণ্য-লালিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনিনিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ। সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্।

দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি॥ ইতি দেব্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ।

শঙ্কর উবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা॥ তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্‌ভুঞ্জীত নান্যথা॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়ীত স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিল্বপত্রাণ্যু-পার্জ্জয়েৎ। ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেঽপি চ। বিল্বপত্রৈর্ব্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ॥ একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকত। মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণ পুষ্পাদিভিস্তথা। ন তথা জায়তে প্রীতি বিল্বপত্রৈর্যথা মম প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কুর্ব্বীত মম গন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিস্তথা। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্নাচৈব দ্বিতীয়কম তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা॥ পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভির্নরঃ। অপবেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ। এতমেতদ্‌ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্॥ যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। এতদ্‌ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু॥ অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা। ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ। বাগুরাপাশশল্যাদি-প্রপূরিতগৃহান্তরঃ॥ স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ॥ সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ॥ অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশাভূৎ সুভয়প্রদা।

তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম॥ হস্তামর্শবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে। লতাপাশৈর্ব্বহুবিধৈর্ম্মাংসভারং ববন্ধ সঃ॥ তমেব বৃক্ষঞ্চোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীতিতঃ॥ শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ। জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা॥ দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ লুব্ধকঃ॥ অথ তদ্দেহসংসর্গাৎ হিমপাতো মমোপরি। জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ॥ তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ। তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাত্তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতঽসৌ নিজমন্দিরম্॥ কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ। বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিধিধেন চ॥ পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। অথোভয়োর্ব্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ। যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্॥ দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বামকথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং দুরাত্মতাং তৎ শ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্॥ এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মতাং। পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজ তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্॥ ততোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ॥ এবমস্য প্রভাবং তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥ তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং মুদা॥ বান্ধবেভ্যোঽপ্যকথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা॥ তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ। এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্॥

ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে।
গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্যদ্‌ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি॥

ইতি শিবরহস্যে শ্রীশিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

শিবের প্রণাম।

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥১॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥২॥
ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়;
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়,
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৩॥
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪॥

৪। কারণত্রয়হেতু শান্ত শিবের নিকট আমি আত্মনিবেদন করিতেছি, হে পরমেশ্বর। তুমিই আমার গতি।

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ হস্তে আঘাত করতঃ তিনবার বোম্ বোম্ শব্দে মুখবাদ্য ও দক্ষিণ হস্তের কুনুই দ্বারা কক্ষবাদ্য *করিবে। * পরে——

* ইহার নাম প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা। দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া প্রাণায় স্বাহাদি পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া, দেবতার সম্মুখে পঞ্চবার আরত্রিকবৎ ঘুরাইবে।

আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনা।

বিশেষার্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া "ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ-বুদ্ধি-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্থিতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে।"

ইহা পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গোপরি ঐ জল অর্পণ করিবে। পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।

পরে সংহারমুদ্রার দ্বারা একটী নির্ম্মাল্য লইয়া আঘ্রাণান্তে "মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শিবের মাথায় একটু জল দিয়া শিবকে কাৎ করিয়া রাখিবে।

শিবাষ্টকং স্তব।

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণং, গুণহীন-মহীশ-গণাভরণং।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুং ॥ ১

গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং,-তনুনিন্দিত-রাজিত
ভূমিধরম্
বিধিবিষ্ণু-শিরোহর্চ্চিত-পাদযুগং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুম্ ॥ ২

শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃতপূত-জটং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুম্ ॥ ৩

নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্ম-বিরাজিত-কোটিবিধুং।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুম্ ॥ ৪

বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং, গরলাশন-মার্ত্তিবিনাশকরং।
প্রথমাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং, প্রণামামি শিবং
শিবকল্পতরুম্ ॥ ৫

মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং, করিচর্ম্মবিলাস-বিশেষকরং।
বরদাভয়-শূল-বিষাণধরং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬

জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং, করুণেশ-গুণত্রয়রূপধরং।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং
শিবকল্পতরুং ॥ ৭

ন দত্তং পুষ্পং সদা পাপচিত্তং, পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি
শম্ভো।
ভজতোঽখিল-দুঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং
শিবকলতরুম্ ॥ ৮

মৃত্তিকা অথবা জল দ্বারা তিলক করিয়া হস্তকুশ উভয় অনামিকা অঙ্গুলিতে দিয়া প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া নারায়ণ সমীপে জানুমধ্যে হস্ত রাখিয়া কৃতাঞ্জলীপুটে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,

আচমন—অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ। নমঃ বিষ্ণুঃ, নমঃ বিষ্ণুং, নমঃ বিষ্ণুঃ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

গুরুপূজা।

এতৎ পাদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ এতৎ অর্ঘ্যং শ্রীগুরবে নমঃ এষ গন্ধঃ শ্রীগুরবে নমঃ ইদং পুষ্পং শ্রীগুরবে নমঃ এতন্নৈবেদ্যং শ্রীগুরবে নমঃ পানার্থজলং শ্রীগুরবে নমঃ আচমনার্থজলং শ্রীগুরবে নমঃ।

পুং গুরুর ধ্যান।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশস্বরূপং সবামস্থিতসুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশ স্বরূপয়া সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ।

শ্রীগুরুর ধ্যান ও প্রণাম, সাধক এই গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

পুং গুরুপ্রণাম।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্॥

অর্থ—সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ যিনি ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব যিনি আমার বোধগম্য করাইয়াছেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

গুরুস্তোত্রম্।

(স্তব)

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারণে॥

অতিসৌম্যায় দিব্যায় ধীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥

শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥

অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্তমুক্তিদাত্রে নমোনমঃ॥

নমোহস্তু সম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ ॥

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥

কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে ॥

নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমোনমঃ।
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকোগুরুদিঙ্মুখঃ ॥
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি।

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রম্ ॥

স্ত্রীগুরুস্তোত্রম্।

(স্তব)

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

ভববন্ধনপাশস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যং তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ

শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মহাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥

ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ।
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্তু গুরুপূজাং পুরঃসরং।
স এব ধন্যা লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে শ্রীগুরোঃ স্তোত্রম্।

বটুক-ভৈরবস্তোত্রম্।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥

সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনম্॥

অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতং।
বক্তু মর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু দেবি মহামন্ত্র-মাপদুদ্ধার-হেতুকং।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণং॥

অপস্মারাদি-রোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥

সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ॥

বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ।
কুরু দ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ॥

দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে।
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্॥

অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং।
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ॥

বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্॥

নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়স্তথা।
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ॥

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পদঃ।
ভবন্তি সততঞ্চাস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

য এষ ভৈরবোনাম আপদুদ্ধার-হেতুকঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প-উত্তমঃ॥

তস্য নাম-সহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণং।
সর্ব্বান্ কামানাবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥

সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকং।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্ ॥

দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্ ॥

অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ॥

ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাসনং।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্ ॥

পাদয়োর্দ্দেব-দেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্ ॥

নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্ব্বটুক-ভৈরবঃ।
ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রিয়ো বিরাট্ ॥

শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥

করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥

শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীরুর্ভূতপো যোগিনী-পতিঃ ॥

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥

ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবর-ধারকঃ ॥

ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচায়কঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥

প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তপোময়ঃ ॥

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ ॥

কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা

শুদ্ধো নীলাঞ্জন-প্রখ্যো দৈত্যহা মুণ্ডভূষিতঃ ।
বলিভুগ্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥

সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী ॥

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ।
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ॥

ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদং ।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥

ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ন্তথা ।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নুবান্ মানবঃ ক্বচিৎ ॥

পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে ॥

ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ॥

সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ।
একাদশ-সহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥

ত্রিসন্ধ্যং য পঠেদ্দেবি সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ॥

ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্।
রাজশত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ॥

রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নশয়ত্যেব শত্রুকাম্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ॥

ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি॥

ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে॥

দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ॥

শুদ্ধস্ফটিকসংকাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
অষ্ট-বাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্॥

ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্ ।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥
খট্টাঙ্গাসিচাপশূলাং দধানঞ্চ তথা পুনঃ ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগস্তথা ॥
নীলজীমূতসংকাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্ ।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্ ॥
আত্মবর্ণসমোপেত সারমেয়সমন্বিতম্ ।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥
করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিস্তরুণ-
তিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতী ।
ক্রমসময়সপর্য্যা বিঘ্নবিচ্ছেদহেতুর্জয়তি
বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

অপরাজিতা-স্তোত্রম্ ।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং চন্দ্রকোটীসুশীতলাম্ ।
অভয়বরদহস্তাং শুভ্রবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্ ॥

নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাম্ ।
এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো দেবীং তামপরাজিতাম্ ॥

অপরাজিতামন্ত্রস্য নারদ (বেদব্যাস) ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅপরাজিতা দেবতা ঐং বীজং হ্রীং শক্তি মম সর্ব্বাভিষ্টসিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্ ।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় হয়গ্রীব-মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বামন-ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরপ্রদ নমোঽস্তু তে স্বাহা। ওঁ অসুরদৈত্যদানবনাগ-গন্ধর্ব্বযক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচকুষ্মাণ্ড-সিদ্ধযোগিনী-ডাকিনীস্কন্দ-পুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চন্যান্ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিচূর্ণয় বিচূর্ণয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু স্বাহা ।

ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত-সহস্রনেত্র জ্বল জ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ অনিরুদ্ধ দামোদর হৃষীকেশ কেশব বামন সর্ব্বাসুরোৎসাদন সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রমদন সর্ব্ববিঘ্নপ্রভঞ্জন সর্ব্বরোগপ্রণাশন সর্ব্বনাগপ্রমর্দ্দন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্বভূতশঙ্কর সর্ব্ববন্ধ-

বিমোক্ষণ সর্ব্বহিতপ্রবর্দ্ধন সর্ব্বহিংস্রপ্রদমন সর্ব্বজ্বরপ্রণাশন সর্ব্বগ্রহ-নিবারণ সর্ব্বপাপপ্রমর্দ্দন সর্ব্বদুঃস্বপ্ননাশন ডাকিনীবিধ্বংসন জনার্দ্দন নমোহস্তু তে স্বাহা।

য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি স্মরতি শৃণোতি স্মারয়তি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বাচয়তি বা গৃহীত্বা হস্তে পথি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা তস্য নাগ্নিবায়ুবজ্রোপলাশনিভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শত্রুভয়ং ন চৌরভয়ং ন গ্রহভয়ং ন সর্পভয়ং ন শ্বাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন রাজভয়ং বা ভবেৎ।

ক্বচিৎ রাত্র্যন্ধকার-স্ত্রী-রাজকুল-বিষোপবিষ (গরল)-গরদ-দহন বশীকরণবিদ্বেষণোচ্চাটন-বধ-বন্ধন-ভয়ং বা ভবেৎ। এভির্ম্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ।

তদ্ যথা—ওঁ নমস্তেঽস্তু অভয়ে অনঘে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতি সিদ্ধে (বিদ্যে) স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তোকে সরস্বতি ধমনি ধামনি রমণি রামণি ধরণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতে দিতে বিনতে গৌরি শৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে সদ্যোপঘাতনকরি সদ্যোপচয়কারিণি মাতঃ সর্ব্ববাচনবরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি অপমৃত্যুং নাশয় নাশয় পাপং হর হর জলগতং স্থলগতং অন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ সর্ব্বভূতসর্ব্বোপদ্রবেভ্যো মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা।

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি। ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যা কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ॥ ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি। এভির্দ্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ॥ ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমেন

লিখিত্বা ধারয়েত্তু যঃ রণে রাজকুলে দ্যুতে সংগ্রামে রিপুসংকুলে। অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ ॥

শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষা সমরে কাণ্ডধারিণী গুল্মশূলাক্ষি রোগানাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্ শিরোরোগজ্বরাণাঞ্চ নাশিনীং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ তদ্ যথা। একাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক চাতুর্ম্মাসিক ষাণ্মাসিক মৌহূর্ত্তিক বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক আমজ্বর সততজ্বর বিষমজ্বর গ্রহনক্ষত্র দোষান্ গ্রহাংশ্চাণ্ডান্ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে (বন্ধে) পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে শাসয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্নবিনাশিনি অরিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানস্তোকে মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি গদিনি (চাপিনি) শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুঃখদুরন্তে দুন্দুভিনাদে ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি মাহেশ্বরি ইন্দ্রাণি ব্রহ্মাণি বারাহি মাহেন্দ্রি কৌমারি চণ্ডি চামুণ্ডে নমোঽস্তু তে ওঁ হ্রা হ্রীং হং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ক্ষৌং গ্রূং তুরু স্বাহা।

যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়ব্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি স্বস্তি পুষ্টি তুষ্টি কীর্ত্তি (ধৃতি) বিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা।

ওঁ হ্রা হ্রীং হ্রুং হ্রঃ ও আকর্ষিণি আবেশনি জ্বালাং স্তম্ভালিনি রমণি রামণি ধমনি ধামনি ধরণি তপনি তাপনি মদোন্মাদিনি সংশোধিনি সম্মোহিনি মহাকালি মহানীলে নীলপতাকে মহারাত্রি মহাগৌরি মহামায়ে মহাশ্রিয়ে মহাচান্দ্রি মহাসৌরি মহামায়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে ওঁ আং কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিদ্ধতু স্বাহা।

ওঁ অজিতে স্বাহা ওঁ অপরাজিতে স্বাহা ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা।

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্রৈলোক্যবিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রম্।

হরিনাম-স্তোত্রম্।

শ্রীগোবিন্দায় নমঃ

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভং।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্॥

নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমং।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকং॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমং।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিং।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলং।
বিশ্বেশ্বরো বিশ্বদেবং তং বন্দে দেববল্লভং ॥

দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায়কং।
দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকৌস্তুভম্ ॥

মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনং।
মুণ্ডকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তুভপ্রিয়ং।
কৌমোদকধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকং ॥

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কং।
ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনং ॥

জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্যবিনাশকং।
জামদগ্নিবরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনং ॥

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচানুরমর্দ্দনং।
চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিম্ ॥

শ্রিয়ঃকরং শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদং।
শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরং ॥

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কং।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কং ॥

শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতং।
সুরাসুরৈঃ সদা সেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভং ॥
ত্রিবিক্রমং তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনং।
ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ং ॥
অনন্তমাদিপুরুষ মচ্যুতঞ্চ বরপ্রদং।
আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনং ॥
লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতং।
লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ং ॥
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ং।
হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিং ॥
হরিনামাকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।
বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

গর্গ উবাচ।

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভব মামীশ দেহি দাস্যং পদাম্বুজে ॥
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্।
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্ ॥

অণিমাদিষু সিদ্ধিষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো।
জ্ঞানতত্ত্বেহ তত্ত্বে বা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম ॥

ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম্।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥

সালোক্য সাষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমীপ্সিতম্।
নাহং গৃহ্লামি তে ব্রহ্মংস্ত্বং পাদসেবনং বিনা ॥

গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্।
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সততং স্মৃতিরস্তু মে ॥

বেদাক্ষং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতি জন্মফলোদয়াৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে ॥

কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে।
রক্ষ মামভয়ং দত্বা মৃত্যুর্ম্মে কিং করিষ্যতি ॥

সর্ব্বেষামীশ্বরঃ শর্ব্বস্তু ং পাদাম্ভোজসেবয়া।
মৃত্যুঞ্জয়োঽন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥

ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং তৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
যস্যৈকদিবসে ব্রহ্মাণঃ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥

যৎপাদসেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥

সহস্রবদনঃ শেষো যৎপাদপদ্মসেবয়া।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশ্বং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥

সর্ব্বসম্পদ্বিধাত্রী চ যা দেবী যৎ পরাৎপরা।
করোতি সততং লক্ষ্মী কেশৈস্ত্বৎপদমার্জ্জনম্ ॥

প্রকৃতির্বীজরূপা সা সর্ব্বেষাং শক্তিরূপিণী।
স্মারং স্মারং ত্বৎপদাব্জং বভূব ত্বৎপরাৎপরা ॥

পার্ব্বতী সর্ব্বদেবী সা সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী।
ত্বৎপাদসেবয়া কান্তং ললাভ শিবমীশ্বরম্ ॥

বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ॥

সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
ব্রহ্মণো ব্রহ্মণাঞ্চ গতিস্ত্বং পাদসেবয়া ॥

ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্তুঞ্চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা।
প্রসূতা সর্ব্বশস্যানাং ত্বৎপাদপদ্মসেবয়া ॥

রাধা বামাঙ্গসম্ভূতা তব তুল্যা চ তেজসা।
স্থিত্বা বক্ষসি তে পাদং সেব্যতেঽন্যস্য কা কথা ॥

যথা শর্ব্বাদয়ো দেবা দেব্যঃ পদ্মাদয়ো যথা।
তৎসমং নাথ কুরু মামীশ্বরস্য সমা কৃপা ॥

ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্লামি ধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবায়াং সেবকরতম্ ॥

ইত্যুক্ত্বা চ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ।
রুরোদ চ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥

গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণ ময়ি তে ভক্তিরস্ত্বিতি ॥

ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দ্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥

জন্মমৃত্যুজরারোগশোকমোহাতিসঙ্কটাৎ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥

কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্দ্ধং প্রমোদতে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গর্গকৃতশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

হরিহর-স্তোত্রম্।

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে।
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে ॥

দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥

গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ ।
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো কমঠাজ্ঞপাণে ॥

ভূতেশখণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥

বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে ।
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড় ॥

নারায়ণাসুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥

মৃত্যুঞ্জয়োগ্রবিষমেক্ষণ কামশত্রো ।
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে ॥

ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥

লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য ।
শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে ॥

আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি ॥

সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেব দেব ।
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে ॥

তার্ক্ষ্যোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্তুতমামনন্তি ॥

শ্রীরাম রাঘব বামেশ্বর রাবণারে ।
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ ॥

চানূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্তুতমামনন্তি ॥

শূলিন্ গিরীশং রজনীশকলাবতংস ।
কংসপ্রনাশন সনাতন কেশিনাশ ॥

ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্তুতমামনন্তি ॥

গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো ।
কর্পূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র ॥

গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরিন্ গোপ ।
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্তুতমামনন্তি ॥

স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে !
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্মষারে ॥

বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ !
ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্তুতমামনন্তি ॥

অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং।
সন্দর্শিতাং ললিতরত্ন কদম্বকেন ॥

সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ।
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥

যো ধর্ম্মরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং।
নামাবলীং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীং ॥

ধীরোহত্র কৌস্তুভভৃতঃ শশিভূষণস্য।
নিত্যং জপেৎ স্তনরসং ন পিবেৎ স মাতুঃ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দ পুরাণে ধর্ম্মরাজ বিরচিত হরিহরাষ্টোত্তরশতনামাবলি-সমাপ্তম্।

ভাবার্থ। যিনি হরিহরের অষ্টোত্তরাধিক একশত নামের এই মালা কণ্ঠস্থ করিবেন, এবং প্রত্যহ পাঠ করিবেন তাঁহাকে আর যমযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না অর্থাৎ পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এই নামমালা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ নিজ দূতগণকে দিবার জন্য স্বয়ং গ্রন্থন করেন। আরও তাহাদের বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ বিষ্ণুর এই সকল নাম যাহারা সদা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে তোমরা ত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুর স্তোত্র।

জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব নমো গোপিকামোহন ॥

নমো অনাথের বন্ধু দুরিতভঞ্জন।
নমঃ শঙ্খবিনাশক গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
তুমি সর্ব্বদেবরূপ অনাদি কারণ।
দ্বাদশ আদিত্য প্রভু তোমার কিরণ ॥

একাদশ রুদ্র তুমি চতুর্দ্দশ যম।
ভুবনবিজয়ী রূপগুণ অনুপম ॥

হে জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠনামধৃক্।
জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্মীপতে প্রভো ॥

জয় নীলাম্বুজশ্যাম নীলজীমূতসন্নিভ।
জয় পদ্মাধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাম্বুজ ॥

জনার্দ্দন জগদ্বন্ধো শরণাগতপালক।
ত্বদ্দা সদা সদা সানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো ॥

ত্রিভঙ্গললিতরূপ শ্যামকলেবর।
কনককিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥

পীতবাসপরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শ্রীবৎসশোভন ॥

মকরকুণ্ডল-আদি বলয় কঙ্কণ।
তুলসী মঞ্জরী আর কমল ভূষণ ॥

চারু চতুর্ভুজরূপ মোহনমূরতি।
অন্তিমে এ হরিদাসে দিও হে নিষ্কৃতি॥

সত্য যুগ—

তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরা মুক্তি র্নারায়ণপরা গতিঃ॥

(কুরুক্ষেত্র তীর্থ)

ত্রেতাযুগ—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

(পুষ্করতীর্থ)

দ্বাপরযুগ—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

(নৈমিষারণ্য তীর্থ)

কলিযুগ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

(গঙ্গাতীর্থ)

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

হরিনাম মহামন্ত্র, সর্ব্বমন্ত্রসার ।
হরিনাম জপ সদা, পাইবে নিস্তার ॥

যজ্ঞসূত্র বা পৈতা ।

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্ ।
তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যয়া নির্ম্মিতঞ্চ সুশোভনম্ ॥

ব্রাহ্মণকন্যার কৃত কার্পাসসূত্রে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত-ধারণে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চাতুর্ব্বর্গ্য ফল লাভ হইয়া থাকে ।

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞাং বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্ ॥

ব্রাহ্মণ কার্পাসসূত্রবিনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় শণসূত্রনির্ম্মিত এবং বৈশ্য মেষলোমনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন ।

ঋক্‌সামযজুষাঞ্চৈব বেদভেদেন লক্ষণম্ ।
স্কন্ধে সূত্রং সমাদায় নাভেরূর্দ্ধং স্তনাদধঃ ॥
ঋচামেতদ্ধি যজুষাং নাভিমাত্রং তথৈব চ ।
সাম্নাং মূলাদ্বামবাহোর্দ্দক্ষিণারত্নিমানিতম্ ॥

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ভেদে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীতের পরিমাণের পৃথকত্ব আছে। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ বামস্কন্ধ হইতে নাভির ঊর্দ্ধ এবং স্তনের অধোভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবে ।

যজুর্ব্বেদীয়গণের উপবীতের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত এবং সামবেদীয়-গণের বামবাহুর মূলদেশ হইতে দক্ষিণ হস্তের অরত্নিদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবে।

সামবেদীয়—যজ্ঞোপবীতগ্রন্থিমন্ত্র।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতে নোপনেহ্যামি।

যজুর্ব্বেদীয়—ওঁ ঋগ্বেদীয় মন্ত্র।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয়গণের মন্ত্র এক, সুতরাং তাহা আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

ব্রহ্মগ্রন্থি জানা না থাকিলে, গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রবরসংখ্যায় গ্রন্থি দেওয়া হয়। ইহা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

প্রবর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—শাণ্ডিল্য, আসিত দেবল। বাৎস্যগোত্র,—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ। (সাবর্ণ গোত্রেরও এই প্রবর)।

(প্রবর অর্থে—পুং, গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি ইত্যাদি)

ভরদ্বাজ গোত্র,—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।

কাশ্যপ গোত্র,—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।

যজ্ঞোপবীত ধারণবিধি।

যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয়ঞ্চোত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্টয়ম্ ॥

যজ্ঞোপবীত চারিটী ত্রিদণ্ডী ধারণ করিবে। চারি ত্রিদণ্ডী ধারণ করিবার কারণ এই যে, দৈব ও পৈত্রকর্ম্মের জন্য দুইটী, উত্তরীয়ার্থে একটী ও বস্ত্রাভাব জন্য একটী।

উপবীতং যজ্ঞসূত্রং প্রোদ্ধৃতে দক্ষিণে করে।
প্রাচীনাবীতমন্যস্মিন্নিবীতং কণ্ঠলম্বিতং॥

বামস্কন্ধে স্থাপিত যজ্ঞোপবীতের নাম উপবীত; দক্ষিণস্কন্ধস্থিত যজ্ঞোপবীতের নাম প্রাচীনাবীত এবং কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞোপবীতের নাম নিবীত।

গায়ত্রী শাপোদ্ধার।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্ম (বা বরুণো) দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদোবিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ।
সুমনসো বা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব।

বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ।
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব।

বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্রঋষিরাত্মা দেবতা বিশ্বমিত্রশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি ।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ।
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাৎ বিমুক্তা ভব ।

বৈদিক সন্ধ্যাবিধি।

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্ভূত্বা কৃষ্ণে বা বিমুখো যদি।
স এব ব্রাহ্মণাভাষো বিষহীনো যথোরগঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণ।

সন্ধ্যাহীন, অশুচিদেহী এবং কৃষ্ণবিমুখ ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের স্থায় অকর্ম্মণ্য।

সন্ধ্যাকালব্যতীতে তু যদি সন্ধ্যা কৃতা ভবেৎ।
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥

বিশিষ্ট কারণ জন্য যদি সন্ধ্যাকাল অতীত করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়, তবে দশ বার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়।

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যা ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥

সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়। ইহা বৈদিক সন্ধ্যাবিষয়ে জানিবে। জন্মমরণাশৌচেও বৈদিক সন্ধ্যা করিতে নাই।

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা চোপাসীতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসীতঃ॥
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা।
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ।

যিনি সন্ধ্যা, তিনিই গায়ত্রী, দ্বিধা মুক্তিতে একই। যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহার বিষ্ণু-উপাসনা করা হয়। আজীবন যে বিপ্র সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি তেজ ও তপস্যায় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং তৎপাদরজঃ দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হয়েন। সন্ধ্যাপূত তেজস্বী দ্বিজ জীবন্মুক্ত।

সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

প্রথমে যথাবিধি আচমন করিয়া মার্জ্জন করিবে। মার্জ্জন—ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু নঃ সন্তনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চা-ভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়তঃ ততঃ সমুদ্রো হর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথোস্বঃ।

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিবে, অর্থাৎ মন্ত্র পাঠ করিতে কুশার অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু জল ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে স্বীয় মস্তকে, ভূমিতে, তৎপরে শূন্যদেশে সেক অর্থাৎ জল প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। কুশের অভাবে অঙ্গুলি দ্বারাও মার্জ্জন করা যাইতে পারে। অনন্তর প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়ামের পূর্ব্বে তত্তন্মন্ত্রের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।

ঋষ্যাদি স্মরণ,—ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বাকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যাবিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর প্রাণায়াম করিবে। নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া পূরক প্রাণায়াম করিবে। মন্ত্র যথা,—

প্রথমং নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুচিন্তা করতঃ কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে। যথা,—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ ললাটে শম্ভুর ধ্যান করিয়া রেচক প্রাণায়াম করিবে।

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ

ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতংব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

অনন্তর আচমন করিয়া (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালীন আচমনের মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্) যে সময়ে সন্ধ্যা করিতে হয়, সেই সময়ের আচমন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

প্রাতঃকালের আচমনমন্ত্র সূর্য্যশ্চ মেতিমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নকালের আচমনমন্ত্র,—আপঃ পুনন্ত্বিতিমন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপ ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টম-ভোজ্যঞ্চ যদ্বাদুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়ংকালের আচমনমন্ত্র—অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

প্রাগুক্ত * মন্ত্রে জলগণ্ডূষত্রয় পান করিয়া যথাবিধি আচমন করতঃ পূর্ব্ববৎ জলের ছিটা দিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে। পুনর্ম্মার্জ্জন মন্ত্র——

আপো হিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।

অনন্তর জলগণ্ডুষ নাসিকায় আরোপণ * করিয়া অঘমর্ষণ করিবে অঘমর্ষণ ‡ মন্ত্র যথা,——

ঋতমিত্যস্যাঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। ও সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা পাপপুরুষের সহিত সেই বায়ু নিঃসরণ করতঃ কল্পিত-শিলা পৃষ্ঠে বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকার বারত্রয় করিবে। তৎপরে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোদ্দেশে প্রাতে অঞ্জলিত্রয়, মধ্যাহ্নে একাঞ্জলি ও সায়ংসন্ধ্যায় অঞ্জলিত্রয় জল দিবে।

সূর্য্যোপস্থান

সূর্য্যোপস্থান অর্থে সূর্য্যোপাসনা। সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা করিতে হয়।

* শ্বাস সংস্থাপন।

‡ যে অঘ নাশ করে, অঘ অর্থে পাপ।

ইহাও চৈতন্যের উপাসনা, জড় পদার্থের নহে। জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত চৈতন্যের উপাসনা হইতে পারেনা, তাই জড় বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে উপসনা করিতে হয়।

প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া গুল্‌ফ (গোড়ালী) উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া মধ্যাহ্নে ঐরূপ দণ্ডায়মান ও উর্দ্ধবাহু হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কন্নঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং। চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।

অতঃপর নিম্নলিখিত ১১টী মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ।১। ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ ।২।
ওঁ নমো আচার্য্যেভ্যঃ ।৩। ওঁ নমো ঋষিভ্যঃ ।৪।
ওঁ নমো দেবেভ্যঃ ।৫। ওঁ নমো দেবেভ্যো নমঃ ।৬।
ওঁ নমো বায়বে ।৭। ওঁ নমো মৃত্যবে ।৮।
ওঁ নমো বিষ্ণবে ।৯। ওঁ নমো বৈশ্রবণায়, বা ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।১০। ওঁ নমো উপজায় । ১১।

পরে তর্পণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। অর্থ—উদুত্যং ইত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কন্নঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দ, সূর্য্যদেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ। অগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন সেই প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবকে তদীয় রশ্মিসমূহ উর্দ্ধে ধারণ করিয়া

রাখিয়াছে অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে বা আকর্ষণ শক্তিদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই জন্য সকলের দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে।

"চিত্রমিত্যাদি" মন্ত্রের ঋষি কৌৎস ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ সূর্য্যদেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ। দেবগণের আশ্চর্য্যকর তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। ইনি মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির প্রকাশক। ইনি উদিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে স্বীয় তেজের দ্বারা আপূরিত করিতেছেন। এই সূর্য্য স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের আত্মস্বরূপ।

গায়ত্রীর আবাহন।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওম্—সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা যিনি সমস্ত চরাচরের রক্ষক তিনি ওঁকার-পদবাচ্য, অব ধাতু রক্ষা অর্থে অবতি রক্ষতি সর্ব্বং অথবা যিনি উপাসকের সমস্তকামনা পূর্ণ করেন। আপ ধাতু প্রাপ্তি অর্থে আপ্নোতি সর্ব্বান্ কর্ম্মান্।

"ভূরিতি বৈ প্রাণঃ ভুবরিত্যপানঃ, স্বরিতি ব্যানঃ ॥

যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ। যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি দূরীকরোতি সোপানঃ পরমেশ্বরঃ। যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১। "ভূরিতি বৈ প্রাণঃ" যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ যিনি সমস্ত জগতের জীবন ও আধার এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং যিনি স্বয়ম্ভূ সেই প্রাণবাচক 'ভূঃ' পরমেশ্বরের নাম। "ভুবরিত্যপানঃ" যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি

সোপানঃ, যিনি স্বয়ং সর্ব্বদুঃখরহিত এবং যাহার সঙ্গবশতঃ জীবের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয় সেই পরমেশ্বরের নাম ‘ভুবঃ’। “স্বরিতি ব্যানঃ”, যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করেন উক্ত পরমেশ্বরের ‘স্বঃ’ নাম হইয়াছে। অথবা ভূঃ যিনি সৎস্বরূপ, ভুবঃ যিনি চৈতন্যস্বরূপ, স্বঃ যিনি আনন্দ-স্বরূপ যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—ভূঃ সত্তায়াম্ ভুবঃ চিন্তায়াম্ স্বঃ সুখস্বরূপ (‘সবিতুঃ’) যঃ সুনোতি উৎপাদয়তি সর্ব্বং জগৎ স সবিতা, তস্য। (যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা হয়েন)। ‘দেবস্য’ যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ তস্য। (যিনি সর্ব্বসুখদাতা এবং সকলে যাহার প্রাপ্তি কামনা করে সেই পরমাত্মার) বরেণং’ বর্ত্তুমর্হম্ অর্থাৎ (স্বীকরণযোগ্য অতি শ্রেষ্ঠ) ‘ভর্গঃ’ শুদ্ধস্বরূপম্ অর্থাৎ (শুদ্ধস্বরূপ এবং পবিত্রকারী)—চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ। ‘তৎ’ সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা, “ধীমহি” ধরেমহি চিন্তয়ামি বা অর্থাৎ (ধারণ বা চিন্তা করি)॥ সেই ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করিবার প্রয়োজন এই যে, ‘যঃ’ ‘জগদীশ্বরঃ’ যিনি সেই সবিতা দেব পরমাত্মা, (নঃ) “অস্মাকং” আমাদিগের (ধিয়ঃ) “বুদ্ধীঃ” বুদ্ধিকে ‘প্রচোদয়াৎ’ “প্রেরয়েৎ” প্রেরণা করেন অর্থাৎ অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন॥ সেই জন্য সেই পরমাত্মস্বরূপকে উপাসক আমরা নিত্য ধ্যান করিতেছি।

২। হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ! হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব! হে অজনিরঞ্জননির্ব্বিকার! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্। হে সর্ব্বাধার। হে জগৎপতে! হে সকলজগদুৎপাদক! হে অনাদে! হে বিশ্বম্ভর। হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে!

দ্বিতীয় অন্বয়। (সবিতুর্দেবস্য তব যদ্ ভূর্ভুবঃ স্বর্ব্বরেণ্যং ভর্গোঽস্তি তদ্ বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম কস্মৈ প্রয়োজনায় ইত্যত্রাহ, হে

ভগবন্ নঃ যঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবান্ অস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ স এব অস্মাকং পূজ্যইষ্টদেবো ভবতু নাতোঽন্যং ভবত্তুল্যং ভবতোঽধিকং কঞ্চিৎ কদাচিন্ মন্যামহে॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া—আয়াহীতস্য বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ আয়াহি বরদে দেবিত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে।"

এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে।

অঙ্গন্যাস।

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।

"ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে।

"ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে।

"স্বঃ কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহু এবং বামহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিবে।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া, বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে অঙ্গন্যাস তিনবার করিবে। পরে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবে।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অঙ্গন্যাস ধ্যানের পরও তিনবেলা করিতে হইবে।

ঋষ্যাদি।

করযোড়ে—গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ। হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান,—ওঁ সাবিত্রীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্। যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥

সায়াহ্নকালের ধ্যান,—ওঁ সরস্বতীং শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্॥

প্রভাতে দুই হস্ত ঊর্দ্ধ ও চিৎভাবে রাখিয়া, মধ্যাহ্নে তদবস্থায় বক্রভাবে রাখিয়া এবং সন্ধ্যাকালে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় অধোমুখে রাখিয়া অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব, ও মূলপর্ব্ব কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই দশপর্ব্বে মন্ত্রাদি ও ধ্যেয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিবে। দশবার আটবার বা সহস্রবার জপ করিবে। কিন্তু কলিতে চারিগুণ জপ করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ এক অঞ্জলি জলত্যাগ পূর্ব্বক জপ বিসর্জ্জন করিবে। মন্ত্র যত্রা,

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ একবার জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে, ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তারাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।

আত্মরক্ষা—যজ্ঞোপবীতের সহিত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,—

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥

ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দান করিবে, যথা,—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অন্তো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

অতঃপর—সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া সূর্য্যের প্রণাম করিবে। সূর্য্যার্ঘ্যদান মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

সূর্য্যের প্রণামমন্ত্র যথা,—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অনন্তর পূর্ব্বাস্য হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া এবং বামপদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে, ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। যথা,—

অগ্নিমীড় ইতস্য মধুচ্ছন্দাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্যদেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমম্ ইষে ত্বেত্যস্য যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। অগ্ন আয়াহীতস্য গৌতমঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি। শন্নো দেবীরিত্যস্য পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীছন্দ আপো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে আপোমার্জ্জন, প্রাণায়াম আচমন, পুনর্ম্মার্জ্জন, অঘমর্ষণ প্রভৃতি সমস্ত করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে, যথা—

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যাম্। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে। ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে।

অনন্তর—সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গন্যাস করিয়া প্রাতর্মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন বেলায় তিন প্রকার গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

প্রাতর্ধ্যান—ওঁ গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

মধ্যাহ্ন ধ্যান—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

সায়াহ্নে ধ্যান—ও সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।

ধ্যানপাঠান্তে সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতিক্রমে ঋষ্যাদিস্মরণ করিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥

অনন্তর—নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক—ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধা করিয়া তর্পণাধিকারী ব্যক্তিগণ তর্পণ করিবে।

সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে উপবেশনাদি পূর্ব্বক গায়ত্রী পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদাদি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দা ঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দেবতা স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং— রত্নধাতমম্।

যজুর্ব্বেদাদি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎসগাবো দেবতাঃ শাখাচ্ছেদনসন্নয়নবৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা। প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

সামবেদাদি মন্ত্রস্য—গৌতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।

অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।

অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্যদান করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে। সূর্য্যার্ঘ্য ও প্রণাম মন্ত্র সমস্তই সামবেদীয়ের ন্যায়, কেবল ইদমর্ঘ্যং স্থলে "এষোঽর্ঘঃ" বলিবে।

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে "ওঁ শন্ন আপো" মন্ত্রটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যথাবিধি মার্জ্জন করিবে। তৎপরে জল দ্বারা শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথা,—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-ভৃগু-ভরদ্বাজবশিষ্ঠগৌতমকাশ্যপাঙ্গিরস ঋষয়ঃ অগ্নি বায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্যচ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া নাভিদেশে ব্রহ্মাকে চিন্তা করিয়া পূরক প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়াম—ওঁ হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তসাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্। চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপোজ্যোতিরিত্যাদি।

অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া ললাট-দেশে শম্ভুকে ধ্যান করিয়া রেচক প্রাণায়াম করিবে।

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধেন্দুভূষিতম্। ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং বৃষাসনম্। ললাটে চিন্তয়েদ্ দেবদেবং ভুজগভূষণম্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতিরিত্যাদি।

পরে ঋষ্যাদিস্মরণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়, এই তিন বেলায় তিনপ্রকার মন্ত্রে আচমন করিবে।

প্রাতঃকালের আচমন সূর্য্যশ্চেত্যারভ্যরক্ষস্তামিত্যন্তস্য চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদ্রাত্রেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা-পঙ্‌ক্তিঃ। ইদমহামিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যা-মুপেতা বিরাটছন্দো মন্ত্র্যাচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকারিষম্ মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রি-স্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নে আচমন— অপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ-ঋষিরাপো দেবতা অষ্টিশ্ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপঃ পুনন্তু—পৃথিবীং পৃথিবী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণ-স্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥ যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়াহ্নে আচমন—অগ্নিশ্চেত্যনুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষ-দৃষিঃ অগ্নিমন্যু মন্যুপত্যহানি দেবতাঃ অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তা মিত্যন্তস্যচতুর্ব্বিংশতক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চ-পদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহামিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যা-মুপেতা বিরাট্ ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃত্যেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং। যদাহ্না পাপমকারিষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহ-

স্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

সন্ধ্যাবিধিতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ঃ—

"নাস্তগে নোদ্গতে রবৌ"* অর্থাৎ সূর্য্য যখন সম্পূর্ণ উদিত হন নাই এই সময় প্রাতঃসন্ধ্যার ও যখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্তগত না হন তখনই সায়ং সন্ধ্যার মুখ্যকাল।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক—মার্জ্জন ক্রমবিধিতে পুনর্ম্মার্জ্জন করিবে যথা,—

ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো হিষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সুক্তস্যাম্বরীষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষি রাপো দেবতাঃ আদ্যানাং চতসৃণাং গায়ত্রী পঞ্চম্যা বর্দ্ধমানা সপ্তম্যাঃ প্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্টা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মাঅরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজম্। অপ্ সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্ব্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নি চ বিশ্বশং-ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ। ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।

যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্। ওঁ আপোহদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা।

দক্ষিণহস্তে জল গ্রহণ করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা,—

ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্য মাধুচ্ছন্দসাঘমর্ষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দোহশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামনাসিকাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণনাসিকা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত পূর্ব্বগৃহীত জলে সেই বায়ু নিঃসারণ করিয়া কল্পিত শিলারূপ হস্ততলে নিক্ষেপ করিবে অতঃপর গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া (ক) সূর্য্যোপস্থান করিবে।

প্রাতঃ সূর্য্যোপস্থানমন্ত্র—চিত্রং দেবানামিতি ষড়্‌চস্য সূক্তস্য কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্যো আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো। ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ। যাত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্। ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্‌ বা অনুমাদ্যাসঃ। নমস্যন্তো দিব

আ পৃষ্ঠমস্তুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তিসন্থঃ। ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্ব্বিততং সংজভার। যদেদযুক্ত হরিতঃ স্বধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ। ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে। অনন্ত মন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতং সং ভরন্তি। ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরং হসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎতন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।

•

মধ্যাহ্ন সূর্য্যোপস্থানমন্ত্র—উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য-কাম্বপ্রস্কণ্বঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা অদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্। ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে। ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনা অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা। ওঁ তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্। ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ ঙ দেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে। ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনা অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি। ওঁ বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো, অক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য। ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ। ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ

পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্।
ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং। হৃদ্রোগং
মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয়। ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং
নি দধ্মসি। ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ। দ্বিষন্তং
মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে বধম্॥

সায়ংকালের সূর্য্যোপস্থানমন্ত্র—মো ষু বরুণেতি পঞ্চর্চস্য
বশিষ্ঠঋষির্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ মো ষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃড়া সুক্ষত্র
মৃড়য়। ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া
সুক্ষত্র মৃড়য়। ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ওঁ যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈবে জনেহভিদ্রোহং
মনুষ্যাশ্চরামসি। অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা নস্তর্ম্মাদেনসো
দেবরীরিষঃ॥

অতঃপর অঙ্গন্যাস করিবে, যথা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ভূঃ শিরসে
স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্, (পুনরায) ওঁ
তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা, ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ
বষট্, ধমহি কবচায় হুং, ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্,
প্রচোদয়াৎ ওঁ অস্ত্রায় ফট্।

তিন সময় তিনপ্রকার গায়ত্রীধ্যান পাঠ করিবে।

প্রাতঃকালের ধ্যান—ওঁ বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্ত-বর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্ম্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্ক চতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান—যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেত-বর্ণাং শ্বেতাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূল-খড্গাখট্টাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নকালের ধ্যান—বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্কচতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন করিবে। ওঁ আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতা ইদং ব্রহ্মজুষস্ব নঃ। ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ। গায়ত্রীমাবাহয়ামি। ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব। গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা।

অতঃপর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। যথা—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো, মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্বেতোবর্ণঃ, অগ্নির্ম্মুখং, ব্রহ্মা শিরো, বিষ্ণু

হৃদয়ং, রুদ্রো ললাটং, পৃথিবী কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ, সাংখ্যায়নো গোত্রম্‌, অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ।

তৎপর দশ বা একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গায়ত্রীর উপস্থান করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপঋষির্জাতবেদোঽগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শাস্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম মরাতীয়তো নি দহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুর্ঋষির্বিশ্বদেবা দেবতাঃ শক্করীচ্ছন্দঃ, নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি র্বিশ্বদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শাস্ত্যর্থ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো অস্ত্বগ্নয়ে।

ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্‌ভ্যো নমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ, ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।

প্রত্যেককে প্রণাম করিয়া এক এক অঞ্জলি জল ত্যাগপূর্ব্বক গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্

অতঃপর তর্পণাধিকারী ব্যক্তিগণ তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান ও সূর্য্য প্রণাম করিবে। তর্পণে অধিকার না থাকিলে তর্পণ না করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্যের প্রণাম এই গ্রন্থে লিখিত স্থানে দ্রষ্টব্য। অনন্তর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মযজ্ঞ সমস্তই সামবেদীর ন্যায় করিতে হইবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যাপদ্ধতি।

স্ত্রী এবং অন্যান্য সকল জাতিরই তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকার আছে। দীক্ষিত মাত্রেরই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিবে। পর্ব্বাহাদিতেও তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নহে।

আচমন—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করতঃ মুখ প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া আচমনপূর্ব্বক "গঙ্গে চ" অর্থাৎ জলশুদ্ধির যে মন্ত্র এই গ্রন্থে আছে ঐ মন্ত্র পাঠ করতঃ অঙ্কুশমুদ্রা (এই গ্রন্থে আছে) দ্বারা জলশুদ্ধি করিয়া ধেনু মুদ্রা (এই গ্রন্থে আছে) প্রদর্শন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র অন্যের অশ্রুতভাবে উচ্চারণ করিয়া তত্ত্বমুদ্রা * যোগে তিনবার ভূমিতে, সাতবার মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাস করিয়া বামহস্ততলে একটু জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "হং যং রং লং বং" মন্ত্র তদুপরি তিন বার জপ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিছিদ্রপথে গলিত ঐ জল তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু নিজ মস্তকে দিবে এবং বাম হস্তের অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া উহাকে তেজোময় চিন্তা করতঃ বাম নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহের পাপ জলে মিলিত ও তৎসম্মিলনে ঐ জল কৃষ্ণবর্ণ

---

* তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করতঃ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসিকাপথে ঐ জল বাহির করিয়া বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে এবং তথা হইতে ফট্‌" এই মন্ত্রে ভূমিতে পরিত্যাগ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ বলে।

তৎপরে হাত ধুইয়া বৈদিক আচমন করতঃ "হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্যস্বরূপ এক অঞ্জলি জল দান করিবে। তদনন্তর "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ" (অমুক দেবতা স্থলে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম মনে মনে করিবে) বলিয়া তিন অঞ্জলি জল অর্ঘ্যস্বরূপ ইষ্টদেবতাকে দিবে।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন যখন যে সন্ধ্যা তখনকার সেই সন্ধ্যা ও নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠপূর্ব্বক যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী দশ বা একশত আটবার জপ করিবেন। গায়ত্রী, অনেক দেবতাব গায়ত্রী এই গ্রন্থে এক সঙ্গে লিখিত হইয়াছে, উহা দৃষ্টে নিজ দেবতার গায়ত্রী দেখিয়া লইবেন।

প্রাতঃকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারকমলে দ্রবকাঞ্চনের ন্যায় তরুণ-তপনপ্রভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে,—

ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুণ্ডরীকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

মধ্যাহ্নকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে অনাহতকমলে কোটিভাস্করসন্নিভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

সায়াহ্নকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে আজ্ঞাপদ্মে কোটিশশাঙ্কসমপ্রভাবিশিষ্টা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে,—

ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ। শুক্লাং শুক্লাম্বরধরীং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ স্বকরৌটিকাম্। সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥

জপান্তে "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া তান্ত্রিক তর্পণ করিবে।

তান্ত্রিক তর্পণ।

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি, এই সকল মন্ত্রে প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দান করিবে। তৎপরে নিজ ইষ্ট দেবতার মূলমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া "অমুকীং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।" এই মন্ত্রে তিন বার জলাঞ্জলি দিবে।

বৈষ্ণবগণ "পিতৄংস্তর্পয়ামি" এই মন্ত্রের পর, "নারদং তর্পয়ামি, পর্ব্বতং তর্পয়ামি, বিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি," এই মন্ত্রে তর্পণ করিয়া তৎপরে "গুরূংস্তর্পয়ামি" প্রভৃতি তর্পণ করিবে। ইষ্টদেবতার তর্পণস্থলে, মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ" বলিবে। শৈবগণ ঐরূপে "অমুকদেবং তর্পয়ামি" বলিবে। তর্পণের পর যথাশক্তি জপ করিয়া "গুহ্যাতি" মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতার প্রণাম পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। কৃষ্ণ বিষয়ে এরূপ বলা যায়

" শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহং নমঃ " অথবা " ক্লীং " শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ " বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

বৈদিক তর্পণ বিধি।

নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥

নাস্তিক্যপ্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি পিত্রাদির তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলপ্রার্থী হইয়া তাহার দেহরুধির পান করিয়া থাকেন। অতএব আয়ু, বল, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ তর্পণ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

স্নাতার্দ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণমম্ভস্থ এব কুর্য্যাৎ।
পরিবর্ত্তিতবাসশ্চ তীরে সমুত্তীর্য্যেতি॥ বিষ্ণু।

স্নান করিয়া জলে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণ করিবে। আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তর্পণ করিতে হইলে তীরে উঠিয়া তর্পণ করিবে।

পাত্রাদ্বা জলমাদায় শুচৌ পাত্রান্তরে ক্ষিপেৎ।
জলপূর্ণেঽথবা গর্ত্তে ন স্থানে তু বিবর্হিষি।

ইতি হারীত।

উদ্ধৃতজলে তর্পণ করিতে হইলে, কোন পাত্রে জল রাখিয়া সেই পাত্র হইতে জল লইয়া অন্য পবিত্র পাত্রে কিম্বা জলপূর্ণ

গর্ত্তে তর্পণের জল নিক্ষেপ করিবে। কখনও কুশশূন্য স্থানে তর্পণের জল নিক্ষেপ করিবে না।

যদুদ্ধৃতৈঃ প্রসিঞ্চেত্তু তিলান্ সম্মিশ্রয়েজ্জলে।
ততোঽন্যথা তু সব্যেন তিলা গ্রাহ্যা বিচক্ষণৈঃ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য।

উদ্ধৃত জলে তিল মিশাইয়া লইবে, তাহা না করিলে বামহস্তে তিল গ্রহণ করিবে।

উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে দেবতীর্থ অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দেবতর্পণ, যজ্ঞোপবীত মালাবৎ কণ্ঠলম্বিত করিয়া মনুষ্যতীর্থে সামবেদীয়গণ উত্তরাভিমুখে মনুষ্যতর্পণ, বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দৈবতীর্থে ঋষিতর্পণে এবং দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে পিতৃতীর্থে পিতৃতর্পণ করিবে।

বিধিপূর্ব্বক তিলকধারণ করতঃ পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্য-দিগের তর্পণ করিবে। নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিবে যে, পিতৃগণ আগমন করুন, এবং মৎপ্রদত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন, এক এক ব্যক্তির নামে তিন তিন অঞ্জলি জল দান করিতে হইবে। তর্পণজল ফেলিতে হইলে কুশাস্তরণে নিক্ষেপ করিতে হয়। কদাচ কোন পাত্রে বা মাটিতে তর্পণের জল ফেলিবে না। শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করাই নিয়ম।

দর্শস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলতর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্য্যাৎ কৃত্বাঘমাপ্নুয়াৎ ॥

যাহার পিতা জীবিত আছে, তাহার অমাবস্যাস্নান, গয়াশ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ অধিকার নাই। কিন্তু প্রেতশ্রাদ্ধে তিলতর্পণ করিতে পারে।

সংক্রান্ত্যাং নিশিসপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধজন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্ ॥

সংক্রান্তি, রাত্রিকালে, সপ্তমী তিথি, রবি ও শুক্রবার শ্রাদ্ধদিনে এবং জন্মদিনে তিলতর্পণ করিবে না। ইহা সামান্য বিধি। কিন্তু নিম্নোক্ত বিশেষবিধি অনুসারে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করা যায়, যথা

অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপকর্ম্মাণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে ॥
সূর্য্যশুক্রাদিবারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে।
তীর্থে তিথিবিশেষে চ কার্য্যং প্রেত চ সর্ব্বদা ॥

দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, গ্রহণ, সংস্কারপূর্ব্বক বেদারম্ভাদি কার্য্যে, উৎসর্গে, যুগাদ্যা ও মৃত তিথিতে যদি শুক্রাদি নিষিদ্ধ বার হয়, তাহা হইলেও তিল তর্পণে দোষ হয় না। তীর্থে, গঙ্গাদি তীর্থবিশেষ, আর প্রেতশ্রাদ্ধে তিলতর্পণে বারাদি কোন দোষ নাই। মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া

অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক পক্ষের নাম প্রেতপক্ষ। ইহাতে তিল-তর্পণে কোন বারাদি দোষ নাই।

কতিপয় দেবতার গায়ত্রী।

বিষ্ণু—গায়ত্রী, ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কাম-দেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নারায়ণ—গায়ত্রী, নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহ—গায়ত্রী, বজ্রনাথায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপাল—গায়ত্রী, কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম—গায়ত্রী, দাশরথয়ে বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

কৃষ্ণ—গায়ত্রী, কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব—গায়ত্রী, তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ—গায়ত্রী, তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।

দক্ষিণামূর্ত্তি—গায়ত্রী, দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নো ধীশঃ প্রচোদয়াৎ।

সূর্য্য—গায়ত্রী, আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

শক্তি—গায়ত্রী, সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদায়াৎ।

দুর্গা—গায়ত্রী, মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

জয়দুর্গা—গায়ত্রী, নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

লক্ষ্মী—গায়ত্রী, মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।

সরস্বতী—গায়ত্রী, বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

ভুবনেশ্বরী—গায়ত্রী, নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

অন্নপূর্ণা—গায়ত্রী, ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ।

ছিন্নমস্তা—গায়ত্রী, বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

মহিষমর্দ্দিনী—গায়ত্রী, মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কালিকা—গায়ত্রী, কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরা প্রচোদয়াৎ।

তারা—গায়ত্রী, তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কাম—গায়ত্রী, কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

মন্ত্রভেদে যেপ্রকার দেবতার ধ্যানভেদ আছে, সেপ্রকার গায়ত্রীভেদ নাই। এক দেবতার সমস্ত মন্ত্রে একটি গায়ত্রী; অতএব যে দেবতার যে কোন মন্ত্রই গ্রহণ করা হউক, গায়ত্রী এক। নিজ ইষ্টদেবতার যে গায়ত্রী, সাধক তাহাই জপ করিবেন।

কতিপয় দেবতার মন্ত্র।

সাধকবিশেষে এক এক দেবতার নানাবিধ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে; আবার দেবতাও নানাবিধ আছেন। এস্থলে আবশ্যক বিবেচনায় কতিপয় দেবতার মন্ত্র প্রকাশিত করিলাম।

ত্রিপুটা মন্ত্র। শ্রীং হ্রীং ক্লীং। ত্বরিতা মন্ত্র। ওঁ হ্রীং হুঁ খেচছে ক্ষস্ত্রী হূং ক্ষেং হ্রীং ফট্ নিত্যামন্ত্র। ঐং ক্লীং নিত্য ক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা॥ দুর্গামন্ত্র ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ মহিষমর্দ্দিনী মন্ত্র হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা হ্রীং। (অন্য প্রকার) ক্লীং ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা॥ জয়দুর্গা মন্ত্র। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা॥ বাগীশ্বরী মন্ত্র। ঐং নমো ভগবতী বদ বদ বাগ্দেবী স্বাহা (অন্য প্রকার) ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং সরস্বত্যৈ নমঃ॥ পারিজাত সরস্বতী মন্ত্র। ওঁ হ্রীং হে সৌং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ গণেশের মন্ত্র। গং। মহাগণেশের মন্ত্র হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা॥ হরিদ্রাগণেশের মন্ত্র গ্লং। লক্ষ্মী মন্ত্র শ্রীং। (অন্যরূপ) ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং। (অন্যরূপ) নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা॥ মহালক্ষ্মীর মন্ত্র,—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হসৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ। অজপা মন্ত্র হংসঃ॥ রাম মন্ত্র,—হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা। (অন্যরূপ) হ্রীং রাম হ্রীং॥

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র,—(ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র) শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ (ত্রয়োদশাক্ষরে এই ত্রিবিধ মন্ত্র)

(বিংশত্যক্ষর মন্ত্র) হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ (দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র) ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ ॥ (চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র) ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ (অষ্টাক্ষর মন্ত্র) ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ। (অন্যরূপ) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ (দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা ॥ (ষোড়শাক্ষর মন্ত্র) ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা ॥

বালগোপাল মন্ত্র। (একাক্ষর) কৃঃ (দ্ব্যক্ষর) কৃষ্ণঃ। (ত্র্যক্ষর) ক্লীং কৃষ্ণঃ। (চতুরক্ষর) ক্লীং কৃষ্ণায়। (পঞ্চাক্ষর) কৃষ্ণায় নমঃ। (ষড়ক্ষর) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥ গোপালায় সাহা। (অন্যরূপ) গোং কুং লং নাথায় নমঃ ॥ বাসুদেব মন্ত্র, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্র,—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ ॥ দধিবামন মন্ত্র,—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥ নৃসিংহ মন্ত্র, আং হ্রীং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট্ ॥ হরি হর মন্ত্র, ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর নারায়ণ নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ ॥

কতিপয় দেবতার ধ্যান।

এস্থলে মূর্ত্তিভেদে কতিপয় দেবতার প্রচলিত ধ্যান এবং উহার অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। ঐ সকল ধ্যান দেখিয়া আপন আপন উপাস্য

দেবতার ধ্যানমন্ত্র স্থির করিতে পারিবেন। মন্ত্রানুযায়ী ধ্যান স্থির না হইলেও এই প্রচলিত ধ্যান করিলেও কার্য্য হইতে পারে। কারণ শাস্ত্রে আছে, যদি মন্ত্রাক্ষরানুযায়ী ধ্যান বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অর্থানুযায়ী হইলেও তদ্দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাঁহারা মন্ত্রাক্ষরানুযায়ী ধ্যান স্থিরীকৃত করিতে না পারিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ধ্যান দেখিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান দেখিয়া লইবেন, ও অর্থানুসারে রূপ চিন্তা করিবেন।

গণেশের ধ্যান। এই গ্রন্থে গণেশপূজার স্থানে দ্রষ্টব্য।

ঐ ধ্যানের অর্থ—খর্ব্বাকৃতি, স্থূলদেহ, গজরাজবদন, লম্বোদর, সুন্দর, ক্ষরিত হস্তিমদের গন্ধে লুব্ধমধুপকর্ত্তৃক গণ্ডস্থল চঞ্চল, দন্ত দ্বারা বিদারিত শত্রুরক্তে সিন্দুরবিরাজিতবৎ দেহকান্তি, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদাতা এইপ্রকার পার্ব্বতীতনয় গণেশকে আমি ভজনা করি।

সূর্য্যের ধ্যান। এই গ্রন্থে সূর্য্যের পূজার স্থল দ্রষ্টব্য।

ঐ ধ্যানের অর্থ—সমস্ত জগতের অধিপতি সূর্য্যদেবকে আমি ভজনা করি, তিনি রক্তপদ্মের উপরে উপবিষ্ট, সমস্ত গুণের যেন অদ্বিতীয় সমুদ্র। করপদ্মে দুইটি পদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। মস্তকে মাণিক্য, অরুণের ন্যায় দেহের বর্ণ এবং তিনি ত্রিনেত্র।

বিষ্ণু বা নারায়ণের ধ্যান এই গ্রন্থে বিষ্ণুপূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

ঐ অর্থ—নারায়ণ আমাদের সদা নিজ ধ্যেয়। তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পদ্মের আসনে উপবিষ্ট, কেয়ূর ও কনককুণ্ডলভূষিত, মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার এবং তাঁহার হিরণ্ময় মূর্ত্তি (হিরণ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান অতএব চিন্ময় বিগ্রহ) ও শঙ্খচক্রধারী।

শ্রীকৃষ্ণের পূজার স্থলে (এই গ্রন্থে) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দ্রষ্টব্য।

ঐ ধ্যানের অর্থ—ফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, শশধরবৎ শোভমান বদন, মস্তক ময়ুরপুচ্ছে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণিমালা, পরিধানে পীতবাস। গোপীদিগের নয়নোৎপলে সর্ব্বশরীর অর্চ্চিত এবং গো ও গোপীগণে পরিবৃত। শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বেণু বাদনে তৎপর আছেন, ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত। ইঁহাকে ভজনা করি।

কৃষ্ণপূজা স্থলে, "স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি ধ্যানাদি লিখিত আছে, উক্ত ধ্যানটি উহারই শেষাংশ, কিন্তু পদ্ধতিবিশেষে এইটুকুই পূর্ণ ধ্যান বলিয়াও প্রকাশ আছে, এবং ইহাই অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং এস্থলে উহাই লিখিত হইল।

বাসুদেবের ধ্যান—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা-মম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎকঙ্কণং, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।

ঐ অর্থ—কোটিশরৎশশধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, সিতাব্জে উপবিষ্ট, জগতের মোহনকারী, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণ প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত, শ্রীবৎসবক্ষ, কৌস্তুভধারী এবং মুনীন্দ্রগণের স্তূয়মান, এইপ্রকার বাসুদেব বিষ্ণুর বন্দনা করি।

শিবের ধ্যান—এই গ্রন্থে শিবের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

ঐ অর্থ—মহেশ্বরকে নিত্যে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। তাঁহার দেহ রজতগিরির ন্যায়, অঙ্গদ্যুতি রত্নরাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল, তিনি চন্দ্রচূড়। হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয়। প্রসাদগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সুরগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং পূজিত। পরিধানে ব্যাঘ্র-

চর্ম্ম, পঞ্চবদন ও ত্রিনয়ন (প্রত্যেক বদনে ত্রিনয়ন), সর্ব্বভয়নাশকারী জগন্নতর শ্রেষ্ঠ ও বীজ (আবিকরণ)

বাণলিঙ্গের * ধ্যান। ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তবাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্। শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্।

অর্থ—প্রমত্ত, শক্তিযুক্ত মহাদীপ্তিশালী, কামবাণান্বিত, সংসার দগ্ধ করিতে সমর্থ এবং শৃঙ্গারাদি রসে উল্লসিত, ইনি বাণ নামে প্রসিদ্ধ, ঈদৃশ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে।

দুর্গার ধ্যান—ওঁ সিংহস্থাং শশিশেখরাং মরকতপ্রখ্যাং চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।

অর্থ—দুর্গাদেবী সিংহের উপরে উপবিষ্টা, ইনি শশিশেখরা মরকত-মণিপ্রখ্যা অর্থাৎ অনুরাগা। ইঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শর। ইনি ত্রিনয়না। অঙ্গদ (বলয়), হার, কঙ্কণ ও শব্দকারী কাঞ্চী (কটিহার) ও নূপুরধারিণী। জীবের দুর্গতিদূরকারিণী, ইঁহার কর্ণে রত্নকুণ্ডল বিরাজিত।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান। ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশী তনুম্। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্। ত্রিবলীবলয়োপেতাং

* লিঙ্গ—(লিনগ্ গমন করা ইত্যাদি অ (অন্) (ক) সং, ক্লীং চিহ্ন। পুংস্ত্বাদি। হেতু, কারণ, সূচন। শিশ্ন, উপস্থ। শিবের মূর্ত্তিবিশেষ। অনুমান। অনুমানসাধন সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি। সামর্থ্য। অর্থ প্রকাশক সামর্থ্য। লিং—
১ "যাবন্তামেব ধাতূনাং লিঙ্গং রূঢ়িগতং ভবেৎ।"

নাভিনালমৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্।

অর্থ—দেবী সিংহস্কন্ধে (পৃষ্ঠে) সমারূঢ়া এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা ও চতুর্ভুজা, গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত (পৈতা) পরিধানে রক্তবস্ত্র। অঙ্গের আভা উদয়কালীন সূর্য্যপ্রভার ন্যায়। নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিতা। ত্রিবলীপরিবৃত নাভিনাল মৃণালের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট। দেবী রত্ননির্ম্মিত মহাদ্বীপে (বেদীর উপরে) সিংহাসনসমন্বিত প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি উপবিষ্টা। এবম্প্রকার ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে।

কালিকার ধ্যান। ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।

অর্থ—শবারূঢ়া, ভীমদর্শনা, ঘোরদশনা, বরপ্রদায়িনী, হাস্যযুক্তা, ত্রিনেত্রা, হস্তে নরকপাল (মুণ্ড) ও খড়্গধারিণী, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, চতুর্ভুজা ও মুহুর্মুহুঃ রুধিরপানকারিণী দেবীকে স্মরণ করিবে।

গুরুর ধ্যান—। ওঁ হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং, সিংহাসনসংস্থিত-দিব্যমূর্ত্তিম্। ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং, সংবিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্। মুক্তাফলভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং, বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্। শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং, মন্দস্মিতং পূর্ণকলাবিধানম্।

শিষ্য চিন্তা করিবেন যে, গুরুদেব মদীয় হৃদয়পদ্মস্থ কর্ণিকোপরি দিব্য সিংহাসনে দিব্য মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কান্তি চন্দ্র-চন্দ্রিকাসদৃশ এবং ইনিই আমার জ্ঞান, সুখ ও অভীষ্ট প্রদান করিবেন। লোকাতীত মূর্ত্তি, তাহা মুক্তামালায় সুশোভিত। ইঁহার বামাঙ্গরূপ

পীঠোপরি দিব্যা (আলৌকিকী) শক্তি উপবিষ্টা। ইঁহার পরিধানে শ্বেত বস্ত্র ও দেহ শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত। যেমন পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে গুরুদেব সেই প্রকার মৃদু মৃদু হাস্য বিকিরণ করিতেছেন।

কতিপয় দেবতার প্রণাম।

এই স্থানে কিয়ৎসংখ্যক দেবতার প্রণামমন্ত্র লিখিত হইল। যে দেবতার পূজা করা যাইবে, পূজার শেষে সেই দেবতার প্রণাম মন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিতে হইবে। মূর্ত্তিবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে বা জানা না থাকিলে এক মন্ত্রেই প্রণাম করা চলে। অর্থাৎ শক্তি প্রণাম মন্ত্রে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি সকল দেবতার এবং বিষ্ণুপ্রণামমন্ত্রে নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার এবং শিবপ্রণামমন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়, বাণলিঙ্গ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি দেবতার প্রণাম করা যাইতে পারে।

গণেশের প্রণাম। বিষ্ণুর প্রণাম ও সূর্য্যের প্রণাম। এই গ্রন্থের ঐ সকল দেবতার পূজার স্থানে দ্রষ্টব্য।

রামের প্রণাম। রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

শক্তি প্রণাম। সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শিবের প্রণাম। এই গ্রন্থে শিবের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীর প্রণাম। নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥

সরস্বতীর প্রণাম। সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।

শ্রীশ্রীকালীর প্রণাম মন্ত্র। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

গুরুর প্রণাম। এই গ্রন্থে গুরুর পূজাস্থলে দ্রষ্টব্য। অর্ঘও ঐ স্থলে দ্রষ্টব্য।

মন্ত্র জপ।

জপ্ ধাতু হইতে জপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জপ্ ধাতুর অর্থ— মানস উচ্চারণ। সুতরাং ইষ্টদেবতার বীজ বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করার নাম জপ।

মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং স্মরেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥

মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা অর্থাৎ অপরে বুঝিতে পাবে এরূপভাবে মন্ত্র জপ করিলে, সেই স্তব ও মন্ত্র ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

বিধিপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোচ্চারণের নাম জপ। জপও যোগ-বিশেষ। সেইজন্য পুরাণাদিতে জপ মন্ত্রযজ্ঞ বা মন্ত্রযোগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে জপের মুখ্য গৌণ প্রভেদ—মানস, উপাংশু ও বাচিক এই তিনপ্রকারে বর্ণিত ও অভিহিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্ম্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাম্ ॥

উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ॥
কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ॥
উপাংশুনিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ॥
উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

মন্ত্রের বর্ণাবলী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নাম জপ। জপ ত্রিবিধ —মানসিক, উপাংশু ও বাচিক। মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মানসিক জপ। দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরিচালনা পূর্ব্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এরূপভাবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। নিজ কর্ণের অশ্রাব্য-ভাবে যে মন্ত্রজপ, তাহা মানস; নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংশু এবং বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপে দশগুণ এবং জিহ্বাজপ হইতে মানসিক জপে সহস্রগুণ অধিক ফল হয়।

সংখ্যা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সংখ্যা স্থির করিয়া জপ করিতে হয়। সংখ্যাশূন্য জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে। যথা,—

বিনা দর্ভৈস্তু যৎস্নানং যচ্চদানং বিনোদকম্।
অসংখ্যেয়স্তু যজ্জপ্তং সর্ব্বং তদফলং স্মৃতম্॥

অতএব শক্তি সামর্থ্য অনুসারে ৮।১০।১০৮।১০০৮ বার ইত্যাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুরূপে জপ করিতে হয়। জপের মন্ত্র বলিতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতিবার মন্ত্র জপ সময়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জপ করিতে হয়। রুদ্রাক্ষ, তুলসী পদ্মবীজ প্রভৃতির মালা দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং করমালা দ্বারাও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

রাত্রিতে শয়নকালে কর্ত্তব্য বিষয়।

জলপূর্ণ ঘট শিয়রে স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণু প্রণাম করিয়া, গরুড়কে স্মরণ করতঃ শয়ন করিবে। এবং দুর্গা নাম উচ্চারণ করিবে।

রাত্রিকালে ভোজনান্তে মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, উত্তমরূপে মুছিয়া শয়ন করিবে। এবং নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না; কিন্তু প্রবাসে পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইতে হয়। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া), নগ্ন (উলঙ্গ) অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ।

স্ত্রীসংসর্গ।

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্ব্ব বলে। পর্ব্বদিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে সায়ংকালে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ও পীড়িত অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ। রজস্বলা (প্রথম ৩ দিনের মধ্যে) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রীপুরুষের দেহ পবিত্র, এবং মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক।

ষষ্ঠী পূজা।

শ্রাবণে লুণ্ঠনষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থনষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, মাঘে শীতলষষ্ঠী এবং চৈত্রে অশোকষষ্ঠী। এই গুলি শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী। এতদ্ভিন্ন পুত্রাদি জন্মের বিংশত্যাদি দিবস পরে আচার বশতঃ পূজা করা হয়। ঐ ষষ্ঠীর পূজা নিত্যপূজাবিধানে করিতে হয়। ব্রতাচরণ দেশাচার মতে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়। পূজাক্রম সামান্য পূজাবিধি অনুসারে স্বস্তিবাচন হইতে সঙ্কল্পের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প যথা—" বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য * * * * ষষ্ঠী প্রীতিকামঃ (অথবা যাহা কামনা থাকিবে তৎকামঃ) ষষ্ঠী পূজনমহং করিষ্যে " পরে সূক্ত পাঠাদি অঙ্গন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া (সামান্য পূজাবিধি দেখ) নিত্যপূজারূপে ষষ্ঠী পূজা করিলে মাতৃকান্যাস প্রভৃতি অনেকে করেন না। পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাং॥
পট্টবস্ত্রপরিধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ।

এইরূপ ধ্যানাদি করিয়া উপচার দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র—" জয় দেবি জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠি দেবিকে॥ "

বীজমন্ত্র—" ষং "। ষষ্ঠী পূজায় সকলেই মার্কণ্ডেয়ের পূজা কেহ কেহ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়ের " পূজনং করিষ্যে " এইরূপ বল্লেন

তাহা করিলে ষষ্ঠীর পর মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিবে। সঙ্কল্পাদি ন্যাস প্রভৃতি আর স্বতন্ত্র করিতে হয় না, একেবারে ধ্যান পড়িয়া পূজা করিবে। মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান, প্রার্থনা ও প্রণামমন্ত্র ভিন্ন। আর ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজা এক সঙ্গে না করিলেও কার্য্যবিশেষে মার্কণ্ডেয়ের পূজা আবশ্যক হয়, তাহা করিলে সঙ্কল্পাদি করিয়া মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান করিবে; যথা—

"ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনং।
মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যাপূজয়েৎ প্রযতস্তথা॥"

পরে উপচারাদি দ্বারা পূজা করিবে।

প্রার্থনামন্ত্র—চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥"

প্রণাম—মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।"
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥"

এই বলিয়া প্রণাম করিয়া দক্ষিণান্তাদি করিবে।

মনসা পূজা।

গৃহ প্রাঙ্গণে (উঠানে) বেদীর উপর সীজ বৃক্ষ (বা মানসা গাছ) রাখিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনাদি (সামান্য পূজা বিধি দেখ) ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল পূজাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামো মনসাদেবীপূজনমহং করিষ্যে" অন্য মাসে অন্যতিথিতে কারণবশতঃ মনসাপূজা করিতে হইলে, সেই তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিবে।

এই সঙ্কল্পটী আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরে যে পঞ্চমী অর্থাৎ যাহাকে নাগ-পঞ্চমী কহে, তদ্দিনে বিহিত মনসা পূজা জন্য লিখিত হইল। পরে সঙ্কল্প এবং অঙ্গন্যাসাদি কর্ম্ম করিয়া মনসার ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং।
হংসারূঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্ব্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস পূজাদি অন্তে পুনর্ধ্যান করতঃ আবাহন করিবে। যথা—

"আস্তিকস্য মুনের্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি।
এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোঽস্তু তে।
আগচ্ছ বরদে দেবি সর্ব্বকল্যাণকারিণি।
স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহং।
ভগবতি মনসাদেবি, ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

এতৎ পাদ্যং "ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ" এইরূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া দুগ্ধের দ্বারা স্নুহীবৃক্ষে মনসাদেবীকে স্নান করাইবে।

স্নান মন্ত্র—"ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাং।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে।"

পুনর্ব্বার চন্দনমিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার মন্ত্র—

ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেন তোয়েন নাগমাতরং।
স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে।

ইহার পর মাল্য, সিন্দূর ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া অষ্টনাগ পূজা করিবে। যথা অনন্তায় নমঃ, বাসুকয়ে নমঃ, পদ্মায় নমঃ, মহাপদ্মায় নমঃ, তক্ষকায় নমঃ, কুলীরায় নমঃ, কর্কটায় নমঃ, শঙ্খায় নমঃ, এইরূপ মন্ত্র বলিয়া এক একটীকে পূজা করিয়া মনসাদেবীকে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তু তে।

পরে দক্ষিণান্তাদি করিয়া "মনসাদেবি ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

শ্রীপঞ্চমী।

পঞ্চম্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ। মস্যাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন লিখেত্ততঃ। মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়প্রিয়া। তস্যাং পূর্ব্বাহ্ণ এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ॥

সরস্বতী পূজা।

স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃসোম" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ সঙ্কল্প করিবে যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা সরস্বতীপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক-সরস্বতী-লক্ষ্মী-মস্যাধার-লেখনী-পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া,—"ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু" এবং "ওঁ দেবো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি, ইত্যাদি, করন্যাস অঙ্গন্যাসাদি করিয়া, গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতি দেবতাগণকে পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকল-মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভর-নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥ ১৭

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র।

যা কুন্দেন্দু-তুষারহার-ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দ্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা॥ ১৮
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥ ১৯
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥ ২০

প্রার্থনামন্ত্র।

যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥ ২১

প্রণামমন্ত্র।

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥ ২২

সরস্বতী স্তোত্র।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা॥
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতাভরণভূষিতা॥
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈ-র্চ্চিতা দেবদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈ-ঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা॥
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে॥ ১

সত্যনারায়ণ পূজা।

যজমান প্রদোষসময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। পরে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিয়া স্বস্তিবাচন করতঃ সংকল্প করিবে। অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামো গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাকথাশ্রবণপূর্ব্বকশ্রীসত্যনারায়ণপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আসনশুদ্ধি, পুষ্প শোধন ও প্রাণায়াম করিয়া "ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং" ইত্যাদি ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করতঃ শিবাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া পরে "নাং, নীং, নূং, নৈং, নৌং, নঃ" এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস (প্রণালী পূর্ব্বে দেখ) করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটী পুষ্প লইয়া নারায়ণের ধ্যান করিবে।

গীত।

মগ্ন মন বিভুচরণারবিন্দে।
গাও হরিগুণ পরমানন্দে॥
সে-ই চিত্তবিনোদন,
মূরতিমোহন,
ধ্যান কর সদা হৃদে।
ত্যজিয়ে বাসনা,
অসার কল্পনা,
পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে।
যোগিজনচিত্ত,
সদা প্রলোভিত,
যাঁর প্রেমমকরন্দে।
জীবনসঞ্চার,
পাতকি-উদ্ধার,
হয়, নিমিষে যাঁহার প্রসাদে।
মনঃসংযম,
ইন্দ্রিয়দমন,
হরি, তবে স্থান হরিপদে।
গাও তাঁরি জয়,
হইবে নির্ভয়,
সুখ-সম্পদে দুঃখ-বিপদে।

সমাপ্ত।